চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ২২ চৈত্র – ২৮ চৈত্র, ১৪৩১ ঃ ৫ এপ্রিল – ১১ এপ্রিল, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 23, 5 April - 11 April, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : দুপুরে পরপর দুটি তীব্র কম্পনে কেঁপে উঠল মায়ানমার,

থাইল্যান্ড সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অংশ। প্রথমটির মাত্রা ছিল ৭.৭ এবং পরেরটি ৬. ৪ মাত্রার। উৎস মায়ানমারের সাংগাই থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে ও ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। বেড়ে চলেছে মৃতের সংখ্যা।

রবিবার : কেন্দ্র ও রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলের অভিযান বলছে পাইকারি

ও খুচরো দোকানে ছেয়ে গিয়েছে জাল ওষুধ। এর মধ্যে মান উত্তীর্ণর পরীক্ষায় ফের ডাহা ফেল করল ১০৪ টি ওষুধ। এর আগেও ফেল করেছে বহু ওষুধ। বিভ্রান্ত দোকানদার থেকে রোগী।

সোমবার : আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনা করে ৫ জেলার

১৩ টি থানা এলাকা বাদে মনিপুরের সর্বত্র আরও ৬ মাসের জন্য বাড়ানো সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন আফস্পা। নাগাল্যান্ড ও অরুণাচলের কিছু এলাকাতেও জারি রয়েছে এই আইন।

মঙ্গলবার : পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির সূচক অনুযায়ী ৭৪৮ টি ওষুধের

এমআরপি–র উপরে ১.৭৪ শতাংশ হারে দাম বাড়ানোয় বেড়ে গেল নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষুধের দাম। এর বিরোধিতা করেছে বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন।

বুধবার : বোমা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেবার ই মেল হুমকির

জেরে আতঙ্ক ছড়ালো কলকাতাস্থিত ভারতীয় জাদুঘরে। যদিও বোম স্কোয়াড ও পুলিশ কুকুরের তল্লাশির পরেও মেলেনি কিছু।

বৃহস্পতিবার : লোকসভায় ভোটাভুটিতে পাশ হয়ে গেল বহু

চর্চিত ওয়াকফ বিল। বেলা ১২ টায় বিল পেশ করেন সংখ্যালঘু বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজেজু। দুপক্ষের ভাষণ গড়ায় রাত ১২ টার পরেও। এরপর হয় ভোটগ্রহণ।

শুক্রবার : এসএসসি–র ২০১৬ সালের পুরো প্যানেল বাতিল করে

দিল সুপ্রীম কোর্ট। চাকরি গেল ২৫ হাজার ৭৫২ জনের। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখল দেশের শীর্ষ আদালত। নিয়োগে ব্যাপক পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে, জানালেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

চরম হতাশায় বাংলার শিক্ষিত সমাজ

ওঙ্কার মিত্র

আশা ছিল, এসএসসি নিশ্চই যোগ্য–অযোগ্য বাছাই করে যোগ্যদের পাশে দাঁড়াবে। পর্ষদ ও শিক্ষা দপ্তর ডুবন্ত শিক্ষিত বাঙালির দিকে শেষবারের জন্য অন্তত হাতটা বাড়িয়ে দেবে। কেউ বুঝতেই পারেনি শিক্ষিত বাঙালি আজ কত একা! তার ফল প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষিত বাঙালির সর্বনাশ। এখন বাংলার শিক্ষিত সমাজকে চিতায় তুলে ঢাক, ঢোল, কাঁসর বাজিয়ে পৈশাচিক নৃত্য শুরু করেছে রাজনীতি। কেউ বলছে সামলে নেব, কেউ বলছে বদলে দেবো। অথচ চোখের সামনে চিতার আগুনে ছাই হয়ে যাচ্ছে মেধাবী বাঙালির গর্ব, অহংকার, শিক্ষার প্রতি বিশ্বাস। গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের চাকরি বাতিলের রায় ছড়িয়ে পড়তেই বিভিন্ন জেলা থেকে যেসব

ছবি আমাদের প্রতিনিধিরা তুলে ধরছেন তা এককথায় ভয়ঙ্কর। পাওয়া চাকরি হারানোর ভয়ে কেউ কান্নায় ভেঙে পড়েছেন, কেউ ইতিমধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন, কেউ ঠিক করেছেন আর বাড়ি ফিরবেন না। এই হতাশা শুধু ২৬ হাজার চাকরি হারানো শিক্ষকের নয়, সমগ্র বাংলার শিক্ষিতদের। শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করেছে নিয়োগ দুর্নীতি। এতদিন রামমোহন, বিদ্যাসাগরের বাংলার যে বাবা–মায়েরা সন্তানদের বলতেন অন্ততঃ একটা পাশ কর বাবা, চেষ্টা করলে নিশ্চই একটা হিল্লে হবে, তারাও আজ হতাশ। আর এই হতাশা যারা সারা বাংলায় ছড়িয়ে দিয়েছে সেই রাজনীতিক, আমলারা ধোপদুরস্ত স্টাইলিশ জামা কাপড় পড়ে সিকিউরিটি

নিয়ে গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এটাই নাকি আইনের শাসন!

কয়েকদিন আগে অ্যানুয়াল স্টেটাস অব এডুকেশন রিপোর্ট, রুরাল (এএসইআর)–এর রিপোর্ট বেরিয়েছে। সেই রিপোর্ট বলছে এ রাজ্যে এখনও চতুর্থ শ্রেণিতে পড়া ৫.২ শতাংশ পড়ুয়ার বাংলা অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত নেই। ১৬.৪ শতাংশ পড়ুয়া অক্ষর পড়তে পারলেও শব্দ পড়তে পারে না। অঙ্কের অবস্থাও তথৈবচ। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়া ৪.৪ শতাংশ পড়ুয়া ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা চেনে না। প্রথম শ্রেণির ক্ষেত্রে যা ১৪.৩ শতাংশ। রিপোর্ট দেখে শিক্ষকেরা জানাচ্ছেন, সরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে ২০২২ সালে তৃতীয় শ্রেণির মাত্র ৩২.৬ শতাংশ পড়ুয়া দ্বিতীয় শ্রেণির কোনও পাঠ্যবই পড়তে পারত। ২০২৪ সালে দেখা যাচ্ছে, ৩৪ শতাংশ তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের নির্বাচিত অংশ পড়তে পারে। ২০২২ সালে তৃতীয় শ্রেণির মাত্র ৩২.৪ শতাংশ পড়ুয়া বিয়োগ অঙ্ক করতে পারত। ২০২৪ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩৭.৫ শতাংশ। পঞ্চম শ্রেণির মাত্র ৩৪.৩ শতাংশ এবং অষ্টম শ্রেণির ৩৩.৫ শতাংশ পড়ুয়া ভাগ অঙ্ক করতে পারে। ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সিদের স্মার্টফোনের ব্যবহার নিয়েও সমীক্ষা চালিয়েছে এই সংস্থা। তাদের মধ্যে ৮৪.৪ শতাংশ পড়ুয়ার বাড়িতে স্মার্টফোন আছে। এই পড়ুয়াদের ৬৬.৬ শতাংশ পড়াশোনার কাজে তা ব্যবহার করতে পারে। তবে, সেই ফোন কত জন নিরাপদে ব্যবহার করে, সেই প্রশ্ন উঠেছে। ৪৯.৭ শতাংশ প্রয়োজনে কাউকে ব্লক করতে পারে। তবে, ডিজিটাল ক্লাসের উপরে জোর দেওয়া হলেও স্কুলে কম্পিউটার নেই ৯৫.৩ শতাংশের।

রিপোর্ট বলছে, পড়ুয়া ভর্তির ক্ষেত্রে অবশ্য সরকারি স্কুল অনেক এগিয়ে আছে। ৬ থেকে ১৪ বছরের ৮৯.৬ শতাংশ পড়ুয়া সরকারি স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ৮.৭ শতাংশ ভর্তি হয়েছে বেসরকারি স্কুলে। এই রাজ্য প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির হারে অন্যান্য রাজ্যের থেকে অনেক এগিয়ে। এরপর পাঁচের পাতায়

নুঙ্গি স্টেশনে পর্যাপ্ত শেডের অভাবে দুর্ভোগ নিত্যযাত্রীদের

রেল স্টেশনগুলির হাল–হকিকৎ /২

কুনাল মালিক

শিয়ালদহ বজবজ শাখার মধ্যে দক্ষিণ শহরতলীর নুঙ্গি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। মহেশতলা, বাটা সহ হাওড়া জেলার প্রচুর মানুষ এই স্টেশন থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাতায়াত করেন। এই রেলস্টেশনের বেশ কয়েকটি সমস্যায় প্রতিদিন নাজেহাল হচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। প্রথমত, ৩টি যে প্ল্যাটফর্ম আছে সর্বত্র মাথায় শেড না থাকায় এই গরমে মানুষদের নাজেহাল হতে হচ্ছে। বর্ষাকালেও মানুষদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এখানকার নিত্যযাত্রীরা জানাচ্ছেন, গ্রামগঞ্জের রেলস্টেশনগুলোতেও যেখানে গোটা প্লাটফর্মের মাথায় যাত্রী শেড আছে। সেখানে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে সর্বত্র মাথায় শেড থাকবে না কেন।

দ্বিতীয়ত, এই রেল স্টেশনে শৌচালয়ের সমস্যা আছে। ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে কোন শৌচাগার না থাকায় অনেকেই প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করায় জিআরপি মাঝেমধ্যেই ফাইন করছে। অথচ ১ নম্বর প্লাটফর্মের কাছে কেবিনের কাছে পর্যাপ্ত জায়গা আছে বাথরুম করার। রেল দপ্তর যদি এখানে একটি শৌচালয় তৈরি করে দেয়, তাহলে নিত্যযাত্রীদের খুব সুবিধা হয়।

তৃতীয় সমস্যা হল, প্রতিদিন বিকালের দিকে ৩ নম্বর প্লাটফর্মটা সবজি বাজারে রূপান্তরিত হয়। ট্রেন থামলে যাত্রী সাধারণের চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়। প্রতিদিন সবজি ব্যবসায়ীরা এখানে বসায় মানুষের সমস্যা হলেও জিআরপিএফদের চোখে পড়ে না। লাইনের পাশে রেলের জায়গায় প্রচুর সাইকেল গ্যারেজ গড়ে উঠেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

পাথরপ্রতিমা বিস্ফোরণ কাণ্ডের জের

জেলাজুড়ে পুলিশি অভিযানে প্রচুর বেআইনি বাজি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সম্প্রতি আবারও বেআইনি বাজিতে আগুন লেগে পাথরপ্রতিমায় একই পরিবারের ৮ জন সদস্যর মৃত্যু হল। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে এলাকার মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ঘটনার পরই ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পাথরপ্রতিমার ঘটনায় বিভিন্ন মতামত শোনা যাচ্ছে। কেউ বলছে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে এই বিস্ফোরণ হয়েছে আবার কেউ বলছে বাজি বানানোর সময় বিস্ফোরণ ঘটে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এভাবে এত অবৈধ বাজি একটি বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে জমা ছিল কিভাবে? স্থানীয় থানা বা প্রশাসন কি ব্যাপারে কিছুই জানতো না? অনেকে বলছেন ওই বনিক পরিবারের বাজি তৈরির কোন বৈধ লাইসেন্স ছিল না। প্রসঙ্গত, যখনই এই ধরনের কোন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে পুলিশ তখন নড়ে চড়ে বসে। ঠিক তেমনি ভাবে পাথরপ্রতিমার ঘটনার পরে বিভিন্ন থানা এলাকায় পুলিশি তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নোদাখালী থানা এলাকার মোহনপুরের দাস ও প্রামানিক পাড়ায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ ৪৬ কেজি বাজির মশলা উদ্ধার করেছে। সেই সঙ্গে দাসপাড়া থেকে সৌম্যদীপ দাস নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদিকে বজবজ থানা এলাকার চিংড়িপোতা থেকেও ৪০ কেজি বাজির মশলা উদ্ধার করা হয়েছে। মহেশতলা থানা এলাকার পুটখালী এলাকা থেকে ৬২ কেজি বাজি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই সমস্ত ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে বিস্ফোরণ আইন মামলা রুজু করে। এর আগেও আমরা দেখেছি নোদাখালী থানার মুচিশার কাছাকাছি একটি এলাকায় এবং মহেশতলা থানার চিংড়িপোতা, বলরামপুর, এরপর পাঁচের পাতায়

নোদাখালি থানা এলাকায় উদ্ধার হওয়া বাজি ও বাজির মশলা। ছবি : অরুণ লোধ

জলসঙ্কটে ভুগছে বীরভূম

অভীক মিত্র : চলছে চৈত্র মাস, সকাল থেকে প্রচন্ড রৌদ্রের তেজ। শুরু হয়েছে তীব্র তাপপ্রবাহ। সকাল ১১টার পর রাস্তাঘাট শুনশান হয়ে যাচ্ছে। খুব প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে কেউ বের হচ্ছে না। তীব্র তাপপ্রবাহ সঙ্গে পানীয় জলসঙ্কটে জেরবার বীরভূম জেলার বেশ কিছু ব্লক এলাকা। এই গরমে জেলাবাসীর সঙ্গী হয়েছে তীব্র জলকষ্ট।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর জলপ্রকল্পে বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহ করার কথা কিন্তু সেই জলসরবরাহ প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ায় তীব্র জলসঙ্কটে দুবরাজপুর ব্লকের গোহালিয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিদাসপুরের বাসিন্দারা। ২৯ মার্চ খানপুর জলট্যাঙ্কের কাছে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ পাইপ পোঁতা আছে ট্যাপ আছে কিন্তু জল নেই। তাদের দাবি জলের ব্যবস্থা না হলে অন্য কোনো কাজ করতে দেবে না। জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ ফোন করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ বন্ধ করে দেয়। শুধু দুবরাজপুর ব্লকের হরিদাসপুর নয়, নলহাটি ১নং ব্লকের বানিওড় গ্রামপঞ্চায়েতের বারসোর, বানিওড়, সুলতানপুর, গোবিন্দপুর সহ আদিবাসী গ্রামগুলিতেও চলছে জলসঙ্কট। মুরারই ১নং ব্লকের রাজগ্রাম, মহুরাপুর অঞ্চল এবং সবচেয়ে জলসঙ্কট চলছে ডুমুরগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কনকপুর ও সারদুরি গ্রামে। ওই দুই গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই দুটি গ্রামে ৩৫টি রিগবোর আছে কিন্তু সব অকেজে। ২০২২ সালে যখন জলমিশন প্রকল্প চালু হয় সরাসরি সাবমার্সেল থেকে পাইপ লাইন দিয়ে জলসরবরাহ করা হত। সেইসময় থেকে কনকপুর ও সারাদুয়ারি গ্রামে জলসঙ্কট চলছে। এরপর পাঁচের পাতায়

শতবর্ষে কথায় সুরে সলিল তর্পণ

প্রিয়ম গুহ

শুধুই কি সুর পথিক,আসলে সুরের ছন্দে সলিল চৌধুরী যেমন মহাকাশের ধ্রুবতারা তিনিই আবার কবি, গীতিকার, সুরকার থেকে লেখকও। তাঁর জন্ম শতবর্ষের এই বছরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটির প্রেক্ষাপ্রাঙ্গনে। ব্যবহৃত সুরযন্ত্রাংশ, বাঙালিকে গর্ব করা পুরস্কারগুলি, তাঁর হাতের লেখা, অসংখ্য গানের উপহার দেওয়া সেই পেন, চশমা সহ বিভিন্ন ছবি তথ্যে ভরপুর প্রদর্শনী ২ এপ্রিল থেকে ৫ এপ্রিল সকলকে সেই নস্টালজিয়ায় পৌঁছে দিয়েছিল। গানে গল্পে সলিল তর্পণ সন্ধ্যাগুলি বিভিন্ন গায়কদের উপস্থিতিতে এক অনবদ্য মহল তৈরি করল।

বিখ্যাত গায়ক–গায়িকা তথা হৈমন্তী শুক্লা, কল্যাণ সেন বরাট, ইন্দ্রানী সেন, শ্রীকান্ত আচার্য, সৈকত মিত্র সহ চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ প্রমুখরা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এছাড়াও প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন সুরকার এবং গায়করা আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। সলিল চৌধুরী বার্থ সেন্টেনারি সোসাইটির জীবন উজ্জীবন এই প্রদর্শনীটির তত্বাবধানে ছিলেন তাঁরই সুযোগ্যা কন্যা অন্তরা চৌধুরী।

এই প্রাঙ্গনে উপরি পাওনা হিসেবে ছিল দেশলোক পত্রিকার সলিল সংখ্যার প্রচ্ছদ উন্মোচন। উপস্থিত ছিলেন শ্রীকান্ত আচার্য, অন্তরা চৌধুরী, কল্যাণ সেন বরাট, সঞ্জয় সেনগুপ্ত সহ পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য অভীক চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ। পত্রিকার সম্পাদক বলেন, 'সঙ্গীত প্রিয় ভারতবাসীর প্রাণের মনের সলিল চৌধুরীকে উৎসর্গ করা হয়েছে দেশলোক পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি।' প্রচ্ছদ উন্মোচনে উপস্থিত বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ও সাহিত্যিকদের তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

ছবি : সুমন সরদার ও প্রীতম দাস

যোগমায়া জ্যোতিষ কার্যালয়
দেশ ও দশের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী
শ্রী অসিত কুমার শাস্ত্রী
M.A.R.P. (Kol)
স্রষ্টাই মহান। মানুষ উপলক্ষ্য মাত্র। সুদীর্ঘ গবেষণালব্ধ জন্মছক বিশেষজ্ঞ ও হস্তরেখা বিশারদ কোষ্ঠী বা ঠিকুজী নির্মাণ এবং সঠিক গ্রহরত্ন নির্বাচক।
OM SAKTHI

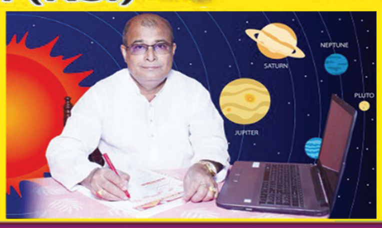

চেম্বার ঃ ক্যানিং বড় হরিসভা গান্ধী কলোনী সিনেমা রোড, দঃ ২৪ পরগণা (বাজার কোলকাতার কাছে)
ফোন নং- 7864877833/9531966931
সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা
বিকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৯টা
জনগণের কল্যাণ সাধন, নিমিত্ত হস্তরেখা, ঠিকুজী, কোষ্ঠী প্রস্তুত ও দশা ও অন্তর্দশা বিচার করা হয়। বিবাহে যোটক বিচার, ব্যবসা, বিদ্যা, গুপ্ত শত্রু, কর্মক্ষেত্র, আর্থিক ক্ষেত্র, কালসর্পদোষ, মাঙ্গলিক দোষ ও শনির সাড়ে সাতি ইত্যাদি যে কোন জটিলতম সমস্যার সুপরামর্শ দেওয়া হয়।

নৌবাহিনীতে অগ্নিবীর এম.আর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি : ভারতীয় নৌবাহিনী অগ্নিবীর (ম্যাট্রিক রিক্রুটস) ক্যাটেগরিতে নাবিক (02/2025, 01/2026, 02/2026) পদে কয়েকশো অবিবাহিত ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। 02/2025 ব্যাচের বেলায় জন্ম-তারিখ হতে হবে ১-৯-২০০৪ থেকে ২৯-২-২০০৮"এর মধ্যে। 01/2026 ব্যাচের বেলায় জন্ম-তারিখ হতে হবে ১-২-২০০৫ থেকে ৩১-৭-২০০৮"এর মধ্যে। 02/2026 ব্যাচের বেলায় জন্ম-তারিখ হতে হবে ১-৭-২০০৫ থেকে ৩১-১২-২০০৮"এর মধ্যে।

শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি আর মেয়েদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫২ সেমি। ছেলেদের বেলায় বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি প্রসারণক্ষম আর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন থাকতে হবে। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া ভালো চোখে ৬/১২, ৬/১২ যা ৬/৬, ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। এছাড়া রং চেনার ক্ষমতা CPII থাকতে হবে। শুরুতে বেসিক ট্রেনিং হবে সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ, ওড়িশার খুরদার আই.এন.এস. চিল্কায়। তারপর নির্দিষ্ট ট্রেডে নৌবাহিনীতে পেশাদারি ট্রেনিং। মোট ৪ বছরের চাকরি। চাকরি হবে চুক্তিতে। শুরুতে ৬ মাসের টেনিং। টেনিং চলার সময় স্টাইপেন্ড পাবেন। প্রথম বছর মাইনে পাবেন মাসে ৩০,০০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২১,০০০ টাকা। বাকি ৯,০০০ টাকা অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ৯,০০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে।

দ্বিতীয় বছর মাইনে পাবেন মাসে ৩৩,০০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২৩,১০০ টাকা। বাকি ৯,৯০০ টাকা অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ৯,৯০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে। তৃতীয় বছর মাইনে পাবেন মাসে ৩৬,৫০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২৫,৫৫০ টাকা। বাকি ১০,৯৫০ টাকা অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ১০,৯৫০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে। চতুর্থ বছর মাইনে পাবেন মাসে ৪০,০০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২৮,০০০ টাকা। বাকি ১২,০০০ টাকা অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ১২,০০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে। এছাড়াও অগ্নিবীরদের নন-কনট্রিবিউটরি স্কিমে ৪৮ লাখ টাকার জীবন বিমা করিয়ে দেওয়া হবে।

মৃত্যুকালীন দুর্ঘটনা হলে প্রায় ১ কোটি টাকা দেওয়া হবে। শরীরের ৭৫% ক্ষতি হলে ২৫ লাখ আর ৫০% ক্ষতি হলে ১৫ লাখ টাকা পাবেন। সেইসঙ্গে রিস্ক, হার্ডশিপ, রেশন, পোশাক, ভ্রমণ ভাতা দেওয়া হবে। এছাড়াও বছরে ৩০ দিন ছুটি থাকবে। সেইসঙ্গে মেডিক্যাল লিভও পাওয়া যাবে। ৪ বছর চাকরি করার পর ২৫% প্রার্থীকে পরীক্ষা দিয়ে ১৫ বছরের চাকরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হবে জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার বা, অন্য র‍্যাঙ্কে। তখন রেগুলার কর্মীর মতো পেনশনও পাবেন। বাকি ৭৫% কর্মীকে অগ্নিবীর স্কিল সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি থেকে ছুটি দেওয়া হবে। তখন নিজের প্রাপ্য অগ্নিবীর করপাস ফান্ডের টাকা আর সরকারের দেওয়া করপাস ফান্ডের টাকা মিলিয়ে (সুদ-সহ) মোট প্রায় ১১ লাখ ৭১ হাজার টাকা এককালীন (এই প্যাকেজের নাম দেওয়া হয়েছে সেবা নিধি) দেওয়া হবে যা, আয়করে ছাড় পাবেন। এই সার্টিফিকেট দিয়ে অন্য কোনো সংস্থায় চাকরি পেতে পারেন কিংবা দ্বিতীয়বার কেরিয়ার তৈরির জন্য ব্যবসা করতে ঋণ পেতে পারেন। কোনো গ্র্যাচুইটি ও পেনশন নেই। এছাড়া বিনা খরচায় থাকা-খাওয়া ও চিকিৎসার সুযোগ আছে।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে সব ক"টি ব্যাচের কম্পিউটার বেসড ইন্ডিয়ান নেভি এন্ট্রান্স টেস্ট (INET) হবে মে মাস নাগাদ। এই পরীক্ষায় ৫০টি প্রশ্ন হবে এই দু"টি পার্টে: সায়েন্স অ্যান্ড অঙ্ক, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস।

প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। প্রশ্ন হবে মাধ্যমিক মানের। সময় থাকবে ৩০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। ফল বেরোবে মে মাস নাগাদ। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা। 2/2025-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা হবে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে। 1/2026-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা হবে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে। 2/2026-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা হবে আগামী বছর মে থেকে জুলাইয়ের মধ্যে। এই পরীক্ষায় শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও ডাক্তারি পরীক্ষা হবে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ছেলেদের বেলায় সাড়ে ৬ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়, ২০ বার ওঠ-বোস, ১৫ বার পুশ-আপ ও ১৫ বার হাঁটু ভেঙে সিট আপ। মেয়েদের বেলায় ৮ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়, ১৫ বার ওঠ-বোস, ১০ বার পুশ-আপ ও ১০ বার হাঁটু ভেঙে সিট আপ। এরপর ডাক্তারি পরীক্ষা হবে আই.এন.এস. চিল্কায়। ৩-৪ দিন থাকার প্রস্তুতি নিয়ে যাবেন। সফলদের তালিকা পাবেন এই ওয়েবসাইটে : https://joinindian-navy.gov.in ট্রেনিং শুরু নভেম্বরে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১০ এপ্রিলের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https://joinindiannavy.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও নিচের এইসব প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন: (ক) পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (১০ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে), (খ) বুড়ো আঙুলের ছাপ (লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন) (১০ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে), (গ) সিগনেচার (১০ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে), (ঘ) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশীট। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৫৫০ টাকা অনলাইনে জমা দেবেন (জি.এস.টি. চার্জ আলাদা)। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

নৌবাহিনীতে অগ্নিবীর এস.এস.আর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি : ভারতীয় নৌবাহিনী অগ্নিবীর (সিনিয়র সেকেন্ডারি রিক্রুটস-এস.এস.আর.) পদে কয়েকশো অবিবাহিত ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। অগ্নিপথ স্কিমে এই পদের নাম হল অগ্নিবীর (এস.এস.আর.)। এই পদের ব্যাচ নম্বর: 02/2025, 01/2026, 02/2026. কারা কারা আবেদনের যোগ্য: ফিজিক্স ও অঙ্ক আবশ্যিক বিষয় হিসাবে নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, অটোমোবাইল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন টেকনোলজিবা, ইনফর্মেশন টেকনোলজির ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। ফিজিক্স ও অঙ্ক বিষয় নিয়ে ভোকেশনাল শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য।

02/2025 ব্যাচের বেলায় জন্ম-তারিখ হতে হবে ১-৯-২০০৪ থেকে ২৯-২-২০০৮এর মধ্যে। 01/2026 ব্যাচের বেলায় জন্ম-তারিখ হতে হবে ১-২-২০০৫ থেকে ৩১-৭-২০০৮এর মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া ভালো চোখে ৬/১২, ৬/১২ যা ৬/৬, ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি, বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি

প্রসারণক্ষম আর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন। মেয়েদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫২ সেমি। এছাড়া রং চেনার ক্ষমতা CP || থাকতে হবে। শুরুতে বেসিক ট্রেনিং হবে নভেম্বর মাস নাগাদ, আই.এন.এস. চিল্কায়। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, রাত কানা বা, অন্য কোনো শারীরিক রোগ থাকলে যোগ্য নন। মোট ৪ বছরের চাকরি। চাকরি হবে চুক্তিতে। শুরুতে ৬ মাসের ট্রেনিং। ট্রেনিং চলার সময় স্টাইপেন্ড পাবেন। প্রথম বছর মাইনে পাবেন মাসে ৩০,০০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২১,০০০ টাকা। বাকি ৯,০০০ টাকা অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ৯,০০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে। দ্বিতীয় বছর মাইনে পাবেন মাসে ৩৩,০০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২৩,১০০ টাকা। বাকি ৯,৯০০ টাকা অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ৯,৯০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে।

তৃতীয় বছর মাইনে পাবেন মাসে ৩৬,৫০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২৫,৫৫০ টাকা। বাকি ১০,৯৫০ টাকা অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ১০,৯৫০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে। চতুর্থ বছর মাইনে পাবেন মাসে ৪০,০০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২৮,০০০ টাকা। বাকি ১২,০০০ টাকা অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ১২,০০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে।

এছাড়াও অগ্নিবীরদের নন-কনট্রিবিউটরি স্কিমে ৪৮ লাখ টাকার জীবন বিমা করিয়ে দেওয়া হবে। মৃত্যুকালীন দুর্ঘটনা হলে প্রায় ১ কোটি টাকা দেওয়া হবে। শরীরের ৭৫% ক্ষতি হলে ২৫ লাখ আর ৫০% ক্ষতি হলে ১৫ লাখ টাকা পাবেন। সেইসঙ্গে রিস্ক, হার্ডশিপ, রেশন, পোশাক, ভ্রমণ ভাতা দেওয়া হবে। এছাড়াও বছরে ৩০ দিন ছুটি থাকবে। সেইসঙ্গে মেডিক্যাল লিভ-ও পাওয়া যাবে। ৪ বছর চাকরি করার পর ২৫% প্রার্থীকে পরীক্ষা দিয়ে ১৫ বছরের চাকরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হবে জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার বা, অন্য র‍্যাঙ্কে। তখন রেগুলার কর্মীর মতো পেনশনও পাবেন। বাকি ৭৫% কর্মীকে অগ্নিবীর স্কিল সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি থেকে ছুটি দেওয়া হবে। তখন নিজের প্রাপ্য অগ্নিবীর করপাস ফান্ডের টাকা আর সরকারের দেওয়া করপাস ফান্ডের টাকা মিলিয়ে (সুদ-সহ) মোট প্রায় ১১ লাখ ৭১ হাজার টাকা এককালীন (এই প্যাকেজের নাম দেওয়া হয়েছে সেবা নিধি) দেওয়া হবে যা, আয়করে ছাড় দেওয়া হবে। এই সার্টিফিকেট দিয়ে অন্য কোনো সংস্থায় চাকরি পেতে পারেন কিংবা দ্বিতীয়বার কেরিয়ার তৈরির জন্য ব্যবসা করতে ঋণ পেতে পারেন। কোনো গ্র্যাচুইটি ও পেনশন নেই। এছাড়া বিনা খরচায় থাকা-খাওয়া ও চিকিৎসার সুযোগ আছে।প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে সব ব্যাচের বেলায় কম্পিউটার বেসড ইন্ডিয়ান নেভি এন্ট্রান্স টেস্ট (INET) হবে মে মাস নাগাদ। এই পরীক্ষায় ১০০টি প্রশ্ন হবে এই ৪টি পার্টে ইংরিজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। প্রশ্ন হবে উচ্চমাধ্যমিক মানের। সময় থাকবে ৬০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১ জুনিয়র ক্লার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বেনারস: বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় জুনিয়র ক্লার্ক পদে ১৯১ জন লোক নিচ্ছে।

দ্বিতীয় শ্রেণির গ্র্যাজুয়েটরা কম্পিউটারের অফিস অটোমেশন, বুক কীপিং ও ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের কাজে অন্তত ৬ মাসের ট্রেনিং কোর্স পাশ হলে যোগ্য। দ্বিতীয় শ্রেণির গ্র্যাজুয়েটরা কম্পিউটারের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। কম্পিউটারে ইংরিজি বা, হিন্দি টাইপিংয়ে মিনিটে যথাক্রমে অন্তত ৩০টি বা, ২৫টি শব্দ তোলার গতি থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৭-৪-২০২৫এর হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ১৯,৯০০-৬৩,২০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৯১টি (জেনাঃ ৮০, ই.ডব্লু.এস. ২০, তঃজাঃ ২৮, তঃউঃজাঃ ১৩, ও.বি.সি. ৫০, প্রতিবন্ধী।

৮)। পোস্ট কোড: 5003.

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও কম্পিউটার দক্ষতা পরীক্ষার মাধ্যমে।

এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 07/2024-2025.

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৭ এপ্রিলের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: http://bhu.ac.in এজন্য বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও যাবতীয় প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৫০০ টাকা অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্টকরে নেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফী লাগবে না। এবার ওই দরখাস্ত ডাকে পাঠাতে হবে ২২ এপ্রিলের মধ্যে। তখন সঙ্গে দেবেন যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্ব-প্রত্যয়িত নকল। দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায়: Office of the Registrar, Recruitment and Assess-ment Cell, Holkar House, BHU, Varanasi - 221 005 (UP.). আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

অর্থনীতি

শুল্কযুদ্ধ : ইউরোপীয় ইউনিয়ন বনাম আমেরিকা

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে আমরা লিখেছিলাম শেয়ার বাজারে লম্বা দৌড় শুরু তবে বাজার ২৩২০০ এর লেভেলে বড় রকমের সাপোর্ট তৈরি হয়েছে আজকে যখন এই লেখা লিখছি তখন বাজার ২৩২৬০ অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি। বাজার উপরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। ২৩৫০০ লেভেলটা ব্রেক করে বাজার পিছলে গিয়ে ২৩২০০ লেভেল এ সাপোর্ট নিয়ে আবার উপরে যাবার চেষ্টা করছে। বুধবার রাতে একটা বড় ঘটনা ঘটতে চলেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে কেননা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আজ ইউরোপীয় ইউনিয়নগুলোর উপর শুল্ক চাপানো সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সুর চড়িয়ে বলেছে যদি আমেরিকা বাড়াবাড়ি রকমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে তারাও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছে। তবে বড় রকমের কোনও খারাপ সিদ্ধান্ত সারা বিশ্বে মুদ্রা স্ফীতি বাড়িয়ে তুলবে শুধু তাই নয় আমেরিকাকে মন্দার দিকে ঠেলে দেবে। টেকনিক্যালি বাজার একটা কনসোলিডেশনের মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ হঠাৎ করে যে বাজার অনেকটা উপরে উঠেছে তারপর একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যেই স্থিতাবস্থ লক্ষণীয়। তবে আজ রাতের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে বাজার আগামী ২-৩ দিনের জন্য হয়তো একটা ডিরেকশন নিতে পারে। আপাতত উপরের দিকে ২৩৮০০ এবং নিচের দিকে ২২৮০০ এটা একটা বড় রেঞ্জ যার মধ্যে বাজার আগামী সপ্তাহে থাকার সম্ভাবনা।

জেনে রাখা দরকার

ডেটা সায়েন্স

● দুনিয়া এখন বিগ ডেটার যুগে পদার্পণ করেছে, সেই সঙ্গে স্টোরেজের প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে চলেছে। ২০১০ পর্যন্ত বাণিজ্য ও ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে এটি বড় চিন্তার বিষয় ছিল। সবার প্রধান লক্ষ্য ছিল ডেটা সংরক্ষণ করা। তারপর যখন Hadoop এবং অন্যান্য ফ্রেমওয়ার্করা সফলভাবে ডেটা সংরক্ষণের সমস্যা সমাধান করে ফেলল, তখন একমাত্র সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় ডেটা প্রক্রিয়াকরণ।

ডেটা সায়েন্স কী?

এটি বিভিন্ন সরঞ্জাম, অ্যালগরিদম এবং মেশিন লার্নিংয়ের সংমিশ্রণ, যার মূল উদ্দেশ্য প্রক্রিয়াজাত না হওয়া ডেটা থেকে প্যাটার্ন তৈরি করা। বা বলা যেতে পারে, ডেটা সায়েন্স হল এমন একটি আন্তঃবিষয়ক ক্ষেত্র যা ডেটা সমষ্টি থেকে ব্যবহারিক তথ্য বের করার চেষ্টা করে বিশেষত বিপুল ডেটাসমষ্টি থেকে, এবং সেই আহরিত তথ্য বা জ্ঞানকে বিভিন্ন রকম ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে কাজে লাগায়। ডেটা সায়েন্সে ডেটাকে বিশ্লেষণের উপযোগী করে তোলা থেকে শুরু করে ডেটা সম্পর্কিত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা, ডেটা বিশ্লেষণ, ডেটা পরিচালিত সমাধান বের করা, এবং এই তথ্যগুলোকে বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উচ্চমানের সিদ্ধান্ত তৈরিতে কাজে লাগানো হয়। এটিকে আন্তঃবিষয়ক বলার কারণ হল এতে কম্পিউটার সায়েন্স, স্ট্যাটিস্টিকস, তথ্য বিজ্ঞান, গণিত, ইনফরমেশন ভিজুয়ালাইজেশন, ডেটা ইন্টিগ্রেশন, গ্রাফিক ডিজাইন, কমিউনিকেশন ইত্যাদি বহু বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োজন।

ডেটা অ্যানালিটিক্স

ডেটা অনেক কাজে লাগে। ডেটার মাধ্যমে কোনো বাণিজ্যিক সংস্থা তার গ্রাহকদের চাহিদা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে। বিজ্ঞাপনী প্রচার আরও ভালো করতে পারে, ব্যক্তিগত স্তরে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছতে পারে। অপ্রক্রিয়াজাত ডেটার অনেক ক্ষমতা থাকলেও যথাযথ বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়াকরণ ছাড়া সেই ডেটা

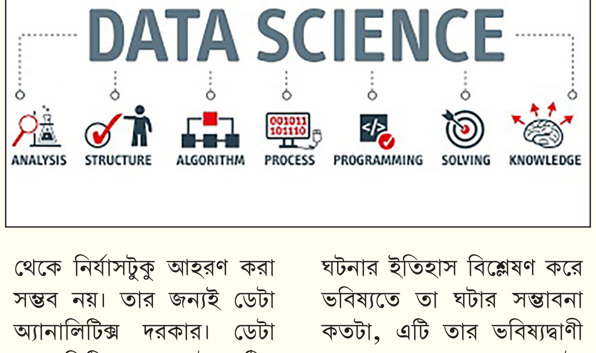

থেকে নির্যাসটুকু আহরণ করা সম্ভব নয়। তার জন্যই ডেটা অ্যানালিটিক্স দরকার। ডেটা অ্যানালিটিক্সে ডেটাসমষ্টির ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তবেই তার সম্পর্কে দরকারি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিভিন্ন ডেটা অ্যানালিটিক্স কৌশলগুলো অপ্রক্রিয়াজাত ডেটা নিয়ে তার থেকে মূল্যবান প্যাটার্ন বা ধাঁচ আঁকার চেষ্টা করে। বিভিন্ন রকম টেকনিক বা কৌশল এখন প্রচলিত যেমন-

◆ **প্রেডিকটিভ কজ্যাল অ্যানালিটিক্স :** কোনো ঘটনার ইতিহাস বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতে তা ঘটার সম্ভাবনা কতটা, এটি তার ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। যেমন একটা মডেল তৈরি করা যেতে পারে যেখানে ক্রেতার টাকা পয়সা লেনদেনের ইতিহাস ঘেঁটে বলা যাবে ক্রেতাটি সময় মতো ঋণ পরিশোধ করতে পারবে কিনা।

◆ **প্রেসক্রিপটিভ অ্যানালিটিক্স:** এতে এমন ধরনের মডেল বানানো সম্ভব যা নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত বদলও করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় গুগলের সেলফ ড্রাইভিং গাড়ি। বিভিন্ন যানবাহন থেকে পাওয়া ডেটা নিয়ে এই গাড়িকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে গাড়িটি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে কখন গাড়ি ঘোরাতে হবে, কখন কোন পথ নিতে হবে কিংবা কখন গতি বাড়াতে বা কমাতে হবে।

◆ **মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে প্রেডিকশন করা:** কোনো কোম্পানির লেনদেন সংক্রান্ত ডেটা থেকে এমন মডেল বানানো সম্ভব যা তার ভবিষ্যতের ঝোঁক বা প্রবণতা বলতে পারবে। এটি মেশিন লার্নিংয়ের সুপারভাইসড লার্নিং নামক প্রযুক্তি ব্যবহার করে করা যায়। কারণ এতে ইতিমধ্যেই ডেটাবেস তৈরি করা আছে এবং সেটি মেশিনকে প্রশিক্ষণ দিতে ব্যবহার করা যাবে। একইভাবে এমন মডেলও তৈরি করা যায় যা ভুয়ো বেচাকেনার রেকর্ড থেকে ভবিষ্যতে কোনো ভুয়ো বা প্রতারণামূলক ঘটনা ঘটলে তা ধরতে পারবে।

◆ **মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে প্যাটার্ন বা ধাঁচ খুঁজে বের করা:** যদি প্রেডিকশন বা ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো যথেষ্ট ডেটাসেট না থাকে, তাহলে প্যাটার্ন বা ধাঁচ খোঁজার দরকার হয়। এই কাজটি করা হয় আন-সুপারভাইসড লার্নিংয়ের মাধ্যমে। এতে যে সমস্ত অ্যালগরিদম ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে সবথেকে বেশি ব্যবহার করা হয় ক্লাস্টারিং বা একত্রীকরণ। যেমন কোনো টেলিফোন নেটওয়ার্ক কোম্পানি যদি গ্রাহকের স্থান একত্রিত করে তবে কিছু ক্লাস্টার পাওয়া যাবে যেখানে গ্রাহকসংখ্যার ঘনত্ব বেশি। সেসব জায়গায় মোবাইল টাওয়ার বসালে বেশি সংখ্যক গ্রাহকের কাছে সিগন্যালিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যাবে।

(ক্রমশঃ)

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃ শাস্ত্রী

৫ এপ্রিল – ১১ এপ্রিল, ২০২৫

মেষ রাশি : যে কোনো কাজে হঠকারি সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উপার্জন হলেও আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতি বা চুরি বা পকেটমার থেকে সাবধান। প্রতারকের থেকে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি।

প্রতিকার : হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : সন্তান থেকে কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাত জনিত রোগ বৃদ্ধি। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি।

প্রতিকার : শুক্রবার লক্ষ্মী দেবীর পুজো করুন।

মিথুন রাশি : সাহিত্য কবিতা গল্প প্রভৃতি লেখনী শিল্পসত্বার বিকাশের সঙ্গে আর্থিক উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। হস্তশিল্প জাত দ্রব্য তথা সৃষ্টিশীল কর্মে নতুন দিশার সন্ধান পেতে পারেন। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করুন।

কর্কট রাশি : স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতিতে সমস্যার চেয়ে ববসার প্রসারতায় বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা। তীর্থভ্রমণ, উচ্চশিক্ষায় ও গবেষণায় সাফল্য। আয় ভাব খুব শুভ নয়। সর্তকতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার গরিবদের অন্নদান করুন।

সিংহ রাশি : মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনদের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হবেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে, গবেষণায়, উচ্চশিক্ষায় শুভ ফল লাভ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন লিঙ্গস্তকমের জপ করুন।

কন্যা রাশি : কাজকর্মে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। অন্যকে দোষারোপ না করে নিজের জিনিস যত্ন করে রাখার চেষ্টা করুন। সন্তান থেকে সুখ। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। ব্যবসা ক্ষেত্রে ঝুঁকি কিছুটা থাকবে। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুভ সময়। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওং দুর্গায় নমঃ' জপ করুন।

তুলা রাশি : অকারণে কোনও বিষয় নিয়ে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চাকরিক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলি হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুকি থাকার সম্ভাবনা। আয়ভাব খুবই শুভ।

প্রতিকার : রবিবার সূর্যদেবের পুজো দেবেন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় সাফল্য হলেও অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মস্থলে সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রসারতায় সমস্যা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। উচ্চ কর্তৃপক্ষের সুজনরে থাকার সম্ভাবনা কম। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওঁ ভোমায় নম' জপ করুন।

ধনু রাশি : সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। পাড়া-প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় সম্ভাবনা। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি দরুণ কর্মক্ষেত্রে বিপত্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিনি ১১ বার 'ওঁ শিব ওম শিব ওম' জপ করুন।

মকর রাশি : ব্যবসায় সাফল্য। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। জ্যোতিষ চর্চায় আগ্রহ বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে মতানৈক্য। ভ্রমণ আপাতত না রাই শ্রেয়। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। পাড়া-প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। শেয়ার মার্কেটে শুভ ফল পেতে পারেন।

প্রতিকার : লিঙ্গস্তকম প্রতিদিন জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : স্বজনের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফলাফলের সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু থেকে সাবধান। ফাটকা অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ঠাণ্ডা জনিত রোগে প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শনিবার দিন শনির পুজো করুন।

মীন রাশি : হঠাৎ কোনো অর্থপ্রাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কাজে স্বীকৃতির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সমস্যা সমাধানে বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। সন্তান থেকে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য এবং মান-সম্মান বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরবে নম' জপ করুন।

শব্দবার্তা ৩৩৮

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১।আরম্ভ;উদ্যোগ ৩।এরই ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে ৫।গভর্নমেন্ট ৭। পায়ের ধুলো ৯। যুদ্ধজাহাজ ১০। প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে এমন।

উপর-নীচ

৩। অভ্যাসের অভাব ২। প্রণাম ৪। প্রয়োজন,আবশ্যকতা ৬। সপ্তাহের একটি ছুটির দিন ৭। চরণপ্রান্ত ৮। বিষ্ণু নারায়ণ।

সমাধান : ৩৩৭

পাশাপাশি : ১। অনুধাবন ৪।তুষার ৬। কলা ৮।লাইন ৯।গারদ ১১। লব ১৩। নরক ১৫। টহলদার।
উপর-নীচ : ১। অবাক ২। ধার ৩। নতুন ৫। রদবদল ৭। লালমোহন ১০। শকট ১২। বছর ১৪। ঝাল।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

বাগদা গ্রামীণ হাসপাতালে অব্যবস্থার অভিযোগ বাসিন্দাদের

কল্যাণ রায়চৌধুরি : উত্তর ২৪ পরগণার অন্যতম ও স্পর্শকাতর সীমাবর্তী এলাকা বাগদা ব্লক তথা বাগদা বিধানসভা এলাকার একমাত্র ও গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল হল বাগদা গ্রামীণ হাসপাতাল। মোট প্রায় ১২টি অঞ্চলের মধ্যে অন্তত ৯ টি অঞ্চলের প্রায় ৯০ হাজার মানুষ এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল বলে জানালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিজেপির বাগদা মণ্ডলের সভাপতি দিবাকর তরফদার বলেন, 'রণঘাট, হেলেঞ্চা, বাগদা, বয়রা, আষাঢু ইত্যাদি অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে এই গ্রামীণ হাসপাতাল ছাড়া অন্য গতি নেই। তবে হাসপাতালের পরিস্থিতি খুব খারাপ। প্রায় ১০–১২ বিঘা জায়গার উপর এই হাসপাতালে সব থাকা সত্ত্বেও পরিষেবার মান অত্যন্ত নিম্নমানের। জলাতঙ্ক রোগের ভাকসিনের যথেষ্ট আকাল এখানে। সাধারণ স্যালাইনও রোগীকে দেওয়া হয়না না এখানে। আমাশয়ের ওষুধও অমিল। অধিকাংশ ওষুধই বাইরে থেকে নিতে বলা হয়। আউটডোরের অবস্থাও ভালো নেই। ইমারজেন্সিতেও লোকসংখ্যা খুব কম। হাসপাতালটি যথেষ্ট বড় মাপের হলেও, এর

পরিষেবা অত্যন্ত নিম্নমানের। বিশেষ করে এই হাসপাতালের অধীন স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির পরিষেবা এছাড়াও হাসপাতালের বেডে প্রায়শই কুকুর–বিড়াল শুয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা যথেষ্ট দায়ি বলেই আমরা মনে করি।'

এপ্রসঙ্গে বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শুক্লা মণ্ডল, 'আউটডোরে রোগী ভালই হয়। গড়ে প্রায় ৬০০–৭০০জন। ৬ জন ডাক্তার প্রতিদিন বসেন। থাকার কোয়ার্টারগুলোর অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। কারণ পুরনো হাসপাতালের আমলের কোয়ার্টার সব। এজন্য প্রায় ভগ্ন দশা। আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানিয়েছি। শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পিছনের দিকটায় পুরনো আমলের ঘরগুলো, খুব একটা নিরাপদ নয়। সেখানে কয়েকজন অধিবাসীরা বসবাস করে। খাতায় কলমে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হলেও প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ জন রোগীও ভর্তি হয় এখানে। ইমারজেন্সি ব্যবস্থাও আছে।'

বিএমওএইচ ডা. শুভ্রজ্যোতি মজুমদার বলেন, 'আমাদের এখন ৫ জন জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার আছেন আর ৩ জন স্পেশালিষ্ট। তাদের ২ জন হলেন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং একজন শিশু বিশেষজ্ঞও। এটা মূলত গ্রামীণ হাসপাতাল হবার কারণে ৩০ শয্যা অনুমোদিত। এছাড়া রোগীর চাপের কারণে– ৪৫–৫০ রোগীও আমরা ভর্তি করে নিই। আমাদের মেল ওয়ার্ড, ফিমেল ওয়ার্ড, লেবর রুম (প্রসূতি বিভাগ) এবং অপারেশন থিয়েটার আছে। প্রায় সব সময়েই ৩০–৩৫ জন রোগী ভর্তি থাকে। আসলে এটা একটা প্রান্তিক হাসপাতাল হবার কারণে রোগীদের প্রায় রেফার করাই হয় না। খুব ইমারজেন্সি বা সিজার কেস ইত্যাদি থাকলে তবেই সেসব ক্ষেত্রে রেফারের প্রসঙ্গ আসে। এছাড়া সমস্তরকম ওষুধের ব্যবস্থাও আছে। তবে জলাতঙ্ক রোগের ভ্যাকসিন এখনও নেই। যখন পাচ্ছি, তখন দিচ্ছি। আর ক্যাম্পাসের মধ্যে কুকুর বিড়াল ঘোরে এটা ঠিক। তবে বেডে শুয়ে থাকার ব্যাপারটা জানা নেই। তবে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে নিই। সিকিউরিটিকে বলে দিয়েছি কুকুর বিড়াল ইত্যাদি ক্যাম্পাসে যেন না ঢোকে। পিছনে আমাদের হাসপাতালের পুরনো বিল্ডিং রয়েছে। আর একরকম ভগ্নদশা। তবে সামনের দিকে আমাদের নতুন ভবন। এখানে মেন রাস্তার গা ঘেঁষে প্রায় ৩০টি স্টাফ কোয়ার্টার রয়েছে। নতুন বিল্ডিংয়ে আধুনিক একটি ল্যাবও রয়েছে। সেখানে উন্নতমানের যাবতীয় প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়। আশা করছি, এই বাগদা গ্রামীণ হাসপাতাল আগামী দিনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।'

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে নৌকা মালিকদের জেহাদ ঘোষণা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

২৪ পরগণা জিলা পরিষদের ১৯৬৩ সালের ৪২ নং ধারা বলে ২৪ পরগণার অন্তর্গত সমস্ত নৌকা মালিকদের কাছ থেকে জিলা পরিষদের অধীনে লাইসেন্স আদায় করার জন্য সম্প্রতি যে ইজারাদার নিয়োগ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে এক নৌকা মালিক কনডেনসন অনুষ্ঠিত হয় ক্যানিং সিনেমা হলে গত ৩০শে মার্চ।

উক্ত কনভেনসনের আহ্বায়ক শ্রী বিজন তালুকদার জিলা পরিষদের এই নীতিকে অগণতান্ত্রিক অন্যায় এবং বেআইনী বলে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করে সমস্ত নৌকা মালিকদের উক্ত লাইসেন্স না করতে অনুরোধ করেন এবং তার জন্য যদি তাদের উপর কোনরূপ পুলিশ জুলুম হয় তার জন্য তীব্র অন্দোলন করার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন, এবং আগামী ৭ই এপ্রিল জেলাশাসক এবং জেলা পরিষদ অফিসে নৌকা মালিকদের ডেপুটেশন দিয়ে প্রতিবাদ জানান হবে বলে স্থির হয়। উক্ত কনভেনসনে বিজন ভালুকদারকে সভাপতি করে মোট ১১ জন সদস্য নিয়ে ২৪ পরগণা জেলা নৌকা মালিক সমিতি গঠিত হয়। এই সভায় প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল।

৯ম বর্ষ, ৫ এপ্রিল ১৯৭৫, শনিবার, ১৯ সংখ্যা

কাটোয়ায় গঙ্গা স্বচ্ছতা সচেতন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : গঙ্গা দূষণ রোধে জমজমাট প্রচারে সামিল হল পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা প্রশাসন। নির্মল গঙ্গা পক্ষ ২০২৫ উদযাপনকে সামনে রেখে ২০ মার্চ কাটোয়া মহকুমা শাসকের পক্ষ থেকে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। বর্ণাঢ্য পদযাত্রা থেকে শুরু করে গঙ্গা বন্দনা, সাফাই অভিযান, ক্যুইজ, লোকসংগীত প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে এদিন গঙ্গা দূষণের বিরুদ্ধে জনসচেতনতামূলক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মহকুমা শাসক অহিনসা জৈন, পুরচেয়ারম্যান সমীরকুমার সাহা প্রমুখ কর্মসূচিটির পুরোভাগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর সহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এবং কর্মীদের পাশাপাশি অসংখ্য ছাত্রছাত্রীদের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণে এদিনের গঙ্গা স্বচ্ছতা সচেতন কর্মসূচি সার্বিকভাবে সার্থকতা লাভ করেছিল।

ঝড়খালি পর্যটন কেন্দ্রে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

সুভাষ চন্দ্র দাস, ঝড়খালি : ২ এপ্রিল দুপুরে ঝড়খালি পর্যটন কেন্দ্র সংলগ্ন ১টি বহুজাতিক সংস্থার রিসর্টের পিছনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পর্যটক ও স্থানীয়দের মধ্যে। এলাকার উলু বন শুকনো থাকায় দাবানলের মতো আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় একাধিক ম্যানগ্রোভ ও বৃক্ষ পুড়ে যায়। আগুনের লেলিহান শিখায় একের পর এক ম্যানগ্রোভ পুড়তে থাকে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় পর্যটন এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হন ঝড়খালি কোস্টাল থানার পুলিশ। কীভাবে এমন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, উলুবন পোড়ানোর জন্য কেউ আগুন ধরিয়েছে বলে মনে হয়। তা নাহলে পর্যটকদের বিড়ি কিংবা সিগারেটের আগুন থেকে এমন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

ইঁদুর মারার সিমুই খেয়ে অসুস্থ ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলা থানা এলাকার মেহেরপুরে পাইক বাড়িতে ইঁদুরের উপদ্রব থেকে বাঁচতে বাড়ির এক সদস্য সিমুইয়ের মধ্যে ইঁদুর মারার বিষ মাখিয়ে ঘরের বিভিন্ন জায়গায় দিয়ে রাখেন। এদিকে ঘরে সিমুই পড়ে থাকতে দেখে তা তুলে খেয়ে নেয় ৪ শিশু। স্থানীয় সূত্রে খবর, পাইক বাড়িতে ইঁদুরের বড্ড উৎপাতের ফলে ইঁদুর মারার জন্য দোকান থেকে সিমুই কিনে এনে তা বিষ মাখিয়ে দিয়ে রেখে ছিলেন বাড়িরই এক সদস্য। বুধবার সেই সিমুই পাইক পরিবারের ২ শিশু ও প্রতিবেশী হালদার পরিবারে ২ শিশু খায় খাওয়ার পরই অসুস্থ হয়ে পড়ে ৪ জন। তাদের গদামথুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের শারীরিক অবস্থা উদ্বেগজনক থাকায় স্থানান্তরিত করা হয় ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে। স্থানীয়রা বলেন, এইসব ক্ষেত্রে আরও বেশি সতর্ক থাকা উচিত। এমন জায়গায় বিষ মাখানো খাবার রাখা উচিত ছিল, যার ধারে কাছে কোনওভাবেই শিশুরা না যেতে পারে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক ধাক্কায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া : ১ এপ্রিল বিকেল ৪টা নাগাদ বাঁকুড়ায় বাজার করে ছাতনার দিকে রওনা দিয়েছিল ২ যুবক। ফেরার পথে বাঁকুড়ার নামো আঁচুরির কাছে একটি গাছে সজোরে ধাক্কা মারে তারা। আরোহীসহ পিছনের জন দুজনেই গুরুতর আহত হয়। মৃতদের মধ্যে একজন গুড়পুতা শেখ সিরাজ(১৮) ও আরেকজন ছাতনার বাসিন্দা সাহিদ খান(১৮)। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, বাইকটি দ্রুতগতিতে ছাতনার দিকে যাচ্ছিল, কোনও কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারে। দুজনই ঘটনাস্থলে মারা গিয়েছে বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ও ওই দুই ব্যক্তিকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

নৌকায় করে বালি চুরি, নির্বিকার প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ময়ূরাক্ষী নদীর সাঁইথিয়া এলাকায় নদী থেকে অবৈধভাবে দেদার বালি চুরির ঘটনায় নির্বিকার প্রশাসন। জলের মধ্যেই জেসিপি মেশিন দিয়ে নদীতে গভীর খাল করে ওই বালি নৌকাতে তুলে ড্রাম্পার দিয়ে পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে জনৈক গ্রামবাসী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈধতার আড়ালে চলছে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন। এমনই ছবি ধরা পড়েছে সাঁইথিয়ায় ময়ূরাক্ষী নদীতে। সবজেনেও নির্বিকার জেলা প্রশাসন। শুধু বালি উত্তোলনই নয়, ধ্বংস করা হচ্ছে জঙ্গল। এই মর্মে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে স্থানীয় একজন গ্রামবাসী।

উল্লেখ্য, বালি চুরি নিয়ে মাসখানেক আগে জেলাশাসক বিধান রায়কে মুখ্যমন্ত্রী, এই অবৈধ বালি পাচার বন্ধে সাতদিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল বলে সূত্রের খবর। এরপরেই রাতের অন্ধকারে অভিযান চালায় জেলা প্রশাসন। আটক করা হয় একাধিক ডাম্পার, ট্রাক্টর। বাজেয়াপ্ত করা হয় নদী থেকে বালি তোলার মেশিন, নৌকা কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, সাঁইথিয়ার ময়ূরাক্ষী নদীর কুলতোড় গ্রামের কাছে অবাধে চলছে বালি উত্তোলন। নদীর জলে নৌকাতে মেশিন বসিয়ে অবাধে বালি তোলার কাজ চলছে। প্রতিদিন ৭০–৮০ ডাম্পার বালি পাচার হয়ে যাচ্ছে। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে বলে, নদীতে ১৫০ ফুট গভীর খাল করে বালি তোলা হচ্ছে ফলে নদীর বুকে তৈরি হচ্ছে গর্ত। অতীতে বর্ষার সময় ওইসব গর্তে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। অবিলম্বে অবৈধ বালি তোলা বন্ধের দাবি জানিয়েছে এলাকার মানুষ। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে বলে, আমোদপুরের বাসিন্দা অরিজিৎ সেন ওরফে বাপ্পা বৈধ ঘাটের আড়ালে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন করছে। বিশেষ করে এলাকার কালিমাতা এবং জলট্যাঙ্কি ঘাটে দেদার বালি তোলা হচ্ছে মেশিনের সাহায্যে। শুধু বালি উত্তোলনই নয় কাটা হচ্ছে বাগানের আম ও লিচু গাছ। স্থানীয় বাসিন্দা শেখ তোরাব আলী এনিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি। বাপ্পা সেন বলেন, 'দিনকয়েক হল বালিঘাট চালানোর অনুমতি পেয়েছি। নদীর বালিগুলো এক জায়গায় ছিল না। তাই মেশিন দিয়ে এক জায়গায় মজুত করে বালি তোলা হচ্ছে। আর যারা গাছ কাটার কথা বলছে তারা ঠিক বলছে না।' জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ বলেন, 'বিষয়টি জানা ছিল না। অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

টাকা না পেয়ে অস্ত্রের কোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ক্যানিং থানার অন্তর্গত নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের জয়রাম খালি এলাকায় দরিদ্র এক ভিক্ষুকের কাছে টাকা ধার চেয়েছিল প্রতিবেশী যুবক। ধার না দেওয়ায় বেধড়ক মারধর করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারার অভিযোগ উঠলো তার বিরুদ্ধে। জখম মা ও ছেলে বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই ভিক্ষুক। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশেষ সক্ষম আসমত লস্কর তার স্ত্রী তাঞ্জিলা ও তাবাজুল জয়রামখালি গ্রামের বাসিন্দা। তাঞ্জিলা স্বামীকে নিয়ে কলকাতার পার্কসার্কস এলাকায় ভিক্ষা করেন। সোমবার ঈদ

উপলক্ষ্যে কলকাতায় গিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে। সেই সময় প্রতিবেশী কালো মাঝি তাঞ্জিলার কাছে টাকা ধার চাইলে সে দিতে অস্বীকার করলে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ভয় দেখিয়ে বেধড়ক মারধর করে। ছেলে তাবাজুল মাকে উদ্ধার করতে আসলে তাকেও মারধর করে ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় কোপ মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়লে কালো মাঝি পালিয়ে যায়। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে অন্যান্য প্রতিবেশীরা দৌড়ে এসে তাদের উদ্ধার করে রক্তাক্ত অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাঞ্জিলা জানিয়েছে, 'কালো মাঝি টাকা ধার চেয়েছিল। দিইনি বলে আমর ছেলে ও আমাকে বেধড়ক মারধর করে। ছেলের মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারে।

গরু পাচার রুখে গ্রেপ্তার ১১

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডিএসপি স্বপনকুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ৩ এপ্রিল দুপুর নাগাদ মনসুবা ও তারাপীঠ সংযোগস্থল বালিয়া মোড়ে দুটি পিকআপ ভ্যান থেকে মোট ১২টি গরু উদ্ধার করে বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ২ চালক সহ মোট ১১জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা সকলেই মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা। গরু সহ ১১ জনকে রামপুরহাট থানার হাতে তুলে দেওয়া হয় এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ সূত্রে জানা গিয়েছে।

নিকাশী নালায় উদ্ধার ভ্রূণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া : ২৯ মার্চ সকালে শহরের সতীঘাট এলাকার এক নিকাশী নালার মধ্যে মানব ভ্রূণ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো বাঁকুড়া শহরে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শহরের অন্যতম ব্যস্ততম এলাকা হিসেবে পরিচিত সতীঘাটের একটি নিকাশী নালার মধ্যে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এদিন সকালে ওই মানব ভ্রুনটি দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় বাঁকুড়া সদর থানায়। পরে পুলিশ এসে ওই ভ্রুনটি উদ্ধার করে। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে ব্যবসায়ী প্রত্যেকের মনেই প্রশ্ন এই জায়গায় এই ভ্রুনটি কিভাবে এলো? অনেকের ধারণা অন্য কোথাও ফেলা হয়েছিল, পরে তা ভেসে এখানে এসে থাকতে পারবে। আবার এর পিছনে কোন অপকর্ম থাকতে পারেও কেউ কেউ মনে করছেন। পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া ভ্রুনটি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

মুদির দোকানে মদ বিক্রি বন্ধ করল মহিলা বাহিনী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি : সুন্দরবনের কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠ উপকূল থানার দেবীপুর শনির মোড়ে বিশ্বজিত সাউ নামে এক ব্যক্তির মুদিখানার দোকানে জিনিসপত্রের সাথে বেআইনি ভাবে মদ বিক্রি চলছিল বহুদিন ধরে। বারংবার এলাকার মানুষ মদ বিক্রি বন্ধ করতে বললেও বন্ধ হয়নি। তাই ৩০ মার্চ রাতে গ্রামের মহিলারা ওই মুদিখানা দোকান থেকে পেটি পেটি মদের বোতল বাইরে বার করে ভেঙে নস্ট করে দেয়। সেই সময়ে ওই দোকানদারের সাথে বাগ বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন তারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে মৈপীঠ উপকূল থানার ওসি শান্তনু বিশ্বাস সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ আসতে পুলিশের সাথে বাগ বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে নারী শক্তি। তারা প্রথমদিকে ওই বিশ্বজিতকে থানায় নিয়ে যেতে পথ আটকায়। পরে পুলিশের সাথে দীর্ঘ সময় কথা কাটাকাটির পরে পুলিশ বেশ কয়েক পেটি বেআইনি মদের বোতল বিশ্বজিত সাউকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ব্যাপারে স্থানীয় মহিলারা বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ওই মুদিখানার দোকান থেকে মদ বিক্রি চলছিল। সেই মদ খেয়ে প্রতিদিন এলাকার পুরুষেরা রোজগারের সর্বস্ব দিয়ে পেটভরে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে বাড়ির মহিলাদের ওপর অত্যাচার করছিল। প্রশাসনের সাপোর্ট ছাড়া ওই মুদি খানার দোকানদার কিভাবে বেআইনিভাবে মদ বিক্রি করতে পারে। আমরা চাই মদ মুক্ত থাকুক এলাকা, নিরপেক্ষতা বজায় রাখুক প্রশাসন ও অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তি হোক।' পুলিশ ধৃত বিশ্বজিত সাউকে সোমবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে। এব্যাপারে বারুইপুর এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস বলেন, 'মৈপীঠের শনির মোড়ে একটি মুদিখানার দোকানে গোপনে বেআইনিভাবে মদ বিক্রি চলছিল। স্থানীয় মহিলারা এসে প্রতিবাদ জানানোর পরে পুলিশ গিয়ে ওই দোকানদারকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে এবং বেআইনি মদের বোতল ও বেশ কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়। অপরদিকে দোকান ভাঙচুরের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ধৃত বিশ্বজিত সাউয়ের পরিবারের তরফ থেকে। পুরো ঘটনার তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

বিপুল পরিমাণে টাকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর : বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালির নেতৃত্বে গুজরাতের প্রতারকদের কাছ থেকে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৪২৭ টাকা উদ্ধার করা হল। খোয়া যাওয়া টাকা ফেরত পেয়ে খুশি নরেন্দ্রপুরের বাসিন্দা একটি বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত অমিত কুমার কুণ্ডু। সম্প্রতি তিনি অবসর নিয়েছেন। অনলাইনে তিনি ইনভেস্টমেন্টের কিছু স্কিম পান। পর্যায়ক্রমে তিনি ভাল রিটার্নের আশায় তার জমানো টাকা ইনভেস্ট করে বসেন। তারপর যখন তিনি টাকা তোলার চেষ্টা করেন তখন বুঝতে পারেন যে প্রতারিত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বারুইপুর পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানায় ৩১ জানুয়ারি অভিযোগ দায়ের করলে ঘটনার তদন্তে নেমে ব্যাঙ্কে ৫৬ লক্ষ টাকা ফ্রিজ করে তা উদ্ধার করে পুলিশ। পরবর্তীকালে তদন্ত পর্যায়ক্রমে চালিয়ে গিয়ে সোর্স ও বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করে গুজরাতে ১টি প্রতারণা চক্রের হদিশ পান। এই প্রতারণা চক্রের মূল কিংপিনের খোঁজ মেলে। যিনি আপাতত ১টি সাইবার ক্রাইম প্রতারণার মামলায় পুণে পুলিশের হেফাজতে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ও তদন্ত চালিয়ে বাকি টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। বারুইপুর জেলার পুলিশ সুপার বলেন, 'অনলাইনে যেকোনো ইনভেস্টমেন্ট করার ক্ষেত্রে আরও সচেতন হতে হবে। যেখানে সেখানে ইনভেস্ট করা উচিত নয়। তাছাড়া অতিরিক্ত রিটার্নের লোভে পড়ে ইনভেস্ট করলে প্রতারিত হওয়ার সম্ভবনা থাকে।' এছাড়া ডিজিটাল অ্যারেস্ট নিয়েও তিনি সবাইকে সচেতন করেন। অমিত কুমার কুণ্ডু বলেন, 'পুলিশের তৎপরতায় এই টাকা উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। আমার মতো কেউ যেন এইভাবে প্রতারকদের খপ্পরে পড়বেন না।'

ডেপুটেশন দিতে গিয়ে বাধার মুখে এসইউসিআই

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : এসইউসিআই বাঁকুড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে তামলীবাঁধ থেকে মিছিল করে মাচানতলা, জেলা পোস্ট অফিস হয়ে জেলাশাসক দপ্তরে ঢোকার মুখে পুলিশি বাধার সম্মুখীন হতে হয় আন্দোলনকারীদের। পুলিশের বাধা পেয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে তারা। পরে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি দল জেলাশাসক দপ্তরে গিয়ে ডেপুটেশনের কপি জমা করে। আন্দোলনকারী এসইউসিআই জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য দিলীপ কুণ্ডু বলেন, '২৬ দফা দাবি নিয়ে আজকের ডেপুটেশন। মূল দাবি জেলাকে খরা মুক্ত করতে হবে এবং জঙ্গলমহল খাতরা একমাত্র হসপিটালে বেশ কয়েকটি বিভাগ এখনো চালু হয়নি সেগুলো চালু করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় স্টাফ দিতে হবে। আমাদের দাবি কার্যকর না হলে আগামীদিনে জেলাব্যাপী ২২টা ব্লকে আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। পুলিশের বাধার সম্মুখীন বিষয়ে তিনি বলেন, পুলিশ পুলিশের কাজ করবে। পুলিশ দেশের আইন রক্ষা করার জন্য। যে আইন জনসাধারণকে নিরাপত্তা দিতে পারে না, পুলিশের কাজ দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা। একটা সংঘটিত দল এসইউসিআই একটা ডেপুটেশন দেবে তার জন্য পুলিশের কি প্রয়োজন আছে। আজকের যে কয়লা পাচার হচ্ছে, অবৈধ বালি পাচার হচ্ছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখেছি এই পুলিশকেই তোলাবাজি করতে, সেখানে পুলিশ সক্রিয়।

সরকারি উদ্যোগে সুন্দরবনের ৩৯টি ফেরিঘাট নিলাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : নদীমাতৃক সুন্দরবন এখনও নদীপথে যাতায়াতের মূল মাধ্যম। তাই সুন্দরবনের ৩৯টি ফেরিঘাট নিলাম করতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ। ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, কুলতলি, জয়নগর, রায়দীঘি, সাগর, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, নামখানা ইত্যাদি ব্লকে এক জায়গা থেকে আরেক প্রান্তে যাওয়ার যেসব ফেরিঘাট রয়েছে, তার পরিচালনা কার হাতে থাকবে তারজন্যই এই নিলামের ডাক দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, ৮ এপ্রিলের মধ্যে দরপত্র জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে। ৯ এপ্রিল নিলামের দিন ধার্য করা হয়েছে। সরকারি শর্ত রাখা হয়েছে, যার মধ্য বেশ কিছু উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেমন ফেরী চালানোর জন্য সরকারী ট্রেনিং প্রাপ্ত অন্তত দুজন মাঝি ও তৎসহ ৪জন সহকারি আবশ্যক। সমস্ত মাঝি ও সহকারীদের আর্থিক দায়ভার নিলাম দাতাদের নিতে হবে। ফেরী পারাপারের জন্য আবেদনকারী নিলাম সংস্থাকে জলধারা প্রকল্পে জেলা পরিষদ হইতে প্রাপ্য বোট বা নৌকা উপযুক্ত ভাড়ার মাধ্যমে নিতে হবে। যদি অবিলম্বে জেলা পরিষদ বোট বা নৌকার বন্দোবস্ত করতে না পারে তাহলে তাদের নিজেদের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি ফেরী ঘাটের জন্য অন্তত দুটি বোট রাখতে হবে।

বাসের ধাক্কায় আহত নাবালক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেঞ্জাকুড়া থেকে আসানসোলের উদ্দেশ্যে দ্রুত গতিতে আসা বেসরকারি বাস এক নাবালক সাইকেল আরোহীকে পিছনের দিক থেকে সজোরে ধাক্কা মারে। বাসের সামনের চাকায় পিষ্ট হয় ওই নাবালকের দুটি পা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ। আহত নাবালককে উদ্ধার করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার জেরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা।

কৈখালি পর্যটন কেন্দ্র সাজাতে তৎপর সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার কুলতলির কৈখালিতে সারাবছর পর্যটকরা ভিড় করে। ধীরে ধীরে এই কৈখালি পর্যটন কেন্দ্র আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। তবে প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৈখালি ঘেষা মাতলা নদী বাঁধের অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়েছে। তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল পর্যটক থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী ও স্থানীয়দের। অবশেষে দাবিকৃত স্থায়ী বাঁধ তৈরি হচ্ছে আধুনিক উন্নততর পদ্ধতিতে। কুলতলির গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের কৈখালি নদী পাড় এলাকায় গিয়ে দেখা যায়,

বাঁধ নির্মাণে কাজ চলছে। তবে বাঁধ নির্মাণে যেন কোনো অনিয়ম না হয় সেদিকে খেয়াল রাখার দাবি স্থানীয়দের। এখন নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছে কৈখালি সংলগ্ন এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে কৈখালি পর্যটন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীরা। এব্যাপারে কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মণ্ডল বলেন, সুন্দরবনের কৈখালি পর্যটন কেন্দ্রকে সাজিয়ে তুলতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই মতো কাজ শুরু হয়েছে।

কোর্টের নির্দেশে বেআইনি আবাসন ভাঙল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : বারুইপুর থানার মল্লিকপুরে বড়সড় পদক্ষেপ নিল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসন। দু–দুটো বেআইনি বহুতল ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। ৩ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গনিমার হাবিব চকে দুটি বেআইনি বহুতল ভাঙতে উপস্থিত হন জেলা প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক বৃন্দ ও বারুইপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিন বারুইপুরের বিডিও সৌরভ মাঝির উপস্থিতিতে বেআইনি বহুতল ভাঙার কাজ হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা পরিষদের মৎস্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র জানান, এখানে বহুতলে রয়েছে ১৬টি পরিবার। তবে বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে প্রায় ৪ থেকে ৫ হাজার বেআইনি বহুতল। তার মধ্যে মাত্র ৪ থেকে

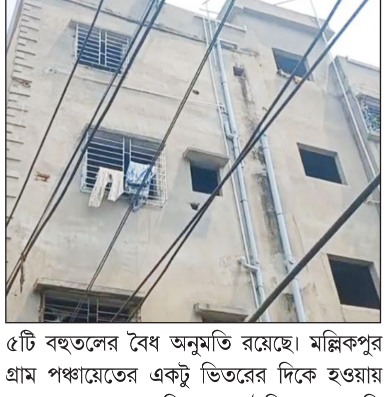

৫টি বহুতলের বৈধ অনুমতি রয়েছে। মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটু ভিতরের দিকে হওয়ায় প্রশাসনের নজর এড়িয়ে বেআইনি বহুতলগুলি নির্মাণ হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে হাজার হাজার বেআইনি বহুতল মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নজর এড়িয়ে কি করে তৈরি হল। এই বেআইনি বহুতল ভেঙে যদি মেটিয়াবুরুজের মতো প্রাণ হানির ঘটনা ঘটে তার দায় কে নেবে।' মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হবিবুর রহমান বৈদ্য জানান, 'ধীরে ধীরে বেআইনি বহুতলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কাজ শুরু করা হয়েছে। আগামীদিনে আরও বেআইনি বহুতল ভাঙ্গা পড়বে।' বিডিও সৌরভ মাঝি জানান, 'পঞ্চায়েতের নজরে সব আছে। হাইকোর্টের নির্দেশেই দুটি বাড়ি ভাঙ্গার কাজ এদিন শুরু হল। যদিও বেআইনি বহুতলের আবাসিকরা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। আচমকায় পুলিশের নির্দেশে তাদের ঘর খালি করতে হচ্ছে। এখন তারা কোথায় যাবেন ভেবে কুল পাচ্ছেন না। মূলত পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগরে দিলেন বেআইনি বহুতলের আবাসিকরা।'

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ৫ এপ্রিল – ১১ এপ্রিল, ২০২৫

কার পাপে

প্রশ্ন সোজা উত্তরও সবার জানা। তবুও একটাই প্রার্থনা রাজনৈতিক উচ্ছ্বাস উপহাস আর আশ্বাসে যেন সদ্য চাকরি হারাদের ব্যথা যন্ত্রণা শুধুমাত্র ভাবনা ও বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে না যায়। নির্বাচন বড় বালাই। নির্বাচনী ফায়দা তুলতে কমবেশি সব রাজনৈতিক দলই এই ইস্যুতে সক্রিয়। শিক্ষা দুর্নীতির ইতিহাস কমবেশি সকলের কাছেই পৌঁছে গেছে। ধর্না মঞ্চ, অনশন আন্দোলন, সিবিআই, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, ইত্যাদি নানা শব্দ বন্ধ গণমাধ্যমের দৌলতে এখন বাংলার ঘরে ঘরে। আদালতের রায়কে অসম্মান না করেও বলা যায় দোষীদের সাথে নির্দোষরাও শাস্তি পেল। অনিশ্চিত এই আবহাওয়ায় সব পক্ষকেই একটু মানবিক হওয়া দরকার। একজন অপরাধীর জন্য আর পাঁচজনের শাস্তি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। প্রশাসনিক ব্যর্থতায় এত বড় শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতি হল তারজন্য রাজনৈতিক দলগুলি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দিকে আঙুল তুলেছে। আলোচনার মাধ্যমে অনেক জটিলতা কাটানো যায়। এমনকী আদালতের বাইরেও মানবিকতাকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সদর্থক ভূমিকা নিতে এগিয়ে এসেছেন। তিনি আশ্বস্ত করেছেন সবাইকে যাতে তাদের প্রতি অবিচার না হয়। সম্ভাব্য অনেকগুলি পদক্ষেপ নেওয়ার ভাবনা-চিন্তা চলছে। রিভিউ পিটিশন থেকে শুরু করে নতুন করে পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে কেন্দ্র করে বাংলা সমাজে যে নতুন সমীকরণ সামনে এলো তা হল কিছু অসংবেদনশীল সহনাগরিকদের সদ্য চাকরি হারাদের প্রতি কটাক্ষ ও উপহাস। কৃতি মেধাবী উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীরা যারা সৎভাবে শিক্ষকতার পেশায় এসেছেন তাদের প্রতি যুক্ত নিষ্ঠুর মন্তব্য। মানবিকতার প্রতি এই অবহেলা খুবই বেদনা দায়ক। যোগ্যতার সঙ্গে যারা সরকারি চাকরিতে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে তাদের প্রতি সমাজের একাংশের এই আচরণ, এই ঈর্ষা কাতরতা সামাজিক অবস্থা বুঝতে সাহায্যে করে। আগামী বছরে বিধানসভার নির্বাচন। রাজনৈতিক দলগুলোর গিনিপিগ হিসাবে যোগ্য শিক্ষকরা যাতে ব্যবহৃত না হন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে তাদেরই। এই মুহূর্তে বহু বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট চলছে। পঠনপাঠন ঠিকভাবে চালানো সম্ভব হচ্ছে না। কয়েকজনের সংঘবদ্ধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হাজার হাজার পরিবারের সদস্যদের মানসিক ভাবে বিড়ম্বিত হতে হচ্ছে। সমস্যার সমাধানের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কথা বলা যায়। আইনের আওতায় থেকে এই মুহূর্তে বিদ্যালয়গুলিকে সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় নিয়ে আসা জরুরি।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

কিন্তু তাহলেও মন সর্বশক্তিমান্ নয়, এমন কথা বলা যায় না। বৃক্ষে যেমন অসংখ্য পত্রিকা জন্মায়, তেমনই এই মনেই দেশ-কাল, গতি-অগতি, হিত-অনর্থ, মোহ-সম্ভ্রম ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় জন্মায়। সমুদ্র মানেই জল, সংসার মানেই মন। তত্ত্বজ্ঞ মহাজনেরা তাই যাবতীয় দৃশ্যকে, এই সংসারকে চিত্তরূপে দেখেন।

ইন্দ্রজালের মত চমৎকার এই জগতের প্রকাশ সম্বন্ধে একটি কাহিনী বলি শোন,-উত্তরাপাণ্ডব নামে এক রাজ্যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশধর লবণ নামক এক পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। সাধুগণ তাঁর সদাচার, প্রজাপালন, উদারতা, হিতকর্ম ইত্যাদি নানা গুণে সুখী হলেও প্রবল শক্তিধর প্রতিপক্ষ শত্রুগণ তাঁর প্রতাপে ভয়-ভীত থাকত। লবণ রাজার সভায় একদিন এক যাদুকর এসে ইন্দ্রজাল দেখাবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করল। রাজার অনুমতি নিয়ে সে ময়ূর-পঙ্খ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অদ্ভুত সব খেলা দেখাতে লাগল। যাদুকরের যাদুকরীতে অতি সুন্দরকান্তি এক অশ্ব নিয়ে এক ব্যক্তি এসে রাজাকে উপহার দিয়ে বলল যে, তার প্রভু রাজার উদ্দেশ্যে এই উপহার নিবেদন করেছে। এই ঘোড়াটি বায়ুর চেয়েও দ্রুতগামী, ভ্রমণ-সুখদায়ী। রাজা অনুগ্রহ ক'রে যেন একবার অশ্বারোহণ করেন। রাজা লবণ ঘোড়াটিকে দেখে চিত্রবৎ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। বেশকিছু ক্ষণ রাজাকে একইভাবে নিশ্চল দেখে আমাতাগণ সকলে চিন্তান্বিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। অবশেষে লবণ রাজা কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হতে আমাত্য সকলে এসে তাঁকে ধরে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। লবণ অস্পষ্ট স্বরে বললেন,- আমি কে, আমি কোথায় আছি? এখানে কিসের এত জনসমাগম? মন্ত্রী বললেন, আপনার শরীর তো সুস্থই আছে, তবে আপনি কোন্ ভাবনায় এত বিচলিত হয়েছেন? লবণ রাজা সম্বিত ফিরে পেয়ে, সম্মুখস্থ যাদুকরকে দেখে ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, তুই যাদুশক্তিতে এটা কি করলি? শান্ত সমুদ্রকে তুই এমন অশান্ত করলি কেন? সভাসদ্ সকল! এই যাদুকর আমায় কি দেখাল, তা বলছি, শোন, ঐ ঘোড়ায় উঠে আমি একাই মৃগয়ায় গেলাম। বহুদূর গিয়ে আমি বিশুস্ক এক অরণ্যে প্রবেশ করি। সেখান হতে আরও এক কিঞ্চিৎ সবুজ গভীর বনে প্রবেশ করি। সেখানে জামীর জঙ্গলে ঢুকে আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে ঘোড়া থেকে নামলে ঘোড়াটি অদৃশ্য হয়ে গেল। ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এল।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

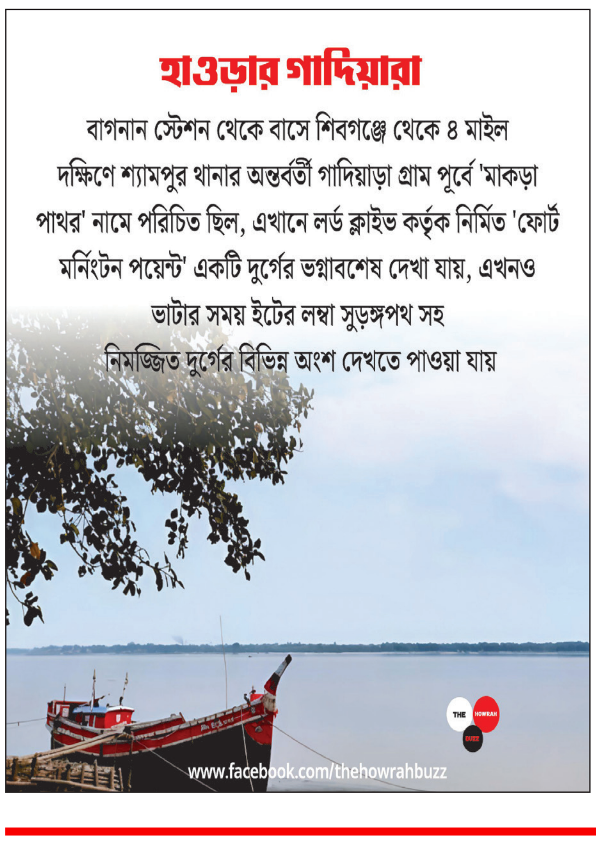

দুর্নীতির কাছে পরাস্ত সততা

নরেন্দ্রনাথ কুলে

আমাদের সমাজে আসল, নকল, ভুয়ো শব্দগুলোর সম্পর্কিত চর্চা মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসে। নানা বিষয়ে মানুষ প্রতারিত হলেই সেই চর্চা উঁকি দেয়। আসল ও নকল জিনিস থেকে ভুয়ো কোম্পানির কথা মানুষ শুনতে শুনতে এখন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। নকল হইতে সাবধান বাক্যটি আর অচেনা নয়। তবু মানুষের নকল থেকে নিস্তার নেই। যাহাই চকচক করে তাহা সোনা নয় জেনেও চকচকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। আসলে চকচকে জিনিস মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে খুব সহজেই। সমাজে চকচকে নকল মানুষদের কাছে সাধারণ মানুষদের অহরহ প্রতারিত হতে হয়। একসময় কিডনি পাচারের খবর এই বাংলাতেই হয়েছে। যা ডাক্তারের সম্পর্ক ছাড়া সম্ভব নয়। হাসপাতালে শিশু চুরির ঘটনা থেকে পাচার নতুন কোনও ঘটনা নয়। আবার অনেক ঘটনার পিছনে ভুয়ো ডাক্তারও ধরা পড়েছে। এমনকী ভুয়ো নার্সিং হোম। ভুয়ো আইপিএস, আইএএস ধরা পড়েছে। এছাড়াও নানা সরকারি অফিসার থেকে কর্মী ভুয়ো বলে ধরা পড়েছে। এই কলকাতায় এমন ভুয়ো আইএএস ধরা পড়েছে যে রবি ঠাকুরের আবরণ উন্মোচনের ফলকের নীচে এক মন্ত্রীর নামের নীচে তার নাম খোদাই করা ছিল। তাহলে এমন উচ্চ পর্যায়ের ভুয়ো যেখানে পুরো সরকারি প্রশাসনের চোখে ধুলো দিতে পেরেছে। আবার প্রশাসনের মানুষের কালো আঁতাতে স্কুলে স্কুলে ভুয়ো শিক্ষকও নিযুক্ত হয়েছে। এমন ভুয়ো নিয়ে ধুয়ো তোলার লোকবলের অভাব নেই আজ। যেখানে শাসকবল একটা বড় ফ্যাক্টর।

ভুয়ো র খবরের সঙ্গে ভেজাল বিষয়ের খবরও মাঝেমধ্যে চমকে দেয়। যদিও ভেজাল নিয়ে এখন মানুষ সেভাবে আর উদ্বিগ্ন নয়। আমাদের খাদ্য তালিকার সঙ্গে ভেজাল শব্দটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই এখন মানুষকে আফশোস করতে দেখা যায়-বাজারে ভেজাল ছাড়া আর কী পাবেন মশাই! তেল, মশলা, দুধ ইত্যাদি থেকে পানীয় থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য কোনওটাই ভেজাল বহির্ভূত নয়। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খাঁটি জিনিস বলে অহরহ বিজ্ঞাপন বলে দেয় যে বাজারের জিনিসে ভেজাল আছে আছেই। কে কত খাঁটি জিনিস দিতে পারে তারই বিজ্ঞাপনী প্রতিযোগিতা তাই দেখতে পাওয়া যায়। ভেজাল নিয়ে মানুষের এখন এক প্রকার গা-সয়ে গেছে। বেশ কিছুদিন আগে ভাগাড়ের পশুর মাংস হোটেল রেস্টুরেন্টে ব্যবহৃত হয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। তখন আতঙ্কিত হয়েছে খাদ্যরসিক মানুষ।

এখন মানুষ আতঙ্কিত ভেজাল ওষুধের খবরে। এখন ওষুধ শুধু ভেজাল নয়। ওষুধটাই জাল। জাল ওষুধ বাজারে এমনভাবে জাল বিস্তার করেছে যে তার শিকড় খুঁজে পেতে নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে প্রশাসনের লোকজনকে। প্রশাসন ও তার কাজকর্ম ঢিলেঢালা নিয়ে তর্ক বিতর্ক যাই থাকুক তাতে ভেজালকারীদের মাথাব্যথা থাকে না। অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতে ওষুধ জাল। জাল ওষুধের চক্র ঘুরছে। ভেজাল খাবারের, ভেজাল পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় মানুষের জীবন রোগবিহীন নয়, আবার রোগের চিকিৎসায় রোগীর প্রয়োজনীয় ওষুধ ভেজাল। ভেজাল চক্র বা জাল চক্র চিকিৎসা ক্ষেত্রে আর জি কর কাণ্ডে উঠে এসেছে। সে চক্রের তীব্রতা এতই যে তাতে অভয়ার মতো ডাক্তারকে প্রাণ দিতে হল। এ নিয়ে শাসক রাজনীতির তর্কে জেতা থাকলেও অভয়ার মৃত্যুতে শুধু ধর্ষণ ও খুন নয় তা পরিষ্কার। এই খুনের মোটিভও সাধারণের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। এই চক্রের সহযোগিতায় সরকারি হাসপাতালেও রোগীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় হাসপাতাল প্রশাসনের বিবেক দংশিত হয়নি। তাই কোনও প্রতিবাদকে তারা তোয়াক্কা করে না। আর তার কারণ সেই অসাধু চক্র যা প্রশাসন ও ক্ষমতা রাজনীতির মিলিত শক্তির অদৃশ্য রশ্মিতে কাজ করতে থাকে।

আজকে একটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। একসময় রাজনীতির একাংশ দুর্নীতি ও গুন্ডাবাজদের নেপথ্যে ব্যবহার করত। আর এখন ক্ষমতা রাজনীতি জুড়ে তার প্রকাশ্য রুচিহীন উন্মাদনা চেপে রাখার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আজকের রাজনীতি মনে করে না। তাই রাজনীতির জনপ্রিয় নেতাদের বলতে শোনা যায় যে তাদের সবাইকে নিয়ে চলতে হয়। তবে সবাইকে নিয়ে চলতে গিয়ে তারা যাদের দিয়ে এই উন্মাদনা চালাচ্ছে, হয় তাদের কথায় রাজনীতি চলছে কিংবা রাজনীতির কথায় তারা চলছে। অথবা উভয়েই সমান্তরালভাবে চলছে যাতে ক্ষমতার স্বাদ পরস্পরের কাছে হীন হয়ে না যায়। রাজনীতি আদর্শের পথে না চললে তার আলো কমবে আর অন্ধকার বাড়বে এটাই স্বাভাবিক। আজকের ক্ষমতা রাজনীতিতে সততার পথও বিপথগামী হয়ে পড়ছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দ দাশের কবিতার লাইন বলে দেয় তার উত্তর—

‘অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে
এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ
চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম
নেই—প্রীতি নেই—
করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের
সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো
মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক
ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প
অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ
তাদের হৃদয়।

রাজনীতির এই পরিবেশে যতরকমের দুর্বৃত্তায়ন আছে তা বাড়বে বই কমবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে রাজনৈতিকভাবে দুর্বৃত্তে ভরে ওঠে সেখানে মানুষ গড়ার পরিবেশ আর থাকে না। এই পরিস্থিতিতে আজ গণতন্ত্রের সকল স্তম্ভও নিজেদের নিরপেক্ষতার প্রমাণ রাখার চরম দৃষ্টান্ত দেখাতে ব্যাহত হচ্ছে।

ভুয়ো, ভেজাল কিংবা জাল বিষয়ক চর্চা করতে গিয়ে এত কথা বলার প্রয়োজন এই যে বর্তমান ব্যবস্থায় কোনও পরিস্থিতিই দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। কেবল সাময়িক তার ছেদ ঘটতে পারে। আজকের সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটাই গলদপূর্ণ করে তোলা হচ্ছে একদিকে, আর একদিকে রাজনীতিতে নৈতিক চরিত্র হারিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দুর্নীতির জাল কেটে ফেলার চেষ্টা চললেও সেই জাল আবার বিস্তার করবে। এটাই স্বাভাবিক ছন্দ এই সমাজে।

সাংবাদিকের রোজনামচা

শ্রীতীরন্দাজ

স্মার্ট ফেলিয়োর

২০১৪ সালে প্রথম ক্ষমতায় এসে মোদী সরকারের সাধ হয়েছিল দেশে ১০০টি স্মার্ট সিটি বানাবার। প্রকল্পের নাম স্মার্ট সিটি মিশন। ৩ বার সময় বাড়িয়ে শেষ হয়ে গেল মিশনের কাজ। তবে ১০০টা নয়, কাজ শেষ হয়েছে মাত্র ১৬টি শহরের কাজ। বাকি ৮৪টা এখনও অসম্পূর্ণ। বিরোধীরা অবশ্য ১৬ টিকেও স্মার্ট বলতে নারাজ। তবে মনোনীত হয়েও রাজ্যের আপত্তিতে আগেই এই প্রকল্প থেকে ছিটকে গিয়েছে নিউটাউন, সল্টলেক, দুর্গাপুর ও হলদিয়া। এদের আর কোনওদিন স্মার্ট হওয়া হল না। ফেলিয়োরটাও স্মার্ট বটে।

দালাল সাফারি

জলদাপাড়া থেকে গরুমারায় ইদানিং সাফারির জন্য টিকিট কাউন্টারে লাইনে দাঁড়িয়েছেন নাকি? কাউন্টার খুলতেই সামনের দিকে দাঁড়িয়ে ভাবছেন এবার জমিয়ে সাফারিটা করা যাবে। ওমা একি! দু-একজনকে টিকিট দিয়ে জানলা বন্ধ। সব টিকিট নাকি বুক হয়ে গেছে। মশাই ঘাবড়াবেন না। সুন্দরবনেও নাকি এখন গভীর রাতে খুব কম সময়ের মধ্যে খোলা পোর্টালে লগইন করার আগেই অনলাইনে সব বোট পাস আগেই বিক্রি হয়ে যায়। আরে বুঝলেন না, উত্তর থেকে দক্ষিণ সব জঙ্গলেই চলছে দালাল সাফারি।

হুরিয়তের হুঁশ

কাশ্মীরের স্বাধীনতার দাবি উত্থাপনের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ফ্রন্ট হিসেবে ১৯৯৩ সালের ৯ মার্চ ২৬টি রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় সংগঠন নিয়ে গঠিত হয়েছিল হুরিয়ত কনফারেন্স। এর মধ্যে দুই গোষ্ঠী জম্মু কাশ্মীর পিপলস কনফারেন্স ও ডেমোক্রেটিক পলিটিকাল মুভমেন্ট সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদ ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করল। ৩৭০ উবে গেছে। নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে জনগণের সরকার। প্রশ্ন, এবার কি বাকি ২৪ টারও হুঁশ ফিরবে? ফিরলে ভালো, নইলে.....

নেতিধোপানির ঘাট

মনসা মঙ্গলের নেতিধোপানির কথা মনে পড়ে? সেই নেতি ধোপানির ঘাট এখন সুন্দরবন বনবিভাগের এক জনপ্রিয় বিট। লোহার উঁচু ফেনসিং দিয়ে ঘেরা এলাকায় রয়েছে বনবাংলো, ওয়াচ টাওয়ার, পরিপাটি করে সাজানো বিনোদনের নানা সামগ্রী। তার বাইরে বাঘের ডেরায় দেখা মিলল ঘাস আর আগাছায় ঢাকা ইটের পাঁজা। এটিই নাকি সেই রহস্যময় নেতিধোপানির মন্দির। কেউ বলে এটি নির্মাণ করেন রাজা প্রতাপাদিত্য। অনেকের মতে বৌদ্ধদের তন্ত্রক্ষেত্র। এ রহস্য ভেদ করবে কে? প্রত্নতাত্ত্বিকরা কি দক্ষিণ রায়ের ভয়ে এ পথ মাড়ান না!

দেশ দেশান্তরে

কল্লোলিনীর ঔদার্যে আকাঙ্খিত ঘানার নবজাগরণ

সুবীর পাল

‘ঘানা প্রস্তুত আপনাদের বরণ করতে। আপনারা তৈরি তো? মুনাফার লোভনীয় পুরস্কার রাখা আছে কিন্তু।’

ঘানা সরকারের এমনই চমকপ্রদ সিদ্ধান্তের কথা মুক্তকণ্ঠে জানিয়ে দিলেন লুইস কামে ওবেঙ্গ। বর্তমানে তিনি দিল্লিতে নিযুক্ত ঘানার অস্থায়ী রাষ্ট্রদূত।

ঘানা ফিরে যাবার আগে সম্প্রতি তিনি আচমকা কলকাতায় এক ঝটিকা সফরে আসেন। উদ্দেশ্য একটাই, মহানগরের এক বণিকসভা আয়োজিত ঘানার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা সম্পর্কিত আলোচনা সভায় যোগ দেওয়া। সেই সভা যজ্ঞে অংশ নিয়েই তিনি বলেন, বাণিজ্য প্রসারে বর্তমানে ঘানার পাখির চোখ এখন ভারতের পূর্বাঞ্চলে নিবদ্ধ। কলকাতা হল তার আদর্শ ‘রোডম্যাপ’।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লন্ডন সফরে গিয়েছেন বাংলায় বাণিজ্যিক সহায়ক পরিস্থিতির কথা ইংল্যান্ডবাসীর কাছে সবিস্তারে তুলে ধরতে। সেখানে আয়োজিত বাণিজ্যিক সভায় তিনি ব্রিটিশ শিল্পপতিদের বাংলায় বিনিয়োগ করার আমন্ত্রণও জানান। ঠিক এমনই আবহে, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী যখন বিলেত সফরে ব্যস্ত সাহেবদের পুঁজি বাংলায় তুলে নিয়ে আসার আপ্রাণ প্রচেষ্টায়, ঠিক সেই সময় ঘানার অস্থায়ী রাষ্ট্রদূত সেই দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারের সবুজ সংকেত পকেটে পুরে কলকাতায় হঠাৎই উড়ে এলেন তিলোত্তমার উড়ন্ত অর্থ পশ্চিম আফ্রিকার মেট্রোপলিটন সিটি আক্রায় হাইজ্যাক করার বাসনা নিয়ে।

ভারতের মতো এই ঘানাও একদা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৫৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটি। রাজধানী আক্রা যথেষ্ট উন্নত ও আধুনিক শহর হিসেবে সুপরিচিত। ঘানার তুলনায় ভারতবর্ষ মাত্র ১০ বছর আগে স্বাধীন হলেও আমাদের দেশের আর্থিক স্থপতি আজ সারা বিশ্বের কাছে ঈর্ষণীয়। অর্থনৈতিক বিচারে ভারত আজ পৃথিবীর পঞ্চম শক্তিশালী দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু ঘানার আর্থিক অগ্রগতি দৌড়ে যেন শম্বুক গতিও তুলনায় অনেক বেশি বেমানান। ঘানার আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বর্তমানে যথেষ্ট উদ্বেগজনক। মুদ্রাস্ফীতি তো লাগামছাড়া ভাবে বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তলানিতে এসে ঠেকেছে জিডিপি হার। বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত হয়ে গেছে গোটা দেশ। কৃষিক্ষেত্রেও প্রযুক্তি অভাব ভীষণ ভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ফলে কর্মস্থানের সুযোগ ও শিল্পের পরিকাঠামোতে চরম ঘাটতি থেকে গেছে। এর উপর কোভিড মহামারির কারণে

ঘানার অর্থনীতিতে এক বিরাট ফাটল নতুন করে তৈরি করেছে আচমকা। তবে সোনা, কফি ও বক্সাইড রপ্তানি করে ঘুরে দাঁড়াতে চাইলেও ঘানার সামগ্রিক অর্থনীতির অবস্থা এখনও মারাত্মক রকমের বেহাল।

ঘানার এই আর্থিক শোচনীয়তার কথা স্বীকার করে নেন সেই দেশের এই কূটনীতিক। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, ‘আমরা একসময় ব্রিটিশ শাসনে পরিবৃত থাকলেও আজ ঘানা একটি স্বাধীন দেশ। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই আমাদের দেশে সেভাবে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এখনও করায়ত্ব করতে পারেনি। আমাদের দেশে মুদ্রাস্ফীতি নিজস্ব নাগরিকদের কাছে অবশ্যই একটা মাথাব্যথার কারণ। জিডিপি রেট আশাব্যঞ্জক নয়। পরিবেশগত ভাবে আমাদের দেশ কখনই সহায়ক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায়নি। আবার প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রেও আমাদের অগ্রগতি তেমন ভাবে ঘটেনি।’

বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঘানার এই অস্থায়ী রাষ্ট্রদূত স্বীকার করেন, ‘নানাবিধ কারণে আমাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রত্যাশিত পর্যায়ে প্রসারিত হয়নি। দেশ এখনও উৎপাদনশীলতায় অনেকটা পিছিয়ে। তবে আমরা এসব ভেবে চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে নেই। আমাদের জাতীয় সরকার এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে দ্রুততার সঙ্গে বেড়িয়ে আসতে চাইছে। দেশের প্রয়োজনে আমরা আমাদের নীতির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছি। বৈদেশিক লগ্নিকারীদের উৎসাহ প্রদান করার জন্য ঘানাতে প্রয়োজনীয় আইনে বদল আনতেও পিছপা হচ্ছি না। জাতির সুরক্ষা বজায় রেখে আমরা উদারতার সঙ্গে বিদেশি পুঁজিকে আমন্ত্রণ জানাতে প্রস্তুত। ঘানাকে ঘুড়ে দাঁড় করাতে গেলে আমাদের দেশে উৎপাদনে বিপ্লব আনতেই হবে। এরজন্য আমরা সর্বোত্তম আঙ্গিকে প্রস্তুত।’

লুইস কামে ওবেঙ্গ ভারত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তাঁর এ প্রসঙ্গে বক্তব্য, ‘ভারতবর্ষ বরাবরই এক ঐতিহ্যশালী দেশ। এখানকার নাগরিকেরা সংস্কৃতি মনস্ক। ভারতের উদার অর্থনীতি গোটা বিশ্বের কাছে এক বৃহৎ দৈত্যের মতো পরাক্রমশালী। এই দেশের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ঘানার সঙ্গে এক বন্ধুত্বপূর্ণ বাতাবরণ তৈরি করেছেন সার্থকতার সঙ্গে। ঘানার বসবাসকারী মানুষজন বিশ্বাস করেন মনে প্রাণে যে, ভারত তাঁদের কাছে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক রাষ্ট্র হিসেবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে রেখেছে। আমরাও তাই এই মুহূর্তে ভারতের পূর্বাঞ্চলের পুঁজিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। কলকাতার বণিকেরাও আসুন আমাদের দেশে। আপনারা আমাদের দেশে এসে বিনিয়োগ করুন। উৎপাদন যজ্ঞে অংশ নিন। বিনিময়ে আপনাদের আমরা যাবতীয় সহায়তা করতে প্রস্তুত। আমরা নিশ্চিত, আপনারা নিশ্চিন্তে ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করতে পারবেন আমাদের দেশে একেবারে বিনা বাধায়। একইসঙ্গে ঘানাও আপনাদের বিনিয়োগের ফলে দেশীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হবার সুযোগ পল্লবিত করতে পারবে সার্বিক স্তরে।’

এমনই আবেগপূর্ণ বাণিজ্যিক ভাষণের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার অধীনস্থ রপ্তানি উন্নয়ন পর্ষদের পূর্বাঞ্চলীয় কৃষিকার্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সীতাকান্ত মণ্ডল প্রস্তাব দেন, ‘ভারতে তৈরি কৃষিজাত ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক প্রায় ৭০০ রকমের রপ্তানি যোগ্য পণ্য রয়েছে এই মুহূর্তে। ঘানা এবিষয়ে উৎসাহী থাকলে আমাদের দেশের ওই সমস্ত পণ্য আপনাদের দেশে আরও বেশি পরিমাণে রপ্তানি করতেই পারেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।’

এই প্রস্তাব পেয়েই ঘানার অস্থায়ী রাষ্ট্রদূত কোনরকম রাখঢাক না করেই বলেন, ‘আমরা কফি ও সোনা রপ্তানি করি সারা বিশ্বে। ভারতের উন্নত মানের চাল আমরা আমদানি করি। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারে আমরা এইসব আমদানি ও রপ্তানি আরও পরিমাণে বৃদ্ধি করতে সদা তৎপর। তাই আপনারা উন্নত মানের খাদ্য পণ্য অনেক বেশি মাত্রায় রপ্তানি করুন, এটা আমাদের প্রকৃতই কাম্য। একইসঙ্গে আপনারা আমাদের দেশে এসে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে চাল উৎপাদন করুন। আমাদের দেশে পোষাক প্রস্তুতির উদ্যোগ নিন। শিল্প স্থাপন করুন। আমরা সহায়ক পরিকাঠামো সরবরাহ করবো। আমরা পর্যাপ্ত জমি দেব সহজ শর্তে। এমনকী বেসরকারি অংশীদারিত্বের সুযোগও আমরা তৈরি করতে পারি। ভারত তথা পূর্বাঞ্চলীয় পুঁজিপতিদের যাবতীয় সাহায্য আমাদের সরকার করতে রাজি। এর ফলে ঘানাতে উৎপাদন বাড়বে। কলকারখানা বৃদ্ধি পাবে। প্রযুক্তির বিকাশ পাবে। কর্মসংস্থানের শ্রীবৃদ্ধি হবে। তথ্যপ্রযুক্তিতে উন্নতি প্রসারিত হবে। ফলে ঘানায় আপনাদের বিনিয়োগের বিনিময়ে আমাদের দেশেও অর্থনৈতিক জাগরণ ঘটবে। পাশাপাশি আপনাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের সুফল তরান্বিত হবে।

তাইতো লুইস কামে ওবেঙ্গ পরিসমাপ্তির আকাশে দ্বিপাক্ষিক প্রতিদানের রৌদ্দুর রাঙিয়ে তুলির এক বর্ণময় দাগ টেনে দিয়ে গেলেন এযাবৎ শেষতম কত কথায়, ভারতে ঔদার্যের ধারাবাহিকতা আছে। ঘানার আন্তরিক হৃদয় আছে। আসুন হাতে হাত ধরে আমরা এক নতুন বিশ্ব গড়ে তুলি।’

যক্ষ্মার বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই করতে হবে : ডাঃ রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ২৪ মার্চ দুপুরে বিশ্ব যক্ষ্মারোগ দিবস উপলক্ষ্যে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সচেতনতা প্রচারে টিউবার কিউলোসিস কন্ট্রোল মেডিকেল অফিসার সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন, টিবি অর্থাৎ যক্ষ্মা রোগ নির্মূল করতে জোরদার লড়াই করতে হবে। তাহলেই যক্ষ্মারোগ নির্মূল করা সম্ভব। কারণ প্রতি ৫ মিনিটে ২জন করে যক্ষ্মা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়। সেক্ষেত্রে ঘণ্টায় ২৪ জনের মৃত্যু! যা করোনা মহামারীর থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর। আমাদেরকে দৃঢ়তার সাথে সচেতন হতে হবে। তাহলেই যক্ষ্মারোগের সাথে লড়াই করা সার্থক হবে।

এদিনের প্রচারে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের মেডিসিন সার্জেন্ট ডাঃ সুশান্ত নস্কর, জেনারেল সার্জেন্ট ডাঃ রাজীব সরকার, সিনিয়র ট্রিটমেন্ট সুপারভাইজার কল্যাণ চক্রবর্তী, সুপাইভাইজার দীপিন্দর প্রামাণিক সহ অন্যান্যরা।

ছোট্ট পরিসংখ্যান অনুযায়ী অজ্ঞতার কারণেই হু হু করে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। ২০২৩ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় যক্ষ্মায় আক্রান্ত ছিলেন ৩২৭০ জন, ক্যানিং মহকুমা এলাকায় ছিল ৬৭১ জন। ২০২৪–এ জেলায় ৩৪৮০ জন এবং ক্যানিং মহকুমা এলাকায় ৭১৮ জন। ২০২৫ এর ২৩ মার্চ পর্যন্ত পরিসংখ্যান জেলায় ৭১৯ এবং ক্যানিং মহকুমা এলাকায় ১৬১ জন আক্রান্ত। ফলে পরিসংখ্যান অনুযায়ী সাইক্লোনের গতিতে বাড়ছে যক্ষ্মা।

এই রোগ শরীরের বাসা বাঁধলে সঠিক চিকিৎসায় মাত্র ৬ মাসের মধ্যে সুস্থ হওয়া সম্ভব। তা সত্ত্বেও আক্রান্ত হয়ে প্রচুর মানুষ মারা গিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' পৃথিবী থেকে টিবি মুক্ত করতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময় ধার্য্য করে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এমত অবস্থায় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আমাদের দেশ টিবি মুক্ত ভারতবর্ষ গড়ার ডাক দিয়েছে। সেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। এমন উদ্যোগে সামিল হয়ে টিবি মুক্ত বাংলা গড়ার ডাক দিয়ে দ্রুতগতিতে কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি যক্ষ্মা রোগ দূরীকরণের জন্য ইতিমধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। গ্রামীণ চিকিৎসকদেরকে সচেতন করতে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। প্রাথমিক ভাবে যক্ষ্মা রোগের উপসর্গ, এবং কীভাবে চিকিৎসা করতে হবে সেই সম্পর্কিত সচেতন করা হয়।

উল্লেখ্য একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত ২০২০ সালে সারা দেশে টিবি রোগে ৭৬ হাজারের অধিক মানুষ মারা গিয়েছেন। ক্যানিং ১ ব্লকে মারা গিয়েছে প্রায় ২০জন। যক্ষ্মা হল মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস অর্থাৎ এরা অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে টিকতে পারে না। এরা মাইকোব্যাক্টেরিয়েছি গোত্রের সদস্য এবং যক্ষ্মা রোগের জন্য দায়ী। ১৮৮২ সালে রবার্ট কোচ নামক বিজ্ঞানী প্রথম এই জীবাণু আবিষ্কার করেন। ১৯৯৮ সালে প্রথমবার এই জীবাণুর জিনোম সিকোয়েন্স করা হয়। মাইকোব্যাক্টেরিয়াম গ্রুপের অন্যান্য জীবাণুর তুলনায় মানুষের মৃত্যুহার এম.টিউবারকিউলোসিস জীবাণু দ্বারা অনেক বেশি। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ এই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত। প্রতিবছর প্রায় ৩ মিলিয়ন মানুষ যক্ষ্মার কারণে মৃত্যুবরণ করে এবং প্রায় ৮ মিলিয়ন মানুষ নতুন করে আক্রান্ত হয়।

যক্ষা রোগের লক্ষণসমূহ: রোগীর ওজন কমতে থাকে, আস্তে আস্তে শরীর দুর্বল হতে থাকে। সাধারণত তিন সপ্তাহের বেশি সময় কাশি থাকে। খুশখুসে কাশি হয় এবং কখনো কখনো কাশির সাথে রক্ত যায়। রাতে ঘাম হয়, বিকেলের দিকে জ্বর আসে, দেহের তাপমাত্রা খুব বেশি বাড়ে না। বুকে পিঠে ব্যথা হয়।

যক্ষ্মা রোগের প্রকারভেদগুলি হল: যক্ষ্মা লিম্ফডেনাইটিস, কঙ্কাল যক্ষ্মা, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল যক্ষ্মা, জিনিটোরিনারি যক্ষ্মা, যকৃতের যক্ষ্মা, মেনিনজিয়াল যক্ষ্মা, যক্ষ্মা পেরিটোনাইটিস, সামরিক যক্ষ্মা।

অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার সঙ্গে আয়ুষ ব্যবস্থাপনা

বিশেষ প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি: চিকিৎসা ব্যবস্থার বিভিন্ন শাখার সঙ্গে আয়ুষ পদ্ধতির মেলবন্ধন ঘটাতে আয়ুষ মন্ত্রক একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে অ্যালোপ্যাথি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে আয়ুষ চিকিৎসা ব্যবস্থাকে যুক্ত করার উদ্যোগ অন্যতম। জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচীর বাস্তবায়নে আয়ুষ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক স্বাস্থ্য পরিষেবার ডায়রেক্টরেট জেনারেলের আওতায় আয়ুষ ভার্টিক্যাল গঠন করেছে। এরফলে জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা, আয়ুষ চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও সেগুলির বাস্তবায়ন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালিত বিভিন্ন হাসপাতালে একটি সুসংহত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন বিভাগ খোলা হয়েছে। বর্তমানে অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ আয়ুর্বেদ এবং সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদ রিসার্চ ইন্সটিটিউটের সাহায্যে বর্ধমান মহাবীর মেডিকেল কলেজ ও সফদরজং হাসপাতাল এবং লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজে এই বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে।

নীতি আয়োগের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শাখার সদস্য ডঃ ভি কে পলের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি সুসংহত স্বাস্থ্য নীতির আওতায় ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন প্রয়োগ এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা–নিরীক্ষা নিয়ে কাজ করবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কম্যুনিটি হেলথ সেন্টার এবং জেলাস্তরের হাসপাতালগুলিতে আয়ুষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিকিৎসার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আয়ুষ চিকিৎসক এবং প্যারামেডিকেল কর্মীদের জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

হাঁটুতে বাত, শিশুদের চিকিৎসা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদকে যুক্ত করে তা নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা ও গবেষণার জন্য 'সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদিক সায়েন্স' বেশ কিছু কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে সিএআরআইয়ের সঙ্গে কলকাতার 'স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন' ফাইলেরিয়া চিকিৎসার জন্য আয়ুর্বেদ ও অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা মিলিতভাবে করা হচ্ছে। এছাড়াও, এইমস্ এ নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সমন্বিত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে গবেষণার জন্য 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ' এবং সিসিআরএএস আয়ুষ আইসিএমআর 'অ্যাডভান্সড্ সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটিভ হেলথ রিসার্চ' গড়ে তুলেছে। আপাতত দিল্লি, যোধপুর, নাগপুর এবং ঋষিকেশের এইমস্ এ এই প্রকল্পটি চালু হয়েছে। অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ আয়ুর্বেদ ক্যান্সার চিকিৎসা, দাঁতের চিকিৎসা, হাড়ের চিকিৎসা, পুষ্টি ও ডায়াবেটিসের চিকিৎসার জন্য নতুন দিল্লির সফরদরজং হাসপাতাল, ঝাজ্জরের এইমস্–এ কাজ করছে।

রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন আয়ুষ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রতাপরাও যাধব।

বজবজ মহেশতলা নেচার স্টাডি সেন্টারের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী: বজবজ মহেশতলা নেচার স্টাডি সেন্টার (পঃবঃ বিজ্ঞান মঞ্চ ও পঃ বঃ মাউন্টেনিয়ার্স অ্যান্ড ট্রেকার্স কনফেডারেশনের সদস্য সংগঠন) ও টেকনো ইন্টারন্যাশনাল বাটানগরের যৌথ ব্যবস্থাপনায় গত ২২ ও ২৩ মার্চ দুইদিন ব্যাপী টেকনো ইন্টারন্যাশনাল কলেজ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হল প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির। প্রায় ২০টির বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী এই শিবিরে অংশ গ্রহণ করেছিল। ছাত্রছাত্রীরা জগদীশ চন্দ্র বসু, মেঘনাথ সাহা, সত্যেন্দ্র নাম বসু ও অসীমা চ্যাটার্জী নামাঙ্কিত ৪টি দলে ভাগ হয়ে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। তারপর কলেজ ক্যাম্পাস সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও এলাকাভিত্তিক আর্থ–সামাজিক পরিবেশগত সমীক্ষায় অংশ নেয় ও রিপোর্ট প্রস্তুত করে। এছাড়াও বিশিষ্ট গবেষক ডঃ সৈকত কুমার বসু মানব সভ্যতায় মৌমাছির অস্তিত্বের গুরুত্ব ও চাষের পদ্ধতি বিষয়ক শিক্ষামূলক উপস্থাপনা তুলে ধরেন। ডাঃ সমীর কুমার দত্ত ও মিলন গায়েন হাতে কলমে বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও ছিল পর্বত আরোহণ প্রশিক্ষণের উপর আলোচনা ও তথ্যচিত্র। ছিল মহাকাশে গ্রহদের গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্যচিত্র প্রদর্শন, পঃবঃ বিজ্ঞান মঞ্চ দঃ ২৪ পরগণা জেলার উদ্যোগে ছিল কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান, সবচেয়ে আর্কষণীয় ছিল ক্যাম্প ফায়ার অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, শিবির শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মানপত্র প্রদান করা হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ ভৌমিক বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, উৎসাহ, উদ্দীপনা, তাদের অদম্য প্রানশক্তির প্রকাশই আমাদের পরম প্রাপ্তি, ভবিষ্যতের আশা ও অনুপ্রেরণা।' সম্পাদক জয়দেব দাস বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে, প্রকৃতি পর্যবেক্ষক শিবিরকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য তিনি অংশগ্রহণকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক সহ সকল শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ জানান।

সিনেমার পথেই মাদক পাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মগরাহাট : পুষ্পা সিনেমাতে যেমন পুষ্পা পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দুধের কন্টেনারে করে লাল চন্দন পাচার করেছিল ঠিক একই কায়দায় ছোট কন্টেনারে মাছের ক্রেরেটের আড়ালে থরে থরে সাজানো ছিল প্রায় কোটি টাকার নিষিদ্ধ মাদক।

বেশ কিছুদিন ধরেই মগরাহাট থানার পুলিশের কাছে খবর আসছিল গাড়িতে করে মগরাহাট এলাকার রোড ব্যবহার করে পাচার হচ্ছে মাদক। তবে কিভাবে পাচার হচ্ছে তারই হদিশ পাচ্ছিল না পুলিশ। এরপরই ২৫ মার্চ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(জোনাল) মিতুন কুমার দে ও মগরাহাট থানার ওসি বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে মাগুরপুকুর রোডের আমড়াতলা এলাকায় একটি কন্টেনারকে আটক করে তখনই পুলিশকে দেখতে পেয়ে গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায় গাড়ির চালক, সন্দেহ জোরালো হয় পুলিশের। তল্লাশি করতে গিয়ে দেখা যায় গাড়ি বোঝাই ফাকা ক্রেরেটের আড়ালে গাড়ির মধ্যে নকল বাক্স তৈরি করে থরে থরে সাজানো রয়েছে নিষিদ্ধ মাদকের প্যাকেট। গন্ধ যাতে বাইরে না আসে সেই কারণেই পরিকল্পিতভাবে কন্টেনার গাড়িতে বোঝাই করা হয়েছিল পচা। প্রতিটি প্যাকেটের আনুমানিক ওজন এক থেকে দেড় কেজি। গাড়ি বোঝায় নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধারের পাশাপাশি একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান ভিনরাজ্য থেকে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য আসছিল এলাকায়। তবে এত পরিমান নিষিদ্ধ মাদক কোথায় পাচার হচ্ছিল? কোথা থেকেই বা আসছিল এই নিষিদ্ধ মাদক? পাচার চক্রের পেছনে কারা রয়েছে তারই তদন্ত চলছে।

সংকটে উত্তরবঙ্গের চা–শিল্প, উদাসীন পর্ষদ

আরিফুল ইসলাম, শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গের প্রাণ চা–শিল্প। এই চা–শিল্পকে ঘিরেই উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির চাকা ঘোরে বছরের অধিকাংশ সময়। সারা দেশ তো বটেই বিদেশের বাজারেও দার্জিলিং চায়ের চাহিদা জগৎবিখ্যাত, সঙ্গে দেশের বিদেশি মুদ্রা আয়ের অন্যতম উৎস। কিন্তু সেই শিল্পই আজ বিভিন্ন কারণে সংকটের মুখে।

এর প্রথম এবং প্রধান কারণ নেপাল থেকে প্রতিদিন চোরা পথে কাঁচা চা পাতা শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়িসহ সংলগ্ন এলাকার চা–প্রসেসিং কারখানাগুলোতে বাঁধাহীন ভাবে ঢুকছে। চা–পর্ষদ সব কিছু জেনেও উদাসীন। এই অভিযোগ এখানে সর্বস্তরের মানুষের, বিশেষ করে যাঁরা চা–শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে। নেপালের এই চা নিয়ম মেনে চাষ হয় না। এই নিম্নমানের চা উত্তরবঙ্গের ভালো মানের চা–পাতার সঙ্গে মিশিয়ে প্রসেসিং হচ্ছে এবং বাজারে চলে যাচ্ছে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই চায়ের বাজারে উত্তরবঙ্গের চায়ের যে গুণমান ও সুনাম তাতে আঘাত হানছে।

দ্বিতীয় সমস্যা বা অভিযোগও অত্যন্ত মারাত্মক, চা–গাছে বাড়তি ফলনের জন্য ক্ষতিকারক রাসায়নিক ব্যবহার হচ্ছে। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ফোরাম অভ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনে'র চেয়ারম্যান রজত রাইকারজীর মন্তব্য, 'এই সব বন্ধ করতে ভারতীয় চা পর্ষদের অবিলম্বে কড়া নজরদারি প্রয়োজন।'

উত্তরবঙ্গে ৫০ হাজারেরও বেশি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চা–চাষি রয়েছেন। গত বছর আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনার জেরে সমগ্র উত্তরবঙ্গের চায়ের উৎপাদন ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বিশ্বের বাজারে এখানকার ফার্স্ট ফ্লাশের চা সবচেয়ে বেশি দাম পায়। তীব্র রোদ আর গরমে চা গাছের পাতা ঝলসে যাওয়ায় এইবার এই চায়ের উৎপাদন সেইভাবে করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সব মিলিয়ে চলতি বছরে পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে চায়ের উৎপাদন অনেকটাই কম, বলা যায় লক্ষ্যমাত্রার থেকেও বেশ খানিকটা দূরে। এর জন্যও চাষিরা দুষছেন চা–পর্ষদের কর্তাদের। তাদের বক্তব্য, 'চায়ের ভালো ফলনের জন্য যতোদিন বাগানে চা–পাতা থাকার কথা, পর্ষদ তার এক পক্ষ কাল আগেই পাতা তোলার কাজ শুরু করার হুলিয়া জারি করে। এর পেছনে পর্ষদের কোনও অভিসন্ধি থাকতে পারে বলে, তাঁরা মনে করেন।' 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অভ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনে'র ব্যানারে ক্ষুদ্র চা–চাষীদের ভারতীয় চা–পর্ষদের স্থানীয় আধিকারিক ডেপুটি ডিরেক্টরকে স্মারকলিপি দিয়েছেন। ডেপুটি ডিরেক্টর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন।'

চরম হতাশায় বাংলার শিক্ষিত সমাজ

প্রথম পাতার পর

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছেলে পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে ২০১৮ সালে ভর্তির হার ছিল ৮৭.৪ শতাংশ। ২০২২ সালে তা বেড়ে হয় ৯১.৭ শতাংশ। তবে, ২০২৪ সালে তা আবার কমে হয়েছে ৮৬.৪ শতাংশ। মেয়েদের ক্ষেত্রে ২০১৮ সালে ভর্তি হয়েছিল ৮৮.৭শতাংশ। ২০২২ সালে তা বেড়ে হয় ৯৩.১ শতাংশ। কিন্তু ২০২৪–এ ভর্তি হয়েছে ৮৯.৪ শতাংশ। এখনও যারা পড়াশোনার প্রতি ভরসা রেখেছেন তাদের কাছে আজ ভবিষ্যৎ নিয়ে উত্তর দেওয়ার মতো ভাষা নেই।

অর্থাৎ বাঙালির শিক্ষার মান প্রায় শেষের পথে। যেসব বাবা–মায়েদের কিছু পয়সা কড়ি আছে তারা ইংরিজি মাধ্যমে পড়িয়ে ছেলে মেয়েদের বাইরে পাঠানোর স্বপ্ন দেখছেন। প্রথম থেকেই তাঁরা শিখিয়ে দিচ্ছেন এরাজ্যে নয় বাবা, এমনভাবে পড়াশোনা কর যাতে বাইরে চলে যেতে পারিস। তাই প্রতিদিন মেধা শূন্য হচ্ছে বাংলার গ্রাম থেকে শহর। যারা এই শিল্পহীন বাংলায় পড়াশোনা ছেড়ে হাতের কাজটুকুও শিখেছে, তারাও পাড়ি দিচ্ছে বাংলার বাইরে। আবার যারা একটু উচ্চশিক্ষিত হচ্ছে তারাও পাড়ি দিচ্ছে রাজ্যের ওপারে। যারা পড়ে থাকল তাদের জন্য রয়েছে দুর্নীতি আর স্বজনপোষণের ফাঁদ। একবার যদি তাতে জড়িয়েছো, তাহলে ধনে প্রাণে শেষ হতে বেশি সময় লাগবে না।

আসলে শিক্ষা সততার চাবিটাই হারিয়ে ফেলেছে বাংলা। অনেকটা সেই একগুচ্ছ চাবির মতো। জন্ম শতবর্ষে সলিল স্মরণ চলছে। তিনি লিখেছিলেন, 'কিন্তু যেখানেই যাই/সামনে দেখি প্রকাণ্ড এক দরজা/ আর তাতে ঝুলছে/ প্রকাণ্ড এক তালা/ পকেট থেকে চাবির গুচ্ছ বের করি/ এ চাবি সে চাবি/ ঘোরাই ফেরাই লাগে না খোলে না।' এরপর লিখেছেন 'আসল কথা কি জানিস? / এসব চাবি হোল/ সততার সত্যের যুক্তির নিষ্ঠার/ আজকাল আর ঐ চাবি দিয়ে/ এসব দরজাগুলো খোলে না…'। যদিও তিনি মনোবল হারাননি। শেষে লিখেছেন, 'তবুও তুই ফেলে দিস না/তুইও যখন চলে যাবি/ তোর সন্তানদের হাতে দিয়ে যাস/ ওইসব চাবির গুচ্ছ/ হয়তো তাদের হাতে/ হয়তো কেন নিশ্চয়ই তাদের হাতে একদিন/ ঐ সব সততার সত্যের যুক্তির নিষ্ঠার চাবি দিয়ে জীবনের বন্ধ দরজাগুলো/ খুলে যাবে– খুলে যাবেই…।'

কালজয়ী এই বাঙালি ভরসা দিয়েছেন বটে, কিন্তু সত্যি কি কোনওদিন সততার এই চাবি দিয়ে খুলবে প্রকাণ্ড সেই তালা। জানা নেই। তবুও মনোবল হারালে তো চলবে না। সলিলের এই বিশ্বাস নিয়েই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে বাঙালিকে।

কোটালে নদী বাঁধে ভাঙন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : অমাবস্যার কোটালের জেরে বিপদজনক অবস্থায় সুন্দরবনের নদী বাঁধের অবস্থা। জোয়ারের ঢেউয়ে ৩০ মার্চ দুপুর থেকে পাথরপ্রতিমার দূর্বাচটি গ্রামপঞ্চায়েতের কামদেবনগর এলাকার গোবদিয়া নদীর বাঁধে একটি স্লুইস গেটের পাশে ফাটল দেখা দেয়। সেই ফাটল থেকে হু হু করে নোনা জল ঢুকতে শুরু করে পাশের লোকালয়ে। এলাকার বাসিন্দারা তড়িঘড়ি বাঁধ সারাতে হাত লাগায়। কিন্তু তার আগেই নদীর নোনা জলে প্লাবিত হয়েছে প্রায় ৫০ বিঘা কৃষিজমি ও বেশ কয়েকটি পুকুর।

জমি ও পুকুরে নোনা জল ঢোকায় ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন এলাকার কৃষক ও মাছচাষিরা। রবিবারের পর ২দিন জোয়ারের সময় জলস্ফীতি হয়। বর্ষার আগে বাঁধ মেরামত না হলে পুরো এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। ইতিমধ্যে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বাঁধ মেরামতির জন্য সেচ দপ্তরের নজরে এনেছে বিষয়টি। তবে ওই এলাকার আরও একটি মাটির বাঁধ বেশ নিচু। ফলে সেই বাঁধ উপচে জল ঢোকার আশঙ্কাও থাকছে। পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা মঙ্গলবার বলেন, 'ওই এলাকার স্লুইস গেটের পাশ থেকে বাঁধে ফাটল ধরেছে। তড়িঘড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা বাঁধ মেরামত করেছে। সেচ দপ্তরকে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের জন্য বলা হয়েছে।তবে গ্রামবাসীরা ভয়ে দিন কাটাচ্ছে।'

টয় ট্রেনের ধাক্কায় ছাত্রীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কার্শিয়াং : টয়ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রীর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় কার্শিয়াং–এ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই স্কুল ছাত্রীর নাম রোশনী রাই (১৫)। সে কার্শিয়াংয়ের মকাইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। সে একটি বেসরকারি স্কুলের ছাত্রী। দুর্ঘটনায় আহত তার দিদি প্রতীক্ষা রাই বয়স ১৯ বছর।

প্রসঙ্গত, ৩১ মার্চ সকালে দিদির সঙ্গে ওষুধ কিনতে বাড়ি থেকে বের হয় রোশনী। কার্শিয়াংয়ে বাজারের কাছে লাইন পার হওয়ার সময় টয়ট্রেনটি পিছন থেকে ধাক্কা মারে। এরপর ঘটনাস্থল থেকে আহত দুইজনকে উদ্ধার করা হয়। তাদেরকে উদ্ধার করার পর স্থানীয়রা ট্র্যাফিক পুলিশ প্রথমে কার্শিয়াং সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসার পরে প্রতীক্ষাকে ছেড়ে দিলেও রোশনীর অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকার কারণে তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর তার পরিবারের তরফে তাকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে পরবর্তীতে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় রোশনীর।

ভুগছে বীরভূম

প্রথম পাতার পর

মুরারই ১নং বিডিওকে বারবার আবেদন নিবেদন করা হলেও কোন সমাধান হয়নি। রিগবোরগুলি ব্যবহার না করার ফলে সব অকেজো হয়ে রয়েছে। পঞ্চায়েত থেকেও মেরামত করার কোন উদ্যোগ নেই। একই ঘটনা রামপুরহাট ১নং ব্লকের খরুন গ্রামপঞ্চায়েত সহ জেলার একাধিক এলাকায়। এই বিষয়ে বীরভূম জেলা জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের আধিকারিককে বারবার ফোন করেও তার প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। ফোন ধরেননি পিএইচই নলহাটি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার।

বাজি উদ্ধার

প্রথম পাতার পর

পুটখালী এলাকাতেও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে সেই সঙ্গে মৃত্যুর ঘটনারও নজির আছে। বজবজ থানা এলাকার একটি এলাকায় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল বাজিহাব তৈরি করে সেখানকার বাজি শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রীন বাজি তৈরি করার কৌশল শেখানো হবে, যদিও সেই বাজিহাব এখনো তৈরি হয়ে ওঠেনি। সাধারণ মানুষদের দাবি পুলিশ প্রশাসন সারাবছর ধরে যদি নজরদারি চালায় বিভিন্ন এলাকায় তাহলে অবৈধ বাজি এভাবে তৈরি হত না। যারা বাজি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন তারাও জানাচ্ছেন যে, জীবিকার তাগিদেই তাদের এই বাজি তৈরি করতে হয়। সকলেই শব্দবাজি তৈরি করে না। সরকারের উচিত আমাদের কে গ্রীন বাজী তৈরির ভালো করে প্রশিক্ষণ দিয়ে সচেতন করে বৈধ অনুমতি বা লাইসেন্স দেওয়া হোক। এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় থানা প্রশাসনকেও সজাগ থাকতে হবে। শুধুমাত্র কোন ঘটনা ঘটে গেলে নজরদারি করলে হবে না। সারাবছর সারা মাস ধরে বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি চালাতে হবে। তবেই আগামীদিনে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমবে না হলে আবার সব পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে।

দুর্ভোগ

প্রথম পাতার পর

বাইক–সাইকেল গুলোকে এমন ভাবে রাখা হয় লাইনের পাশ দিয়ে মানুষদের যাতায়াত করতে ভীষণ অসুবিধা হয়। চতুর্থ, আরেকটি সমস্যা হল যে লেভেল ক্রসিংটা এখানে আছে তা অত্যন্ত সংকীর্ণ। পর্যাপ্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও এই লেভেল ক্রসিংকে আরো প্রশস্ত করা হচ্ছে না। এর ফলে এখানেও যানজটের সমস্যা তৈরি হচ্ছে প্রতিদিন। বজবজ নাগরিক কমিটির পক্ষে সুশান্ত সাউ বলেন, 'অবিলম্বে রেল দপ্তরের উচিত নুঙ্গি স্টেশনে ৩ টি প্ল্যাটফর্মের মাথাতে সর্বত্র শেড তৈরি করা তারপরে বাথরুমের সমস্যা দূর করা।'

এই প্রসঙ্গে নুঙ্গি রেলস্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার সুশান্ত কুমার বিশ্বাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, 'দেখুন এই সমস্ত ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করতে পারবো না কারণ এগুলো রেল দপ্তরের উর্ধ্বতন আধিকারিকরা দেখেন। তবে এই সমস্ত বিষয়গুলো যেগুলো আপনি বলছেন সেগুলো অবশ্যই উর্ধ্বতন আধিকারিকদের জানিয়ে দেব।'

ধনিয়াখালিতে চাষের জমিতে দাঁড়িয়ে সৌরশক্তি ও সেচ প্রযুক্তির ২দিনের কৃষি শিক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদাতা, হুগলি: হুগলির ধনেখালিতে অনুষ্ঠিত হল দুদিনব্যাপী সৌরশক্তির মাধ্যমে সেচ প্রযুক্তির কর্মশালা ও সচেতনতা শিবির। তপশীল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক বিকাশ কেন্দ্রের হুগলির ধনিয়াখালির কার্যালয়ে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। বিনা বিদ্যুতে সৌরশক্তির মাধ্যমে কীভাবে ফসল উৎপাদন করে দ্বিগুণ উপার্জন করা যায়, তাই হাতেনাতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হল শিবিরে।

প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষকরা নিজের জমিতে কম খরচে প্রাকৃতিক চাষের (ন্যাচারাল ফার্মিং) মাধ্যমে কীভাবে ফসল উৎপাদন করবে তাই নিয়ে কাজ করছে ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রক। সেই লক্ষ্যপূরণে ভারত সরকারের স্কিল ডেভেলপমেন্ট (Skill Develop-ment) মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্কিল কাউন্সিল ফর গ্রিন জবস (SCGJ) এবং আর্নেস্ট এন্ড ইয়ং ইন্ডিয়ার (Ernst and Young India) এর সহযোগিতায় জিজেড ইন্ডিয়া (GIZ India) সমর্থিত টিসা (TISA) সমর্থনে রাজ্যস্তরে ১৭ ও ১৮ মার্চ দুই দিনের কর্মশালা (WORK-SHOP) অনুষ্ঠিত হল। এর মূল লক্ষ্য এগ্রি–ফোটোভোল্টাইক (Agri-Photovoltaic) সচেতনতা। অর্থাৎ কৃষিকাজে সৌরশক্তির মাধ্যমে সেচপ্রযুক্তির সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া। এই কর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলা থেকে কৃষক, কৃষি বিশেষজ্ঞ ও এফপিও–র (FPO) প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অন্যতম পরামর্শদাতা ও ন্যাক (NAC) বিশেষজ্ঞ ডঃ নরেন্দ্র কুমার। জিজেড ইন্ডিয়ার (GIZ India) বিশেষজ্ঞ বরুণ সিং। স্কিল কাউন্সিল ফর গ্রিন জবস (SCGJ) তরফে ডঃ সঞ্জয় দানাও। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার প্রাণপুরুষ ও সম্পাদক সৌমেন কোলে।

কর্মশালায় চাষের জমিতে দাঁড়িয়ে হাতে–কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া অংশগ্রহণকারীদের। এরপর সংস্থার অফিসে সংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংস্থার সম্পাদক সৌমেন কোলে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের রোজগার বাড়ানোর জন্য দেশ ব্যাপী বিজ্ঞান নির্ভর সৌর প্রযুক্তির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে চলেছে। তারই প্রথম ধাপে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবাংলার হুগলি জেলায় ধনিয়াখালিতে। হাতে কলমে সৌর প্রযুক্তির ব্যবহারে জল সেচ ও প্রাকৃতিক চাষের দ্বারা কম খরচে ফসল উৎপাদন করে অতিরিক্ত রোজগার বাড়ানোর পথনির্দেশ দেওয়া হল। এরপর ওড়িশা, ব্যাঙ্গালোর, অসম ও পঞ্জাবে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সংস্থার পরিচালনায় প্রশিক্ষণ শিবির ও সচেতনতা। বহুমুখী এই প্রকল্প কৃষকদের আর্থিক লাভ চারগুণ বাড়বে।

এমন সচেতনতা শিবির ও কর্মশালা সংস্থা ভবিষ্যতে স্বাধীনতার একশ বছরে ভারতে প্রাকৃতিক চাষ মানব জীবনের অস্তিত্বকে নিরাপদ করবে। শুধু প্রযুক্তি সচেতনতা ছাড়াও মানসিক সচেতনতা ইতিবাচক করার এক বৈপ্লবিক পথ প্রদর্শকের ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে তফসীল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কেন্দ্র সৌমেন কোলের নেতৃত্বে।

ফের ফর্মে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকায় যত্রতত্র একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগের ব্যবহার পুরোদমে ফিরেছে, যা পরিবেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। বাজারের বিক্রেতারা প্রশাসনের নাকের ডগায় বসে প্লাস্টিকের ব্যাগে জিনিসপত্র খোলা মনে বিক্রি করছেন।

উত্তর কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দের প্রশ্ন, প্লাস্টিক ব্যবহার করলে সেই ক্ষেত্রে জরিমানা পদ্ধতি কী এবং জরিমানার পরিমাণই বা কত? ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষে পাতলা প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহারের জন্য জরিমানা আদায়ের পরিমাণ কত? পরিবেশের স্বার্থে একবার ব্যবহৃত পাতলা প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করতে কেন লাগাতার প্রশাসনিক অভিযান হচ্ছে না?

উত্তরে মহানাগরিক বলেন, 'কলকাতা পৌরসংস্থার অধিকাংশ পৌরপ্রতিনিধি একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বর্জনের পক্ষে মিছিল করেছে। আমরা বিভিন্ন বাজারে গিয়ে গিয়ে ক্রেতাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি। বাজারে আসার সময় ব্যাগও নিয়ে আসার জন্য আদেশ–অনুরোধ করেছি। এখন 'পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ মাত্র ১০ টাকায় বড়ো মাপের কাপড়ের ব্যাগ বিক্রি করছে। বিক্রেতাদের বলেছি ক্রেতাদের অনুরোধ করবেন, বাড়ি থেকে বাজারের জন্য ব্যাগ আনতে।

জনপ্রতিনিধিদের এই প্রচেষ্টা কিছু কিছু বাজারে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু পৌরপ্রতিনিধিদের হাতে এক্সিকিউটিভ পাওয়ার নেই, পৌরপ্রতিনিধি নিজে ক্রেতাবিক্রেতাদের জরিমানা করতে পারে না, 'একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিক আটক করতে পারে না, কেবলমাত্র সচেতন করতে পারে। কিন্তু যেসব এক্সিকিউটিভ অফিসার আটক করতে পারে, তাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য। এই জন্যই পৌরপ্রতিনিধিরা চোখে দেখেও কিছু করতে পারছে না।

এবিষয়টি নিয়ে একাধিকবার বিধাননগরের 'পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে তলব করেছি। তারা প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ উৎপাদকদের ওপর দৃষ্টি রেখে সিসি ক্যামেরা লাগায়। সেখান থেকে ১২০ মাইক্রনের কমের 'একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিক উৎপাদন হচ্ছে জানা গেলেই সিইএসসির বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। পরিষ্কার উজ্জ্বল অক্ষরে ১২০ মাইক্রন লেখা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড থেকে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও এ রাজ্যে ছাপা কোম্পানির নামসহ মোটা প্লাস্টিকই আসল আর ছাপসা অস্পষ্ট অক্ষরে লেখাগুলিই নকল। ছাপা ১২০ মাইক্রন কিন্তু ওগুলি আসলে ১২০ মাইক্রন নয়। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে অবাধে প্রতিবেশী দেশ নেপাল ও ভূটান থেকে পাতলা প্লাস্টিক বড়বাজারের বাগরি মার্কেটে ঢুকছে। কলকাতা পুলিশকে বাগরি মার্কেটে অভিযান করতে বলেছি। রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে বাগরি মার্কেটের বিষয়ে বিশদে জানিয়েছি। বর্তমানে পাতলা প্লাস্টিকের একমাত্র উৎস বাগরি মার্কেট এবং তার আশেপাশের বাজারগুলি।' বাজারের মাছ সবজি ডিম বিক্রেতাদের জরিমানা করে কোনও লাভ হবে না। বাজারে যেসব পাতলা প্লাস্টিক ডিস্ট্রিবিউটররা আসে, তাদের ধরতে হবে। তাই উৎসটাকে ভঙ্গ করতে হবে। তবে একমাত্র 'রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ পাতলা প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতে পারে। পৌরপ্রতিনিধিরা কেবল অনুরোধ আদেশ সুপারিশ করতে পারে। তাই কলকাতা পুলিশকে আবার এবিষয়ে জানানোর জন্য পৌর মহাধ্যক্ষ ধবল জৈনকে নির্দেশ দেবো।'

বিদ্যালয়ে কুকুর নিয়ন্ত্রণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যালয়ের ছোটো–ছোটো ছাত্রছাত্রীদের যাতে কুকুরে না কামড়ায় সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থানীয় পৌরসভা ও বিদ্যালয়গুলিকে কিছু ব্যবস্থা নিতে বলেছে। মিড ডে মিলের সময় কুকুর যাতে বিদ্যালয় চত্বরে ঠুকতে না পারে এবং বিদ্যালয়ের আবর্জনা যাতে নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। এছাড়াও কুকুরদের বংশ বৃদ্ধি রুখতে স্থানীয় পৌরসভাগুলিকে ব্যবস্থা নিতে হবে বলে সর্বশিক্ষা মিশনের নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' শুধুই প্রহসন

প্রীতম দাস : 'সেফ ড্রাইফ সেভ লাইফ' নামে নিত্যদিন বাইক আরোহী থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক গাড়ি কাউকেই ছাড়ছে না প্রশাসন। প্রশ্ন হল ভারতের রাস্তায় গাড়ি চালানো সত্যিই কি 'সেফ'! সমীক্ষা বলছে ভারতের প্রতিদিন গড়ে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা ১২৬৪, শুধুমাত্র কলকাতা শহরে ২০২২ সালে এই সংখ্যাটি প্রায় ২০০। এর অন্যতম কারণ হল রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতি। কলকাতা শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ, গলি থেকে উড়ালপুল কোনো রাস্তাতেই গর্তের অভাব নেই। দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন ছোটো বড়ো রাস্তায় সর্বত্রই বেহাল অবস্থা। ভেঙে যাওয়া রাস্তায় দায়সারাভাবে প্রতি বছর তাপ্পি মারার ফলে রাস্তার মাঝে ম্যানহোলের ঢাকনা তুলনামূলকভাবে নীচে নেমে যাচ্ছে, কোথাও আবার ঢাকনাটাই নেই। দক্ষিণ কলকাতায় এক বাইক আরোহী জানান, 'বছর বছর রোড ট্যাক্স নিয়ে সরকার আমাদের জীবনের সঙ্গে খেলা করছে। কলকাতার রাস্তার যা অবস্থা তাতে বাড়ি থেকে বেরোনো দায়। তিনি আরো

জানান, চারচাকা গাড়ির পেছনে যখন কোনও দু'চাকা গাড়ি যায় তখন হঠাৎ করে রাস্তার মাঝের বড় গর্ত তার কাছে 'জলে কুমির ডাঙায় বাঘের' মতো অবস্থা হয়ে পড়ে, যেতে যেতে হঠাৎ করে ব্রেক দিলে পেছন থেকে অন্য গাড়ি মেরে দেওয়ার সম্ভাবনা আর যদি এগিয়ে যায় তবে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। শুধু তাই নয় বারংবার গর্তে গাড়ি পড়ে যাওয়ার কারণে গাড়িরও ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। অথচ রাস্তায় সামান্য অনিয়ম করলেই পুলিশের দাপটে ফাইনের মাশুল গুনতে হচ্ছে আমাদের।'

কলকাতা শহরের সবথেকে বড় উড়ালপুল 'মা'। এই উড়ালপুল কলকাতা শহরের বিভিন্ন ব্যস্ততম রাস্তাগুলির গাড়ির চাপ কমিয়ে যানজট নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু বর্তমানে রক্ষাণাবেক্ষণের অভাব চোখে পড়লো এখানেও। সবথেকে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে দু'চাকার চালকদের। সবথেকে বড় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে বিভিন্ন ডেলিভারি বয়গুলির। বর্তমানে ডেলিভারি অ্যাপগুলি ১০–২০ মিনিটে জিনিস ডেলিভেরি করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এইসব চালকদের জীবন সঙ্কটে ফেলছে। কলকাতার রাস্তায় দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে সময়ের মধ্যে তাদের ডেলিভেরি না দিলে পয়সা কাটা যাবে সেই ভয়ে রাস্তার মাঝের গর্ত দেখার মত সময়ও তারা পায় না। দক্ষিণ কলকাতার পিজি হাসপাতাল থেকে যেই রাস্তাটি পূর্ব কলকাতার বাইপাস অঞ্চলকে যুক্ত করছে সেখানে দেখা যাচ্ছে উড়ালপুলের মাঝে একটি রাস্তা পার্কসার্কাসের সেভেন পয়েন্টের দিকে নেমে যাচ্ছে ও কিছুটা গিয়ে আর একটি রাস্তা পার্কসার্কাস থেকে উঠছে তার মাঝে ব্রীজের উপর নতুন প্যাচওয়ার্ক করা হয়েছিল কয়েক মাস আগে তবে বেশ কয়েকদিন যেতে না যেতেই রাস্তার উপরে চাঙর উঠে আসছে। পূর্ব কলকাতার ৫ তারা হোটেলের সামনে যেখানে এই উড়ালপুলটি বাইপাসের সাথে যুক্ত হচ্ছে সেখানেই রাস্তার মাঝের কয়েকটি বড় গর্ত বাধ্য করছে সেই জায়গাটিকে এড়িয়ে চলতে যেখানে দুর্ঘটনা আশঙ্কা প্রবল। এমনই প্রচুর নিদর্শন গোটা কলকাতা জুড়ে পাওয়া যায়। পুলিশ প্রশাসন বিভিন্ন জায়গায় পথ নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি চালালেও কলকাতার রাস্তার অবস্থা ঠিক না হলে কখনই পথ দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব হবে না। নয়তো সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি অযথা অর্থব্যয় ছাড়া কিছুই নয়।

বেহালায় মেট্রোর যাত্রী বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালায় মেট্রোরেলের যাত্রী সংখ্যা বাড়ছে। কলকাতার উত্তর–দক্ষিণ বরাবর কবি সুভাষ–দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে ব্লু লাইনে মেট্রোর যাত্রী যেমন বাড়ছে। ঠিক সেভাবেই বেহালাতেও জোকা–মাঝেরহাট পার্পল লাইনেও মেট্রোরেল যাত্রী গত অর্থবর্ষে বেড়েছে ৩১.৩৪ শতাংশ। গত অর্থবর্ষে এই লাইনে ১লক্ষ ৭৬হাজারের বেশি যাত্রী যাতায়াত করেছে। বর্তমানে এই রুটে ৫০ মিনিট অন্তর একটি মেট্রো চলে। আগামী কয়েক বছরে কাজ চলতে থাকা মাঝেরহাট–এসপ্ল্যানেড অংশে যাত্রী পরিষেবা শুরু হলে এই পার্পল লাইনের চিত্রটাই বদলে যাবে। এদিকে বিপরীতে মেট্রোরেলে যাত্রী যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঠিক সেভাবেই মেট্রোরেলের প্রায় সব স্টেশনে টিকিট কাউন্টারের সংখ্যা কমতে কমতে স্টেশন প্রতি একটায় এসে দাঁড়িয়েছে। যেখানে বেশি যাত্রী যাতায়াত করে, সেখানে বড়জোর দুটি কাউন্টার খোলা থাকছে। ফলে টিকিট কাটার লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে প্রায়দিনই যাত্রীদের একাধিক ট্রেন মিস হচ্ছে। কালীঘাট, এসপ্ল্যানেড, দমদমের মতো বড়ো স্টেশনে যেখানে কমপক্ষে ৫ থেকে ৬টি কাউন্টার খোলা থাকতো, সেখানেও এখন দিনের বেশিরভাগ সময় দুটি কাউন্টার খোলা থাকে। ফলে ৫০ শতাংশ নিত্য মেট্রো যাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

কলকাতায় ছোটো জমিতে বাড়ি নির্মাণের বিজ্ঞপ্তি জারি

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থা ছোটো জমি– ৩০–৪৫ বর্গমিটার বা ৪৫–১২৫ বর্গমিটার বা ১২৫–১৬০ বর্গমিটার বা ১৬০–২১০ বর্গমিটার জমিতে ১০ মিটার উচ্চতার বাড়ি নির্মাণ এবং বস্তি এলাকার উন্নয়নে নির্দেশাবলি জারি করেছে। উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশ্ন এই উন্নয়নের জন্য পৌরবাসীরা কাদের সঙ্গে দেখা করবে? এটা কীভাবে কার্যকরী হবে। কোনও হেল্প ডেস্ক বা কোনও দপ্তর কী এই বিষয়ে উত্তর দেবে।

উত্তরে মহানাগরিক বলেন, 'এই বিষয়টি অনেকদিন ধরে আটকে ছিল কলকাতায় ছোটো জমির মালিকদের জন্য দু'কাঠা, এককাঠা, হাফ কাঠা প্লটের ক্ষেত্রে বর্তমানে একটা 'বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এবং সেটি বরো'র বিল্ডিং দপ্তরকেও দেওয়া হয়েছে। সামনে–পিছনে ১ ফুট করে ছাড়তে হবে। পৌরপ্রতিনিধিরাছোটো জমির মালিকদের বেআইনি নির্মাণের পরিবর্তে অনুপ্রাণিত করে আইনি নির্মাণ করান। বরো'র বিল্ডিং দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে জমা করতে হবে। অনলাইনে 'ইজ অভ ডুয়িং বিজনেসে(ইওডিবি)' প্ল্যান জমা করতে হবে। আর প্ল্যান জমা করার পর অনুমোদন না পেলে সরাসরি আমাকেই জানাবেন। কারণ ৩ কাঠা না তার কম মাপের জমিতে বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে প্ল্যান ইওডিবিতে জমা করার পর কনস্ট্রাকশন চালু করে প্রিন্ট লেভেল হওয়ার পর বিল্ডিং দপ্তরকে জানাতে হবে। তখন বিল্ডিং দপ্তর ক্ষতিয়ে করে দেখে নেবে যে ঠিকঠাক হচ্ছে কী না।

কলকাতায় ছোটো জমিতে বাড়ি নির্মাণ করতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তাই কম ছাড়ে বাড়ি নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থার অনুমোদিত প্রতিটি 'লাইসেন্সেড বিল্ডিং সার্ভেয়ারের(এলবিএস) কাছে বিজ্ঞপ্তি পৌঁছে গিয়েছে। বস্তি এরিয়া, ঠিকা প্রপার্টি ও উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের জমিতে এই ছাড়টা দেওয়া হচ্ছে। এতে ছোটো–ছোটো প্লটে বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করা যাবে। বাড়িওয়ালাক নিজেই বাড়িটি তৈরি করবে। প্রোমোটার নয় ও প্ল্যান অনুমোদনের ফিজটাও অনেকটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণত যা লাগে তার ৩ ভাগের ১ ভাগ করা হয়েছে। আর কলোনি এলাকার মধ্যে কোনও বাড়ির ঠিকানার শুরুতে 'এইচ অক্ষরটি যদি না থাকে, তবে ইন্সপেকশন করে দেখা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলোনি এলাকায় কোনও বাড়ির ঠিকানা শুরুতে যদি 'এইচ অক্ষরটি থাকে, তবে বুঝতে হবে ওই জমিটি ঠিকা না হাট প্রপার্টি। তবে এই জমিতে একমাত্র রেসিডেনশ্যাল বিল্ডিংই তৈরি হবে। কমার্শিয়াল নয়।'

বার্তা

প্রদর্শনী : লেক মলে চিত্রশিল্পী ময়ূরী দাসের একক চিত্র প্রদর্শনীতে দর্শক সমাগম ছবি : প্রীতম দাস

রঙ তুলিতে : বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা চলছে দক্ষিণ কলকাতা সেবক সমিতিতে। নিজস্ব চিত্র

সৈকত সুন্দর : পুরীর আদলে দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের আগে সেজে উঠছে দীঘার সমুদ্র সৈকত। ছবি : অভিজিৎ কর

মাতৃবন্দনা : বড়িশা যুগযাত্রী ক্লাবের ২৯তম বাসন্তী পুজো। ছবি : শ্যামল দাস

জানা-অজানা সফরে

ক্ষেত্রপালের মেলা

সুখেন্দু হীরা

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকুই বা আমরা জানি। দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী– মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি, সিন্ধু, মরু, কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু রয়ে গেল অগোচরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কথাটা এক রবিবার সকালে মর্মে মর্মে অনুধাবন করলাম।

সকাল সাড়ে আটটায় যখন বারান্দায় পিঠে রোদ ঠেকিয়ে পেপার পড়ছি, এমন সময় পূর্ণিমা বৌদির ফোন। হীরাদা, ভোর থেকে লোক বাঁকে করে জল নিয়ে যাচ্ছে। কাঁধে করে নানা ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছে। বলছে আন্দুল ক্ষেত্রপাল তলায় যাচ্ছে।

ও... ক্ষেত্রপাল, তিনিতো লৌকিক দেবতা, অনেকে শিবের অংশ বা শিবের অনুচর বলেন। রাঢ় বঙ্গের অনেক জায়গায়, উত্তরবঙ্গে দু–একটি জেলায় ক্ষেত্রপালের পূজা হয়। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' তে আছে ক্ষেত্রপাল প্রধানত দিক রক্ষক দেবতা। কোথাও ব্যঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে মিশে গেছেন। কোনও নির্দিষ্ট রূপ নেই। কোথাও কোথাও কাঁসার ঘট বা কলসী, একটি খালা ও বংশদণ্ডর সমন্বয় প্রতীক সৃষ্টি করা হয়। কোথাও মাটির কলসীর ওপর বা পাশে একটি থালা স্থাপন করে ক্ষেত্রপাল দেবতা রূপে পূজা করা হয়। তবে দোল পূর্ণিমার ও চৈত্র সংক্রান্তির দিন ক্ষেত্রপালের পূজার প্রশস্ত দিন। নানা মনোকামনা পূর্ণ হলে ক্ষেত্রফলের পূজা করেন জনসাধারণ।

মোটামুটি সময় মিলে যাচ্ছে। ডঃ মোহনলাল মণ্ডলের হাওড়ার লৌকিক দেবদেবী বইটা খুলে বসলাম। সেখানে দেখলাম মাশিলায় একটা ক্ষেত্রপালের উল্লেখ আছে; কিন্তু সেখানে মেলার উল্লেখ নেই। এই ঠাকুরের ভক্তদের আজ রাস্তায় দেখা গেছে কিনা নিশ্চিত করতে সাঁকরাইল থানায় ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করলাম। তিনি জানালেন, মাশিলার বাবা ক্ষেত্রপাল হচ্ছেন ক্ষেত্রপাল তলার ক্ষেত্রপাল। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে উৎসব, কাল পর্যন্ত চলবে। মেলাও বসেছে। মেলা শুনেই মনটা নেচে উঠল। একটা লৌকিক দেবতার পূজা উপলক্ষে চার দিনের বেশি মেলা, এটাও আমাকে আগ্রাহান্বিত করে তুলল।

আমি আর একটা কারণে ক্ষেত্রফলের মেলা নিয়ে আগ্রহী হলাম। কদিন ধরে পুরাণ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম। স্কন্দপুরাণের মহেশ্বর খণ্ডে ক্ষেত্রপালের কথা পেলাম। স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডেও ক্ষেত্রদেবীর কথা পড়লাম। তার মধ্যে আজ সকালে ক্ষেত্রপালের মেলার খবর। এ এক অদ্ভুত সমাপতন না বিশেষ যোগ কী বলব?

পুরাণমতে কালিকা চিৎকার করে অনুচর সহ দারুককে নিহত করলেন। চিৎকারের শব্দে তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর চিৎকার থামল না। তখন শিব বালক রূপ ধারণ করে রোদন করতে করতে কালিকার

কাছে উপস্থিত হলেন। কালিকা স্নেহ পরবেশ হয়ে বালককে কোলে তুলে, নিজের স্তন পান করাতে লাগলেন। কালিকার চিৎকার থেমে গেল। শিব বালক রূপ পরিহার করতে গেলে দেবতারা বললেন, মহাদেব আপনি বালকত্ব ত্যাগ করবেন না। তখন শিব মুখ থেকে চৌষট্টিজন বালক সৃষ্টি করলেন। তাদের মহেশ্বর বললেন, তোমরা ক্ষেত্রের পালক হবে। ২৫ জন স্বর্গে, ২৫ জন পাতালে আর ১৪ জন মর্ত্যে থাকবে। সকলেই শ্মশানে বাস করবে। কুকুর তোমাদের বাহন হবে। তোমাদের অর্চনা না করে পূজা করলে, সেই পূজা বিফলে যাবে। এখানে ১৪ জন ক্ষেত্রপালের নাম আছে। স্কন্ধ পুরাণের ব্রহ্ম খণ্ডে ধর্মারন্যবাসীদের জন্য ব্রহ্মা–বিষ্ণু–মহেশ্বর গোত্ররক্ষিণী নানা শক্তি দেবতা স্থাপন করেছিলেন। এদের কাজ ক্ষেত্রপালের মতো হলেও মূলত শক্তি দেবী। দশ দিকের দশজন ক্ষেত্র দেবী আছে। এখানেও ১০ জন ক্ষেত্রদেবীর নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন লৌকিক দেবীরা পৌরাণিক অধিগ্রহণের ফলে শক্তি দেবীতে পরিণত হয়েছেন। এটা তার উদাহরণ।

যাই হোক, যেহেতু রবিবার, বাড়িতেই গড়িমসি। তাই ভাবলাম বৈকালিক সময়টা বাবা ক্ষেত্রপালের কাছে কাটিয়ে আসি। দীনেশদা ও পূর্ণিমা বৌদি সঙ্গী হলেন। আন্দুল রোড ধরে পৌঁছালাম আলমপুর, জাতীয় সড়ক মুম্বাই রোডের ধারে। সেখান থেকে বাম দিকে সরু রাস্তা বেয়ে কিছুদুর গিয়ে ডাইনে ততোধিক সরু গলি দিয়ে, তারপর আবার বামে অল্প দূর গিয়ে শ্রীশ্রী বাবা ক্ষেত্রপাল আশ্রম।

বাবা ক্ষেত্রপালের নামে ক্ষেত্রপালতলা। আলমপুর থেকে সাকুল্যে দেড় কিলোমিটার থেকে সামান্য বেশি। চাইলে হেঁটে আসা যায়। তবে টোটো বলছে প্রচুর। ক্ষেত্রপাল থান থেকে হাওড়া–খড়্গপুর শাখার সাঁকরাইল স্টেশন দেখা যায়। অনেকে স্টেশন থেকে জমির আল ধরে হেঁটে আসছে। সবুজ ধান খেতের মধ্যে মানব পিপীলিকার সারি মন উদাস করে দিল।

আমরা বাঁশবন পেরিয়ে ক্ষেত্রপাল পুকুরের সামনে হাজির হলাম, পুকুরের ধারে নানা মাটির বিগ্রহ রাখা, সপরিবারে একচালায় দুর্গা, অর্ধনারীশ্বর শিব সহ অন্যান্য মূর্তি। জলে বেহুলা–লখিন্দরের ভেলা। সবই বাবা ক্ষেত্রপালের নামে মানত করে লোকে বয়ে এনেছে।

পাশের মাঠে সার দিয়ে অসংখ্য বিগ্রহ; তার মধ্যে নানারূপে শিবই বেশি। নানা মডেলও ভক্তরা বয়ে নিয়ে এসেছে। সবই তারকেশ্বরের জল ঢালতে যাওয়া চলের অনুকরণে করা। শুধু বাঁকে বা শিকে করে জল নয়; সঙ্গে নানা মডেল, মূর্তি যেগুলো সম্প্রতি চালু হয়েছে, তারই অনুকরণ এটা। এখানেও জল ঢালা প্রথা চালু হয়েছে ২৮ বছর আগে। সাধারণত হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট থেকে জল তুলে আনে ভক্তরা। তারপর আন্দুল রোড ধরে আসে। জল বয়ে আনা ভক্তরা সাধারণত মাসিলার কাছাকাছি এলাকার।

মাঠের বিগ্রহ গুলোর সামনে ছবি তোলা, সেলফি তোলা, সবই চলছে। আমরা ক্ষেত্রপাল থানের দিকে এগিয়ে চললাম। প্রথমেই ডান দিকে পড়ল বাবা ক্ষেত্রপালের আশ্রম; পাকা বিল্ডিং। তার ঠিক উল্টোদিকে বকুল গাছ তলায় বাবা ক্ষেত্রপালের থান। ফুলের মেলায় আজ ঢাকা পড়ে গেছে, কোনও মতে ফুল সরিয়ে সামান্য দর্শনপ্রাপ্তি হল। তাও শুধু রূপোর মুকুটটা দেখতে পেলাম। বিগ্রহ বলতে ঘট আছে। ভক্তরা জল এনে বকুল গাছের গোড়ায় ঢালে। একটা গোল চোঙা করা আছে। ভক্তরা সেখানে জল ঢালে।

শনিবারের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ কলকাতার সেন বাড়িতে ২২ মার্চ সন্ধ্যায় দূরদর্শনের পঙ্কজ সাহা ও তাঁর স্ত্রী শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্তের আহবানে বসেছিল শনিবারের বৈঠক। আড়াই ঘন্টাব্যাপী এই অনুষ্ঠানটি ছিল বসন্ত উৎসবের। স্বাগত ভাষণ দিলেন পঙ্কজ সাহা। জনপ্রিয় অভিনেতা ড.শঙ্কর ঘোষ গানে ও কথায় পরিবেশন করলেন বসন্ত দিনের গান। তার গাওয়া 'খ্যাপা ছেড়ে দিলে সোনার গৌর' গানটির সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করলেন ৮৭ বছর বয়সী কৃষ্ণা সেন। এছাড়াও নৃত্য পরিবেশন করলেন শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত ও রাজ্যশ্রী মুখোপাধ্যায়। গানে ও কবিতায় অংশ নিলেন ডাঃ শঙ্কর নাথ, ডাঃ কাজল কৃষ্ণ বনিক, ডাঃ সুকন্যা বনিক, ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস, সৌমজিৎ মুখোপাধ্যায়, অর্পিতা ভট্টাচার্য, রূপ অরূপের সদস্যবৃন্দ ও মন মোহনা, অনন্য সৃষ্টি ধারার সদস্যবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা সুষ্ঠু মতো করলেন রাজ্যশ্রী মুখোপাধ্যায়।

জাতীয় পুতুল নাট্য উৎসব

পাপড়ি সরদার

নতুন দিল্লির ভারতীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জীবনমণ্ডল হাটের প্রাচীন ডাঙের পুতুল নাচের দল সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থার পরিচালনায় ৩দিন ব্যাপী জাতীয় পুতুল নাট্য উৎসব আয়োজিত হয়ে গেল মহা ধুমধাম করে। জয়নগরের রূপ ও অরূপ মঞ্চে গত ২৮ মার্চ বিকাল ৪টায় এই উৎসবের সূচনা করেন বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র। উপস্থিত ছিলেন জাদুকরপত্নী জয়শ্রী সরকার, বিশিষ্ট অভিনেত্রী মুমতাজ সরকার, সাম্প্রতিক সময়ে যার অভিনীত 'পুতুল' চলচ্চিত্র বিদেশের মাটিতে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে। একই মঞ্চে হাজির ছিলেন বিশিষ্ট পুতুল সংগ্রাহক ও সংরক্ষক উজ্জ্বল সরদার, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের জেলা সম্পাদক শিশির হালদার প্রমুখ। এদিন গুণীজনের হাত দিয়ে সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থার বার্ষিক স্মারক পত্রিকা ও প্রকাশিত হয়। পুতুল নাচ শিল্পী রাজ্যশ্রী মণ্ডল ও দেবাশিস মণ্ডলের পুতুল নাচ ছিল দেখার মতো। এদিনের অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত পুতুল নাচ শিল্পী মিথিলেশ দুবের পুতুল নাটক ছিল আকর্ষণীয়। এছাড়াও সুভাষগ্রাম আর্ট থিয়েটারের পুতুল নাটক 'একটি বাঘের গপ্পো' ও সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থা অভিনীত 'সীতার পাতাল প্রবেশ' মঞ্চস্থ হয় সফলভাবে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন কনিষ্ঠ শিল্পী তানিষ্কা সরদারের গ্লাভস পাপেট, সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থার বুনরাকু পুতুল নৃত্য, 'অরণ্য রোদন', সুভাষগ্রাম পাপেট থিয়েটারের 'দুই বিঘা জমি' এসকল পুতুল নাটকও মঞ্চস্থ হয়। এদিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল নদিয়া জেলার বিখ্যাত তারের পুতুল নাচ শিল্পী 'শ্রীমা পুতুল নাট্য সমাজ'–এর তারের পুতুল নাচ। উৎসবের শেষ দিন পরিবেশিত হয় রাহেল লিটিল থিয়েটারের ছোট্ট পুতুল খেলা 'জাতীয় ঐক্য', হুগলির সোনাল সিনহার পরিচালনায় চিনসুরা মাইম সার্কেল পরিবেশন করে মূকাভিনয় নাটক, শিল্পী শঙ্কর মুখার্জির পরিচালনায় দেখা যায় কথাবলা পুতুল, গাববেড়িয়া সুন্দরবন পাপেট থিয়েটারের প্রবীর সিনহার পরিচালনায় ছায়া পুতুলের প্রদর্শন ও এইদিনেই অনুষ্ঠিত হয়। এই শেষদিনের অনন্য আকর্ষণ ছিল ক্যানিং সুন্দরবন পাপেট থিয়েটারের পুতুল নাটক 'কাবুলিওয়ালা'। এসব অনুষ্ঠানের মাঝে পুতুল নাটকের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভার আয়োজন করেছিলেন সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থা। ৩দিনের অনুষ্ঠানে দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা নজর কেড়েছে।

বিশেষ করে স্থানীয় বেশ কিছু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এসব পুতুল নাচের অনুষ্ঠান বিশেষ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছেন। সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থার কর্ণধার নিরাপদ মণ্ডল একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, 'আমরা আমাদের পরিবারের চার প্রজন্ম ধরে এই ঐতিহ্যবাহী ডাঙের পুতুলনাচ শিল্প চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। দক্ষিণ ২৪ পরগণার এই লুপ্তপ্রায় লোকশিল্পকে আমরা আজও প্রযুক্তিগত আধুনিকতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি বলেই অনেকাংশেই চলতে পারছি। আমাদের দলে আমরা নিজেরাই পুতুল তৈরি করি, আধুনিক আলো ও শব্দের ব্যবহারে বিশেষ সচেষ্ট সবসময়ের জন্য। তবে আমাদের আর্থিক প্রতিবন্ধকতা থাকলেও ভারতীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের বিশেষ সহায়তায় আমরা প্রতিনিয়ত উৎসাহিত। আজ আমাদের দলের যা অবস্থা তাতে আমি না থাকলেও, আমার দল বেঁচে থাকবে, এটাই আনন্দের। ৩দিনের এই উৎসবের মাধ্যমে আমরা জনগণের মধ্যে লুপ্তপ্রায় পুতুলনাচ শিল্প সম্পর্কে ধারণা দেওয়া ও পরবর্তী প্রজন্মকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করি সবসময়, একাজে আমরা অনেকাংশেই সফল।' এই উৎসবে স্থানীয় জনগণের মধ্যে যে উদ্দীপনা নজরে এসেছে তা সত্যই ইতিবাচক। বংশ পরম্পরায় সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থা বাংলার ঐতিহ্য রক্ষায় যে কাজ করে চলেছেন তা শুধুই প্রশংসার নয়, কুর্নিশযোগ্যও।

সাবমেরিন ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাওয়ালি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বাওয়ালি কালিনগর সাবমেরিন ক্লাব গত ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত নানা বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ করল তাদের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। ২৬ মার্চ এই সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব। ওই দিন সন্ধ্যায় ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ম্যাজিক শো। ম্যাজিক পরিবেশন করেন প্রিয়ম গুহ। ৬ দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে অনেক গুণী মানুষকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। যেমন ডেকোরেটর শিল্পের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত অশোক কুমার মিত্রকে বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয়। ছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, অভিনব সংগীত প্রতিযোগিতা, এবং অভিনব নৃত্য প্রতিযোগিতা। ৩ দিনব্যাপী যাত্রা উৎসবেরও আয়োজন করা হয়েছিল। 'সিঁথির সিঁদুর বেদনা বিধুর', 'সাত টাকার সন্তান', নটী বিনোদিনী যাত্রা সকলকে মুগ্ধ করে। ছিল মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রদর্শনী। ক্লাবের ভূমিদাতা বেচুলাল রায়কে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এবছর 'বাওয়ালী শ্রী' সম্মান দেওয়া হয় শ্রীশ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন সহকারি প্রধান শিক্ষিকা মীরা জাটি দাসকে। উৎসব প্রাঙ্গনে আলিপুর বার্তা পত্রিকার একটি স্টলও ছিল। ৩০ মার্চ সাংস্কৃতিক মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন আলিপুর বার্তা পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ। সাবমেরিন ক্লাবের পক্ষ থেকে তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয়। জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শিখা রায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কালিনগর সাবমেরিন ক্লাবের সকল সদস্য সদস্যা এবং বিশেষ করে ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ডা. তরুণ কুমার রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সাবমেরিন ক্লাবের এই সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান দীর্ঘদিন মানুষ মনে রাখবে।।

'রবিবাসর'–এর মাসিক অধিবেশন

শ্রেয়সী ঘোষ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধিনায়কত্বে যে 'রবিবাসর'–এর পথ চলা শুরু হয়েছিল, সেই রবিবাসর ৯৬ বছরে। ২৩ মার্চ রবিবাসরের সদস্যা অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাসের বাড়িতে এবারের মাসিক অধিবেশনটি বসেছিল। তিনি সবাইকে গোলাপ ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা করেন ও উদ্বোধনী সঙ্গীত শোনান। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা গানের স্বর্ণযুগের স্মরণীয় গায়ক ও সুরকার দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। বেশ কিছু গানের টুকরো টুকরো অংশ ও বহু স্মৃতিকথা শুনিয়ে তিনি সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। সদস্যদের কবিতা পাঠ, গানের মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠান স্মরণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন দিব্যেন্দু রায়, পারমিতা রায়, ড. শেলী ভট্টাচার্য, কল্যাণী

সিনহা, ড. কৃষ্ণপদ দাস, ড. কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, দীপান্বিতা সেন, সুস্মিতা দাস, কৃতি দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. শঙ্কর ঘোষ অনুষ্ঠানের মূল্যায়ন করলেন এবং সেই সঙ্গে তিনি সলিল চৌধুরীর সুর করা ২টি গান পরিবেশন করলেন। তবলা সঙ্গতে ছিলেন বৈদ্যনাথ দত্ত। সঞ্চালনা করলেন রবিবাসরের সম্পাদক অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিবানীপুরে মুক্তকণ্ঠের বাৎসরিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৩০ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগণার শিবানীপুরে স্বামী বিবেকানন্দ মঞ্চে মুক্তকণ্ঠ পরিচালিত সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র সুরঅঞ্জলির আয়োজনে এক অনবদ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডঃ গোপাল মণ্ডল। তিনি সুস্থ সুন্দর জীবন গঠনে সঙ্গীতের সদর্থক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। আকাশবাণীর তবলা বাদক অরূপ নস্কর শিল্প সাধনার জন্য সংযত জীবন ও নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুর নির্দেশিত পথে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে চলার আবেদন করেন। বৃহত্তর মঞ্চে প্রবেশের প্রস্তুতি হিসাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন সঙ্গীত শিক্ষক রঞ্জন মণ্ডল। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মানস শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীণ সঙ্গীত শিল্পী কেশব চন্দ্র দাস, যোগ প্রশিক্ষক প্রবীর চাণক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পৌরোহিত্য করেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও সাংবাদিক তপনকান্তি মণ্ডল। রাগ ও ভজন পরিবেশনে শিল্পীরা নিজেদের প্রকাশ করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। মালকোষ রাগে অসাধারণ মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন কৃত্তিকা মণ্ডল। বাগেশ্রী রাগে রোহিনী বাগ, জৈনপুরী রাগে ব্রততী হালদার ও পূরবী রাগে অনন্যা হালদার নিজেদের উজাড় করে দেন। বৃন্দাবনী সারং পরিবেশন করেন রিম্পা মণ্ডল। কাফি রাগে সম্পূর্ণা কর্মকার, ভূপালি রাগে শুভাঙ্গী হালদার প্রমুখ শিক্ষার্থী শিল্পীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠান অনবদ্য হয়ে ওঠে। কবীরের ভজন পরিবেশন করেন ঐশানী কবিরাজ। এছাড়া রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি এবং অতুল প্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান পরিবেশন করেন অভিনন্দা দাস, উষশী চক্রবর্তী, সন্দীপন মণ্ডল, তিথি সরদার, সঙ্গভি সিকদার, অঙ্কনা সামন্ত, শ্রুতি পাইক প্রমুখ শিক্ষার্থী শিল্পীরা। সঙ্গতে ছিলেন চন্দন হালদার, লক্ষ্মণ কয়াল প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল ও শিশির পাইক।

সাহিত্য একাডেমিতে ক্ষুদিরাম স্মৃতি সঙ্গীত ও সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৩ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগণা গ্রামীণ পত্রপত্রিকা সমিতির কাকদ্বীপ, নামখানা ও সাগর শাখা আয়োজিত আঞ্চলিক সাহিত্য সম্মেলন ২০২৫ অনুষ্ঠিত হল গণেশনগর ক্ষুদিরাম স্মৃতি সঙ্গীত ও সাহিত্য একাডেমির সভাগৃহে। ব্যবস্থাপনায় 'অনন্যা শুক্তি' সাহিত্য পত্রিকা গোষ্ঠী। সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা গ্রামীণ পত্রপত্রিকা সমিতির আঞ্চলিক কমিটি তথা অনন্যা শুক্তির সভাপতি বিজয় কৃষ্ণ বেরা। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা গ্রামীণ পত্রপত্রিকা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সভাপতি সুকুমার মণ্ডল, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভাগ্যধর বারিক, গণেশনগর ক্ষুদিরাম স্মৃতি সঙ্গীত ও সাহিত্য একাডেমির সভাপতি এবং অনন্যা শুক্তির অন্যতম উপদেষ্টা শ্যামসুন্দর জানা। অশোক কুমার পাত্র, শ্রীমন্ত মণ্ডল, সুদামকৃষ্ণ মণ্ডল, আশিস কুমার ভুঁইয়া ও বিশিষ্টরা।

স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আলোচনায় অংশ নিলেন প্রায় ৬০ জন কবি ও সাহিত্যিক। তাঁদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন হলেন সুদামকৃষ্ণ মণ্ডল, অর্চনা ঘোষ, সুবিমল মাইতি, মালতী প্রামানিক, অপূর্ব কৃষ্ণ দাস, আশিস কুমার ভুঁইয়া, সত্যজিত সাঁতরা, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ পড়ুয়া, ভীমচন্দ্র ঘোষ, দত্তা রায়, সুমন দিন্ডা, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, অভিনন্দন মাইতি, অমলেন্দু বিকাশ দাস প্রমুখেরা।

উদ্বোধনি সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিশু শিল্পী সৌমিলি জানা ও শ্রীময়ী চক্রবর্ত্তি। স্বাগত ভাষণ রাখেন অনন্যা শুক্তির অন্যতম উপদেষ্টা তথা সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ বেরা। ধন্যবাদ জ্ঞাপক ভাষণ দেন শ্যামসুন্দর জানা। স্বরচিত কবিতা পাঠ ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা ছাড়াও প্রকাশিত হয় শ্যামসুন্দর জানার দ্বিতীয় স্বরচিত গল্প সংকলন 'দশ কথার গল্প' ও অশোক কুমার পাত্র মহাশয়ের দুইখানি কবিতার বই (আকিঞ্চন ও কুঁড়ির কাঁকন)। পরিশেষে সংস্থার সভাপতির ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সঞ্চালনায় ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা গ্রামীণ পত্রপত্রিকা সমিতির আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক তথা অনন্যা শুক্তির সম্পাদক সুব্রত সুন্দর জানা। সহযোগিতায় ছিলেন সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক মানস কুমার।

সিএসআর অ্যাওয়ার্ড পেলেন অর্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : রিক্রুটমেন্ট মন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা অর্ঘ্য সরকার যুব ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তার অবদানের জন্য ইমপ্যাক্ট বিয়ন্ড মেজার সিএসআর অ্যাওয়ার্ড পেলেন ২৫ মার্চ গোয়ার রাজভবনে আয়োজিত ইমপ্যাক্ট বিয়ন্ড মেজার তসিএসআর অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে গোয়া সরকারের সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর কর্তৃক তাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। উদ্বোধন করেন গোয়ার মাননীয় রাজ্যপাল পি.এস. ধরন পিল্লাই এবং সরকারকে সম্মানিত করেন। গোয়া সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সুভাষ ফলদেসাই।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৬ মার্চ শ্যামপুকুর স্ট্রীটে বীরেন্দ্র মঞ্চে 'উস্তাদ আমীর খান ও পন্ডিত শ্রীকান্ত বাকরে স্মৃতি সঙ্গীত সংস্থা'র ১৩ তম বার্ষিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সভাপতি নির্মলেন্দু কুণ্ডু, প্রধান পৃষ্ঠপোষক পণ্ডিত সুনীত চ্যাটার্জি ও নিখিলরঞ্জন আচার্য্য প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। এরপর মঞ্চে উপস্থিত প্রত্যেকে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে উস্তাদ আমীর খান, পণ্ডিত শ্রীকান্ত বাকরে এবং সম্প্রতি হারিয়ে যাওয়া সঙ্গীত জগতের ২ উজ্জ্বল নক্ষত্র উস্তাদ জাকির হুসেন ও উস্তাদ রশিদ খানকে পুষ্পার্ঘ্য ও পরে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এরপর সংস্থার ছাত্রছাত্রীরা একের পর এল বিভিন্ন রাগের বন্দিশ, বিস্তার, তান সরগম পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। শিল্পী দেবলীনা রায় মুলতানী রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। প্রথমে বিলম্বিত একতাল ও পরে ত্রিতাল ও দ্রুত একতালে বন্দিশ পরিবেশন করেন। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেন মনোজ পান্ডে ও হারমোনিয়ামে দ্বৈপায়ন রায়। পরবর্তী শিল্পী পণ্ডিত দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী সেতারে ইমন রাগে আলাপ, জোড়, ঝালা ও পরে তিনতাল, সুনিপন দক্ষতায় এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করেন। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেন পণ্ডিত শুভজ্যোতি গুহ। তার হাতের জাদুতে সকলে আপ্লুত হন। সর্বশেষ শিল্পী সংস্থার কর্ণধার ও শিক্ষাগুরু সমীর জানা একক হারমোনিয়ামে পরিবেশন করেন রাগ বেহাগ, বিলম্বিত একতাল ও দ্রুত তিনতাল। পরে রাগ ক্যাফি, টপ্পা ও রাগ চারুবেগমী বন্দিশ, সর্বশেষে পাহাড়ী রাগে ধুন পরিবেশন করে উপস্থিত সকলের মন জয় করেন। শিল্পীর সঙ্গে তবলা সঙ্গতে মনোজ পাণ্ডে মুন্সীয়ানার পরিচয় দেন। পরিশেষে সংস্থার কর্ণধার সমীর জানা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সফলভাবে পরিচালনা করেন মৌ গুহ ও রাজর্ষি ভট্টাচার্য্য।

সেই জল ক্ষেত্রপাল পুকুরে চলে যায়।

বাধাঁনো চাতালের দুধারে দুটি সিমেন্টের বাঘ। সুদূর অতীতে যখন জঙ্গল কেটে চাষ বাস শুরু করেছিল মানুষজন, তখন ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্যে থেকে বাবা বন্য প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচাতেন এলাকার লোকেদের। সেই অর্থে ক্ষেত্রপাল কৃষি দেবতাও বটে। কাছেই ছিল সরস্বতী নদী, তা আজ বেশ দূরে সরে গেছে। ক্ষেত্রপালের থান উৎসবের জন্য প্যান্ডেল করে ছেয়ে দেওয়া হয়েছে। প্যান্ডেলের চারদিকেও ভক্তদের বয়ে আনা মূর্তি রয়েছে দেখলাম। এক পাশে বেশ ঢাক, ঢোল, তাসা পার্টির বাজনা বাজছে। এগুলো সব ভক্তদের আনা। একজন বাজিয়েকে দেখলাম ঢাকের উপর দাঁড়িয়ে ঢোল বাজাচ্ছে। সে আবার জিহ্বাতে সরু তার ফুঁড়ছে। গাজনের মত আত্মনিগ্রহের নিদর্শন। সেই স্থানে প্রচুর জমায়েত।

সেই জামায়াতকে পাশ কাটিয়ে চললাম বাবা বিশ্বেশ্বর মন্দিরের দিকে। বাবা ক্ষেত্রপাল তো মন্দির নেবেন না; তাই তাঁর গুরুদেব শিবের জন্য এখানে ভক্তরা বিশাল মন্দির করে দিয়েছেন। আজও এখানে প্রচুর লোক জল ঢালছে। যখন ক্ষেত্রপালের পূজা দিতে আসে তখন বিশ্বেশ্বর শিবের পূজা দিয়ে যায়। মন্দিরের সামনে এক সুদৃশ্য বৃহৎ সিমেন্টের নন্দী। নন্দীর গলায়ও আজও প্রচুর ফুলমালা জুটেছে। অনেকে এর কানে কানে মানত করে যান; মানত পূর্ণ হলেই পূজা।

বাবা ক্ষেত্রপালের থান, বিশ্বেশ্বর মন্দির, এই দুয়ের চারপাশেই মেলা। মেলা চলে দিন সাতেক। তাই অনেক অর্ধ স্থায়ী দোকান প্রচুর। নাগরদোলা জাম্পিং সহ বাচ্চাদের নানা রাইড। মেলার মধ্যে রাসমঞ্চ সাজানো হয়েছে। মেলার হরেক রকম দোকান, জিলিপি বাদাম সহ গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় জিনিস, হরেক মাল এত টাকা। তা সত্ত্বেও মেলাকে খুব স্বতস্ফূর্ত মেলা বলে মনে হল। খুব ভালো লাগছিল মেলা খুব উপচে পড়া ভিড় নেই, আবার দোকানদাররা মাছি তাড়াচ্ছেন, এমন নয়। মেলা ঘুরে ক্ষেত্রপাল স্থানের পিছনে ভোগ ঘরে গেলাম। সেখানে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ ঘিরে থরে থরে মালসা ভোগ সাজানো হয়েছে, মনে হচ্ছে মালসার পাহাড়। মালসা ভোগে থাকে খই, চিড়ে, দই, ফল বাতাসা, সন্দেশ। ক্ষেত্রপালের সামনে প্রচুর ভক্তরা বাতাসা হরির লুট করেছে। লুটের বাতাসা মেলায় অনেক বিক্রি হচ্ছে। মালসা ভোগে একটি কাঁঠালি কলা দেওয়া হচ্ছে তার গায়ে পাতলা শোলা দড়ির মতো বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। ওটি হচ্ছে শোলার ফুল। ফুল যাতে না হারিয়ে যায় তাই কলার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে।

আশ্রমের অফিস ঘরে বসে আলাপ করলাম সভাপতি অজিত হাজরা এবং সম্পাদক গোবিন্দ কাঁটালের সঙ্গে। গোবিন্দ কাঁটালবাবু কীর্তন গানও করেন। এই ক্ষেত্রপাল বাবার কীর্তন অনুষ্ঠানের সময় ১৬ প্রহর হরিসভা বসে। তাতেও ওনার অনুষ্ঠান আছে। সংকীর্তনের এবার ৮৮তম আসর। বোঝা যাচ্ছে লৌকিক দেবতাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান শুধু পৌরাণিক শাক্ত, শৈবরা অধিগ্রহণ করেনি বৈষ্ণবরাও তাদের হরিনাম সংকীর্তন এর মাধ্যমে অধিগ্রহণ করেছেন। মহাপ্রভু, ক্ষেত্রপাল, শিব সব একসঙ্গে মিলেমিশে একাকার। আগে বলি হত। ১৫ বছর হল বলি বন্ধ। এটাও বৈষ্ণবীকরণ। ১০০ বছর এক বৈষ্ণব সাধু এখানে পাতার কুটির বানিয়ে থাকতে শুরু করেন। তিনিই বাবার বার্ষিক পূজার দিন সংকীর্তন শুরু করেন। ক্ষেত্রপালের নিত্য পূজা হয়। ক্ষেত্রপালের পূজা বংশ পরম্পরায় করছেন এক চক্রবর্তী পরিবার।

সংকীর্তনের তিথি চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবার থেকে শুরু। যদি সেদিন একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা পড়ে, তাহলে হবে না। এবার (২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ) শুরু হয়েছে কৃষ্ণপক্ষে অর্থাৎ ১৯ মার্চ। কোনও এক বিশেষ কারণে সময়টা এগিয়ে আনা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিন অধিবাস। তারপর ১৬ প্রহর নাম সংকীর্তন। জল ঢালার দিন হল রবিবার। জল ঢালার দিনে মালসা ভোগ। মালসার মূল্য ১০১ টাকা। প্রায় সাত হাজার মালসা পড়ে। শেষ দিন অর্থাৎ সোমবার ধুলট। সেদিন নরনারায়ণ সেবা। কর্তাব্যক্তিরা জানালেন প্রায় ২০ হাজার লোক প্রসাদ পায়। সোমবার দিনের নিমন্ত্রণ আর একরাশ ভালোলাগা নিয়ে ফিরে এলাম।

গোপীনাথের মেলার পরেও বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র অগ্রদ্বীপের আকর্ষণ বছরভর

দেবাশিস রায়

বঙ্গদেশের বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্রগুলির মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য অগ্রদ্বীপ ধাম। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর বামতীরে অবস্থিত সুপ্রাচীন অগ্রদ্বীপ গ্রামের ঐতিহ্যবাহী আউলবাউলের মেলার কথা অজানা নয়। দোলপূর্ণিমার পরবর্তী একাদশী তিথিতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই মেলার জন্য সারাটা বছর মুখিয়ে থাকে ধর্মপ্রাণ লাখো মানুষ। এবার ২৫ মার্চ মেলার সূচনা হয়েছিল। ৪ দিনের মেলাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কাটোয়া ২ নং ব্লক প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং পুলিশ–প্রশাসন সহ ফায়ার ব্রিগেডের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলির একাধিক শিবির পুণ্যার্থীদের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এসেছিল। স্থানীয় বাসিন্দা তথা অগ্রদ্বীপ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অর্চনা বাগের স্বামী কেষ্ট বাগ বলেন, সারাটা বছর এই মেলার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকি। অগ্রদ্বীপ গ্রামের বাসিন্দা গোবিন্দ ঘোষ মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ ছিলেন। কথিত আছে, মহাপ্রভু কাটোয়া যাতায়াতের পথে তাঁর প্রিয় পার্ষদের পর্ণকুটিরে বিশ্রাম ও আহার গ্রহণ করেছিলেন। তবে, মহাপ্রভু একসময় প্রিয় পার্ষদকে তাঁর সপারিষদ সঙ্গ থেকে বিরত করেন এবং অগ্রদ্বীপ গ্রামে থেকেই গোপীনাথের নামগান সহ সাধন ভজনের নির্দেশ দেন। তারপর থেকেই তিনি মহাপ্রভুর নির্দেশ পালন

করে চলতেন। কিন্তু, শৈশবস্থায় দুরারোগ্য ব্যাধিতে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে গোবিন্দ ঘোষ মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। সেইসময় একরাতে গোপীনাথ তাঁর প্রিয় ভক্তকে সান্ত্বনা দিতে স্বপ্নে দেখা দেন এবং গোবিন্দ ঘোষকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তিনি স্বয়ং ভক্তের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মাদি সম্পন্ন করবেন। লাখো লাখো পরম বৈষ্ণব ভক্তের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রতিবার এইসময় গোপীনাথ স্বয়ং মর্ত্যে নেমে আসেন এবং ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। সেই বিশ্বাসের ওপর ভর করে প্রতিবার এসময় ধর্মপ্রাণ লাখো মানুষের ভীড়ে মিলনমেলায় পরিণত হয়। আউলবাউল, সাধুসন্ত, বৈষ্ণব, নেতা–মন্ত্রীর সমাবেশে জমে ওঠে মেলাপ্রান্তর। অবশ্য মেলার কদিন ছাড়াও বছরভর এই পবিত্র ক্ষেত্রের প্রতি আকর্ষণ থাকে পুণ্যার্থীদের। যাবেন কীভাবে? হাওড়া–কাটোয়া রেলপথে লোকাল ট্রেনে চড়ে ঘণ্টা তিনেকের যাত্রা শেষে প্রায় ১৫০ কিমি দূরবর্তী অগ্রদ্বীপ রেলস্টেশনে নেমে পড়ুন। স্টেশনে নেমেই অগ্রদ্বীপ ঘাট যাওয়ার অসংখ্য টোটো, ভ্যানরিকশ, অটো প্রভৃতি পেয়ে যাবেন। প্রায় ৩ কিমি দূরের পথ শেষে ঘাটে পৌঁছে নৌকায় ভাগীরথী নদী পেরিয়েই বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র অগ্রদ্বীপ গ্রাম। অন্যদিকে শিয়ালদহ থেকেও ট্রেনযোগে বেথুয়াডহরি স্টেশনে নেমে অগ্রদ্বীপ গ্রাম আসা যায়। তবে, হাওড়া থেকেই সফর সুবিধাজনক।

সৌন্দর্যে ভরা শিলিগুড়ির দুধিয়া

সজল দাশগুপ্ত

শীতকাল মানেই এক আলাদা আমেজ, সকালে ঘন কুয়াশা ঝিরঝিরে উত্তরে হাওয়া মিলেমিশে নস্টালজিয়া। ঘন কুয়াশার মধ্যে পথ চলা কিংবা উষ্ণতার খোঁজে চায়ের দোকানে সত্যিই এক অদ্ভুত অনুভূতি। পাশাপাশি অনেকেই এই পিকনিক যেতে ভালোবাসেন। কেউ বেছে নেয় ডুয়ার্স কেউবা পাহাড়। পরিবারের সাথে বন্ধু–বান্ধবদের সাথে গিয়ে সারাদিন এক অনাবিল আনন্দ। শিলিগুড়ি থেকে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট পৌঁছে যাওয়া যাবে দুধিয়া। পাহাড়ের মাঝে নদী এক অপূর্ব দৃশ্য তার মাঝে পিকনিক করার মজাটাই আলাদা। পাহাড়ি নদীর টলমলে জল সত্যিই

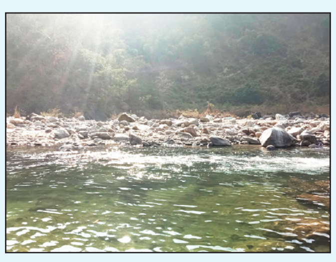

এক অদ্ভুত অনুভূতি। এবার দেখা গেল সংলগ্ন এলাকায় পিকনিক করতে প্রচুর মানুষের উপস্থিতি। বলা যেতে পারে সংলগ্ন এলাকায় পিকনিকে মানুষের ঢল। এই প্রসঙ্গে কয়েকজন যারা পিকনিক করতে গিয়েছিলেন তারা জানান তাদের খুব সুন্দর জায়গা, দারুন অনুভূতি হচ্ছে পিকনিক করতে।

চালু হল টার্ন টেবিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং: ইংরেজ আমলে যখন বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন চলত সেই সময় চালু ছিল এই পদ্ধতি। তারপর বন্ধ হয় বিভিন্ন কারণে, সেই পুরনো ইতিহাস আবার জ্বলজ্বল করে উঠল। প্রসঙ্গত ৮১ বছর পর আবার জীবন্ত হয়ে উঠল প্রাচীন টয় ট্রেনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ টার্ন টেবেল। কার্শিয়াং

স্টেশনে উদ্বোধন হল এই টান টেবিলের। উদ্বোধন করলেন এনেফ রেলওয়ে কাটিহার ডিভিশনের ডিভিশনাল ম্যানেজার সুরেন্দ্র কুমার। ১৯৪৩ সালের পরে বিভিন্ন কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এই টার্ন টেবিল। কি এই সিস্টেম বা ব্যবস্থা? এই পদ্ধতিতে একটি অস্থায়ী ট্রেন লাইনের উপরে ইঞ্জিন তুলে নিয়ে, ৩৬০ ডিগ্রী ঘোরানোর পদ্ধতির নাম টার্ন টেবিল। ইংরেজ আমলে যখন বাষ্পচালিত ইঞ্জিন চলত, সেই সময় এই পদ্ধতিতে খুব দ্রুত ট্রেনের ইঞ্জিন ঘোরানোর ক্ষেত্রে সুবিধা হত। এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করলে বিশেষ সুবিধা লাভ করা যায়। পাশাপাশি সময় বাঁচে। কার্শিয়াংয়ে এই ব্যবস্থা যদি সফল হয়, সাড়া পাওয়া যায়, তাহলে সমতল শহর শিলিগুড়ি জংশন রেল স্টেশনে চালু করা হবে এই ব্যবস্থা, এমনটাই জানান ডি এইচ আর কর্তৃপক্ষ। এই ব্যবস্থা টয় ট্রেনের পরিষেবা উন্নততর হবে পাশাপাশি পুরনো ঐতিহ্য রক্ষা পাবে।

আতশ কাচে

হকিতে এশিয়া কাপ

বিহারের রাজগীরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২০২৫ সালের এশিয়া কাপ হকি –র আসর । আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নবরূপে সজ্জিত রাজগীর হকি স্টেডিয়ামে এই টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হবে।হকি ইন্ডিয়া এবং বিহার রাজ্য ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ পাটনার পাটলিপুত্র স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এই বিষয়ে একটি সমঝোতা পত্র স্মারক স্বাক্ষর করেছে। হিরো এশিয়া কাপের ১২তম সংস্করণে ভারত, পাকিস্তান, জাপান, কোরিয়া, চীন এবং মালয়েশিয়া সহ ৮টি দল অংশগ্রহণ করবে।

ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

রায়গঞ্জে চারদিনের সাব জুনিয়র রাঙ্কিং ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা শেষ হল। অনূর্ধ ১৩ ও ১৫ বিভাগের সিঙ্গলসে সায়ন ঘোষ, স্বয়মদ্যুতি ঘোষ ঋত্বিকা দাস, প্রতিষ্ঠা পাল বিজয়ী হয়েছে। ডাবলসে অরিন দত্ত – ইরফান মন্ডল, আলেক্স ভার্গিশ – ধ্রুবরাজ মল্লিক, প্রিয়াংশী ব্যানার্জী – রেশমি দাস, ঋত্বিকা দাস – শ্যারন ছেত্রী খেতাব জয় করেছে।

সিরিজের সূচি

ভারত চলতি বছরে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তিন ম্যাচের একদিনের ও পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ খেলবে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সীমিত ওভারের সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছে। অস্ট্রেলিয়ার ৮ টি শহরে ম্যাচ গুলি হবে। একদিনের ক্রিকেট সিরিজ শুরু হবে ১৯ অক্টোবর। প্রথম ম্যাচ পার্থে অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ২৩ অক্টোবর দ্বিতীয় ম্যাচ এডিলেড ও ২৫ অক্টোবর তৃতীয় ম্যাচ সিডনিতে অনুষ্ঠিত হবে। একদিনের সিরিজের তিনটি ম্যাচই হবে দিন রাতের। ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজ শুরু হবে ২৯ অক্টোবর। প্রথম ম্যাচ ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় ম্যাচ ৩১ অক্টোবর মেলবোর্ন, তৃতীয় ম্যাচ ২ নভেম্বর হোবার্টে , চতুর্থ ম্যাচ ৬ নভেম্বর গোল্ড কোস্টে, শেষ ম্যাচ ৮ নভেম্বর ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত হবে।

টেনিস ইউকি ভাম্বরি

টেনিসের এটিপি প্রথম তিরিশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন ভারতের টেনিস তারকা ইউকি ভাম্বরি। এটিপিতে ২৬ নম্বর স্থানে রয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে তিনি ভারতের এক নম্বর ডাবলস টেনিস খেলোয়াড় হিসেবেও বিবেচিত হলেন। রোহন বোপান্নাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছেন ইউকি ভাম্বরি। সম্প্রতি মিয়ামি ওপেনে ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনাল অবধি পৌঁছন তিনি।

কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপ

ভারতের দীপক পুনিয়া ও উদিত জর্ডনের আম্মানে এশিয়ান কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জিতেছেন। অলিম্পিয়ান পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৯২ কেজি বিভাগে দীপক পুনিয়া এবং ৬১ কেজি বিভাগে রুপো পান উদিত। দীনেশ তুর্কমেনিস্তানের জিয়ামুহাম্মেত সাপারভকে ১২৫ কেজি বিভাগে পরাজিত করে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। এই ইভেন্টে ভারত মোট ১০টি পদক জিতেছে – ১টি সোনা, ৩টি রূপো এবং ৬টি ব্রোঞ্জ।

৮ এপ্রিল ম্যাচ

কলকাতা নাইট রাইডার্স ও লখনউ সুপার জায়ান্টসের মধ্যে ইডেনে নির্ধারিত আইপিএলের ম্যাচটি ৬ এপ্রিল রবিবারের পরিবর্তে ৮ এপ্রিল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে। ৬ এপ্রিল রামনবমী থাকায় ওই দিন কলকাতায় ম্যাচ হলে তারা পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে পারবে না বলে কলকাতা পুলিশের তরফে সিএবিকে জানানো হয়েছিল। সেই মতো ম্যাচের দিন পিছিয়ে ৮ এপ্রিল করার জন্য সিএবির তরফে বিসিসিআইকে সুপারিশ করা হয়। সেই সুপারিশ মেনেই ৮ এপ্রিল এই ম্যাচের দিন স্থির করেছে বিসিসিআই। দুপুর সাড়ে ৩টায় কেকেআর ও লখনউ এর মধ্যে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে।

আইপিএলে জীবনটাই যেন বদলে গেল অশ্বনির

নিজস্ব প্রতিনিধি : জীবনের জার্নিটাই যেন রোলার কোস্টার। মুম্বইয়ের হয়ে অভিষেক ম্যাচেই নায়ক বনে যাওয়া বছর তেইশের অশ্বনি কুমার এমনটা বলতেই পারেন। যার হাতে তাবড় নাইট ব্যাটারদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। ভাগ্য থাকলে, এই অশ্বনি কুমারকে বল হাতে ছুটতে দেখা যেত নাইটদের হয়েই। কিন্তু তা হয়নি। কলকাতা নাইট রাইডার্সে ট্রায়াল দিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে শেষপর্যন্ত দলে নিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সই। আর জীবনের প্রথম আইপিএল ম্যাচেই অজিঙ্কা রাহানে, রিঙ্কু সিং, মণীশ পাণ্ডে, আন্দ্রে রাসেলদের ড্রেসিংরুমেই রাস্তা দেখিয়েছেন। তাতে পেয়েছেন ম্যাচ সেরার পুরস্কারও। এই অশ্বনি কুমারকে নিয়েই চর্চা শুরু হয়েছে আইপিএলে। আসলে পঞ্জাবের মোহালির ঝাঞ্জেরি গ্রামের এই তরুণ ক্রিকেটার ক'দিন আগেও ছিলেন অচেনা। আইপিএলে অভিষেকে রেকর্ড গড়ে চলে এসেছেন পাদপ্রদীপের আলোয়। এই প্রথম কোনও ভারতীয় বোলার আইপিএলের অভিষেকেই চার উইকেট পেয়েছেন। ম্যাচ শেষে তাঁর মুখে হাসি ফুটলেও, এই হাসি এতদিন ছিল না। অন্তত মুম্বই দলে সুযোগের আগে পর্যন্ত। তাঁর বাবা হরকেশ সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকারে বলেন, 'বৃষ্টি অথবা প্রখর রোদ, আবহাওয়া যেমনই হোক অশ্বনি কখনো মোহালির পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (পিসিএ) স্টেডিয়ামে অথবা মুল্লানপুরের নতুন স্টেডিয়ামে যাওয়া বাদ দিত না। মাঝেমধ্যে সে সাইকেলে অথবা শেয়ার্ড অটোতে পিসিএ একাডেমিতে যেত।' আর এই ১১ কিলোমিটার দূরত্বের প্র্যাকটিসে যেতে তাঁর বরাদ্দ ছিল বাড়ির থেকে মাত্র ৩০ টাকা। তাঁর বাবা আরও বলেন, 'আমি মনে করি, সে যখন ৩০ টাকা ভাড়া চাইত, তখন বুঝতে পারিনি তার প্রতিভার মূল্য কত। কিন্তু যখন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তাকে নিলামে ৩০ লাখ টাকায় দলে নেয়, তখন বুঝলাম, সে সত্যিই প্রতিটি পয়সার যোগ্য'। বন্ধুরাই চাঁদা তুলে কিনে দেয় স্পাইক, বল। অশ্বনিও মুম্বইয়ের থেকে টাকা পাওয়ার পর গ্রামের একাডেমিতে বল আর কিটস কিনে দিয়েছেন। হরকেশ বলেন, 'অশ্বনীকে একেকটি উইকেট নিতে দেখে মনে পড়ছিল রাত ১০টায় ফিরে ফের ভোর পাঁচটায় তাঁর অনুশীলনে যাওয়ার দিনগুলির কথা।' আইপিএল অভিষেকের আগে স্বীকৃত ক্রিকেটে সর্বসাকল্যে ১০ ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা ছিল অশ্বনির। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২ ম্যাচ, লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে ৪ ম্যাচ ও স্বীকৃত টি–২০তে ৪ টি–টোয়েন্টি ম্যাচের পর আইপিএলে অভিষেক ঘটে। পঞ্জাব, রাজস্থান থেকে কলকাতা সব জায়গাতেই ট্রায়াল দিয়ে গেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত মুম্বই দল নিয়েছে ৩০ লাখ টাকায়। তার আগে অশ্বনির সম্বল বলতে ছিল শুধু বাবার দেড় একর জমি। এখন ২২ গজের জমিটাই শক্ত করার লড়াই অশ্বনির।

টিকিটের দাম কমল ইডেনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দাম কমল ইডেনে কেকেআর ম্যাচের টিকিটের। ৮ এপ্রিল লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচ নাইটদের। সেই ম্যাচের টিকিটের দাম কমেছে। এর আগে ইডেনে আরসিবির বিরুদ্ধে ম্যাচের টিকিটের চড়া দাম নিয়ে চর্চা হয়েছিল। ২২ মার্চ আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের টিকিটের ন্যূনতম দাম ছিল ৯০০ টাকা। তারপর ২০০০, ৩৫০০, ৫০০০, ৬০০০, ১০ ও ১৫ হাজার টাকার টিকিট ছিল। ৮ এপ্রিল লখনউ ম্যাচের ন্যূনতম টিকিটের দাম অবশ্য বদলাচ্ছে না। সেটা ৯০০ টাকাই থাকছে। কিন্তু তারপর টিকিটের দাম কমে হচ্ছে ১২০০, ১৫০০, ১৮০০ টাকা। অর্থাৎ, একধাক্কায় ২০০০ টাকাও কমছে টিকিটের দাম। ক্লাব হাউসের আপার টিয়ার ৬০০০ টাকা ও লোয়ার টিয়ারের দাম ১০০০০ টাকা। এরপর আছে ১২, ২৫ ও ৩৫ হাজার টাকার টিকিট। তবে ৩ এপ্রিল হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচের টিকিটের দাম অপরিবর্তিতই রাখা হয়েছে। এমনিতে গত বছরের তুলনায় এবার ন্যূনতম টিকিটের দাম বাড়ানো হয়েছিল। গতবার যেখানে ৭৫০ টাকা টিকিটের দাম ছিল, এবার সেটা বেড়ে হয়েছিল ৯০০ টাকা। ২২ মার্চ উদ্বোধনের দিন তারকাদের আসর বসেছিল ইডেনে। উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ খান, শ্রেয়া ঘোষাল, দিশা পাটানিরা। তারপর ছিল বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে ম্যাচ। এক মঞ্চে এত তারকাকে একসঙ্গে দেখার জন্য চড়া মূল্যও গুনতে হয়েছিল ক্রিকেট সমর্থকদের। উল্লেখ্য, লখনউয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচটি প্রথমে হওয়ার কথা ছিল ৬ এপ্রিল। কিন্তু নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে সূচি বদলায়। ৬ তারিখের বদলে ৮ এপ্রিল পন্থদের বিরুদ্ধে নামবে নাইটরা। ম্যাচ শুরু হবে দুপুর সাড়ে তিনটে থেকে। টিকিটের দাম কত রাখা হবে, সেটা ফ্র্যাঞ্চাইজিই ঠিক করে।

ভারতেই সাম্বার ঝলক দেখালেন রোনাল্ডিনহোরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চেন্নাই দেখল সাম্বার ঝলক। ২০০২ বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য রিভাল্ডো, রোনাল্ডিনহো, লুসিওরা মাঠে ছড়িয়ে দিলেন সোনালী রোদ্দুর। স্মৃতিমেদুর করে তুললেন ফুটবল পাগলদের। চেন্নাইয়ে সবঅর্থেই রবিবার সন্ধ্যায় বসেছিল চাঁদের হাট। একদিকে ব্রাজিলের কিংবদন্তিরা। কে নেই সেখানে? কার্লোস দুঙ্গা, গিলবার্তো সিলভা, এডমিলসন, জিওভানি, আমারাল, লুসিওর মতো তারকা। রোনাল্ডিনহো–রিভাল্ডোরা তো ছিলেনই। তাঁরাই মুখ্য আকর্ষণ। অন্যদিকে, ভারতের সোনার ছেলেরা। দেশের ফুটবলের কালো হরিণ আইএম বিজয়ন, অ্যালভিটো ডি কুনহা, সৈয়দ রহিম নবি, মেহতাব হোসেন, দীপক মণ্ডল, অর্ণব মণ্ডল, মহেশ গাউলি, প্রদীপের মতো একঝাঁক প্রাক্তন তারকা। ম্যাজিশিয়ান রোনাল্ডিনহোকে দেখার জন্য উদ্বেল গ্যালারি। তিনি এক অর্ধ খেলেছেন। তাঁর পায়ে যখনই বল পড়েছে, তখনই উত্তাল হয়েছে গ্যালারি। সেই পায়ের জাদু, শরীরের দোলানিতে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারদের বেসামাল করে দেওয়া, খেলতে খেলতে হঠাৎ করেই মাঠ বড় করে দেওয়া, রোনাল্ডিনহো এখনও সম্মোহীত করতে পারেন। ৩৫ মিনিট করে একেক অর্ধ। ভারতের মাস্টার্স দলের কোচ প্রাক্তন ফুটবলার প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। গোল আগলালেন শুভাশিস এবং করণজিৎ। রক্ষণে অর্ণব মণ্ডল, দীপক মণ্ডল, মহেশ গাউলিরা। মেহতাব, নবি, অ্যালভিটো, বিজয়ন, মেহরাজউদ্দিনরাও নিজেদের সেরা সময় ফেলে এসেছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ যত শক্তিশালীই হোক না কেন, যত কঠিনই হোক না কেন, তাঁরাও চোখে চোখ রেখে লড়তে জানেন। স্কিলের বিচ্ছুরণ ঘটাতে পারেন।খেলা ছেড়ে দেওয়ার পরেও রিভাল্ডো–রোনাল্ডিনহোদের খেলা চোখে লেগে থাকার মতো। এই পড়ন্ত বেলায় ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তিরা তুলে ধরলেন সোনালী সময়ের জাদু।

টুকরো

সুস্থ তামিম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবাল হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন। মাঠে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। আগামী ৩ মাস তাঁকে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে ম্যাচে মহমেডান স্পোটিংয়ের অধিনায়ক তামিম টস করার সময় বুকে ব্যথা অনুভব করায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

সূচি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন ওমেন্স এশিয়া কাপ ফুটবলের সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ভারত আছে গ্রুপ বি' তে। এই গ্রুপে অন্য দলগুলি হল থাইল্যান্ড, মঙ্গোলিয়া, টিমোর লিষ্ট এবং ইরাক। গ্রুপ বি' র খেলাগুলি হবে থাইল্যান্ডে চলতি বছরের ২৩ জুন থেকে ৫ জুলাই। এশিয়ান কাপে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ৮টি দল খেলবে।

সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় চেন্নাইন এফসি–র ইরফান

নিজস্ব প্রতিনিধি : চেন্নাইন এফসি–র ফরোয়ার্ড ইরফান ইয়াডওয়াড মার্চ মাসে আইএসএলের সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। এ মাসে তিনি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখান, যার মধ্যে জামশেদপুর এফসি–র বিপক্ষে দুটি গোল ছিল। ইয়াডওয়াড ধারাবাহিকভাবে দুর্দান্ত পারফর্ম করেন এবং এ বছর মেরিনা মাচানস–এর হয়ে দারুণ এক মরশুম কাটান। এই মাসে চেন্নাইন এফসি–র দুটি ম্যাচেই অংশ নেন তিনি এবং জামশেদপুর এফসি–র বিপক্ষে ৫–২–এ জেতা ম্যাচে দুটি গোল করেন। ২৩ বছর বয়সী গোয়াজাত এই ফরোয়ার্ড আইএসএল ২০২৪–২৫ মরসুমে পাঁচটি গোল করেছেন এবং চারটি অ্যাসিস্ট দিয়েছেন। আক্রমণাত্মক ভূমিকার পাশাপাশি, ইয়াডওয়াডের পরিশ্রম, বল জয়ের দক্ষতা এবং রক্ষণাত্মক অবদানও উল্লেখযোগ্য ছিল। এটি শুধু ইয়াডওয়াডের প্রথম উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার নয়, এ মরসুমে চেন্নাইন এফসি থেকে এই সম্মান পাওয়া প্রথম খেলোয়াড়ও তিনি। ১৮ জন বিশেষজ্ঞের প্যানেলের অধিকাংশই ইয়াডওয়াডকে মার্চ মাসের সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় হিসেবে ভোট দিয়েছেন। আটজন তাঁকে প্রথম স্থানে রেখেছেন, দু'জন দ্বিতীয় স্থানে এবং চারজন তৃতীয় স্থানে বেছে নিয়েছেন। কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি–র কোরু সিং এবং পাঞ্জাব এফসি–র মুহাম্মদ সুহেল যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। তিনজন প্যানেলিস্ট কোরু সিংকে তাদের প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নেন, ২জন তাঁকে দ্বিতীয় এবং ২জন তৃতীয় স্থানে রাখেন। সুহেল ২জনের ভোটে প্রথম স্থানে ছিলেন।

প্রতিভার খোঁজে

২দিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : খেলাধুলার মানকে বজায় রাখতে ছেলেমেয়েদেরকে খেলার সঙ্গে যুক্ত রাখতে ও আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের নাম উজ্জ্বল করতে স্কুল স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বারুইপুর মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদের সহযোগিতায় জয়নগর ১ নং আঞ্চলিক বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিদর্শকের ব্যবস্থাপনায় ২দিনের ২৭ তম মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হল জয়নগর থানার বহড়ু হাইস্কুলের মাঠে। ২৭ মার্চ এই খেলার শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর মহকুমা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আফতাব আলম, জয়নগর–মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, জয়নগর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ,জয়নগর মজিলপুর জেএম ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর মণ্ডল, বহড়ু হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক চম্পক মিশ্র, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিউর রহমান লস্কর, বারুইপুর মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদের সম্পাদক সফিউর রহমান লস্কর, শিক্ষক জাহাঙ্গীর লস্কর, শিক্ষিকা মলিনা নাথ সহ আরো অনেকে। ২দিনে মোট ৭৭টি ইভেন্টের খেলা এখানে অনুষ্ঠিত হয়। ১৪, ১৭ ও ১৯ বছরের ছেলে মেয়েরা এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। অলিম্পিকের বেশির ভাগ ইভেন্ট এই প্রতিযোগিতায় স্থান পায়। মশাল দৌড়, হাই জ্যাম, লং জাম, তীরন্দাজ সহ একাধিক ইভেন্টে অংশ নেন প্রতিযোগীরা।

কালনায় রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি:পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী মহকুমা শহর কালনায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা। এলাকার একটি যোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালনায় শহরের পুরশ্রী মঞ্চে আয়োজিত ৮ম বর্ষের এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের মোট ১৭টি জেলার পুরুষ ও মহিলা সহ ৬৬৮ জন অংশগ্রহণ করেছিল। বয়স ভিত্তিক মোট ১৪টি বিভাগ প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, স্থানীয় বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ, বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা উদ্যোগপতি সুশীল মিশ্র প্রমুখ বিশিষ্টজন। আয়োজক সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের যোগাসন প্রতিযোগিতায় জুনিয়রদের ৬টি বিভাগে ২৫টি করে এবং সিনিয়রদের ৮টি বিভাগে ১০টি করে পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়াও এই প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের নিয়ে পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে আরও একটি আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

দাবায় দাপট: ডাক্তার–পড়ুয়া বৃষ্টি এবারও দেশের সেরা

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : দাবায় দাপট দেখিয়ে এবারও দেশ সেরার তালিকায় নাম তুললেন মেমারীর ডাক্তার–পড়ুয়া বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়। পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারী শহরের ৪ নং ওয়ার্ডের শ্রীদুর্গা পল্লির বাসিন্দা দেবাশিস মুখোপাধ্যায় এবং অপরূপাদেবীর ছোট মেয়ে বৃষ্টি এবারের ১২তম ন্যাশনাল অ্যামেচার চেস চ্যাম্পিয়নশিপ–২০২৫ প্রতিযোগিতায় মহিলা বিভাগে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছেন। গত ২৫–২৯ মার্চ বিহারের গয়ায় আয়োজিত এই দাবা প্রতিযোগিতায় দেশের নানান প্রান্ত থেকে ৪৬৬ জন প্রতিনিধি বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আন্ডার ২৩০০ রেটিংয়ে অংশগ্রহণকারী বৃষ্টি মুখোপাধ্যায় ফাইনাল রাউন্ডে তামিলনাড়ুর প্রতিযোগী নিবেদিতা ভিসি'র মুখোমুখি হন। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ৮–৬ পয়েন্টের ব্যবধানে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করেন মেমারীর এই কৃতী কন্যা। তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর বয়সেই দাবা খেলায় বৃষ্টির হাতেখড়ি। বাবার হাত ধরে প্রথমে কলকাতার গোর্কি সদনে তালিম নেওয়া শুরু হয়েছিল। দাবার ছক–ঘুঁটি–চালের সঙ্গে কার্যত ঠিকমতো পরিচয় হতে না হতেই মাত্র দু'মাসের মাথায় আয়োজিত একটি প্রতিযোগিতাতেই বৃষ্টির অভাবনীয় সাফল্য সকলকে চমকে দিয়েছিল। তারপর থেকে জেলা, রাজ্য, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আয়োজিত নানান প্রতিযোগিতায় ধারবাহিক সাফল্যে বৃষ্টির প্রাপ্তির ঝুলি ভরে উঠছে। একুশ বর্ষীয়া বৃষ্টি বর্তমানে সাঁইথিয়ায় অবস্থিত বীরভূম বিবেকানন্দ হোমিয়োপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিট্যালের প্রথম বর্ষের(বিএইচএমএস) পড়ুয়া। তিনি একদিকে ভবিষ্যতে একজন ভালো হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক হয়ে ওঠার স্বপ্নকে সযত্নে লালনপালন করছেন, অন্যদিকে সবটুকু উজাড় করে দিয়ে বিশ্ব দাবা জগতে নিজের নাম প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বৃষ্টির আপোষহীন লড়াইটা চলছেই। ইতিমধ্যেই তিনি রাজ্য, দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স, নেপাল, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশের মাটিতে আয়োজিত বিভিন্ন স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর একাধিকবার সাফল্য লাভের মাধ্যমে দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। ৭ এপ্রিল বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত একটি প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি নেওয়ার ফাঁকেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বৃষ্টি জানান দাবার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় সহ ধারবাহিক লড়াইয়ের টুকরো টুকরো অনেক কথা। তিনি বলেন, ছোটোবেলায় দেয়ালে খুবই আঁকিবুঁকি কাটতাম, অঙ্ক করতাম। সেটা দেখে বাবা কিছু একটা ভেবেই আমাকে কলকাতার গোর্কি সদনে অ্যালেকাইন চেস ক্লাবে নিয়ে গিয়ে ভরতি করে দিল। সেই প্রথম দাবার সঙ্গে আমার পরিচয়। বর্তমানে আমি তামিলনাড়ুর গ্রান্ডমাস্টার আর বি রমেশের অধীনে অনলাইনে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। আমি রাজ্য এবং জাতীয় স্তরের পাশাপাশি কমওয়েলথ চ্যাম্পিয়ন, ওয়েস্টার্ন এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি। জাতীয় স্তরে দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। এছাড়াও আরও বিভিন্ন স্তরের প্রতিয়োগিতায় সাফল্য লাভ করেছি। বর্তমানে মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রভূত আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যেও দাবায় ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়া এবং গ্রান্ডমাস্টার টাইটেলের দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই এখন আমার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। কিছুটা অভিযোগের সুরে দেবাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, অন্যান্য রাজ্যের মতো এখানে কৃতীদের সেভাবে সম্মান দেওয়া হয় না। প্রশাসনের পাশাপাশি বিভিন্ন মহলের তরফে যদি নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে আমার মেয়ের মতো অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে যেতে সমর্থ হবে এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারবে।

দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনতুন সমস্যার প্রতিকার জানতে
পড়তেই হবে

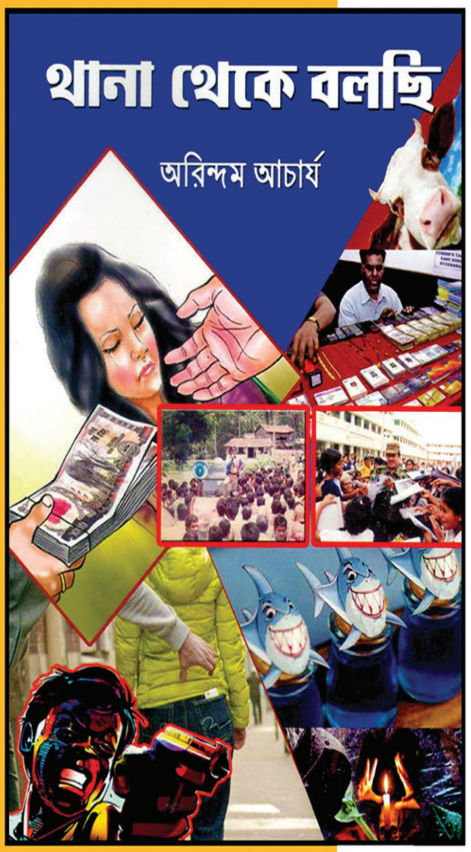

কি রয়েছে

- নারীপাচার ও তার প্রতিকার
- ডাকাতির কবলে পড়লে
- প্রতারণার ফাঁদ
- পুকুর ভরাট
- মোবাইল যখন শত্রু হয়
- বিজ্ঞাপনে বিপদ
- হায়রে চিংড়ি
- আরো অনেক কিছু ....

একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এক মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছে
নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী

এখনই সংগ্রহ করুন

দাম মাত্র ৩০/- টাকা

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com